মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক দেশের ১২ টি জেলা ও ১২৩ টি উপজেলায় ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা এবং ৪র্থ ধাপে ২য় পর্যায়ে জমিসহ ২২ হাজার ১০১টি পরিবারকে গৃহ প্রদান সংক্রান্ত

প্রকাশিত সংবাদসমূহ

প্রকাশকালঃ ৭ - ১০ আগস্ট ২০২৩

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক
১২ টি জেলা ও ১২৩ টি উপজেলায় ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা এবং
৪র্থ ধাপে ২য় পর্যায়ে জমিসহ ২২ হাজার ১০১টি পরিবারকে
গৃহ প্রদান সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদসমূহ

প্রকাশকালঃ ৭ - ১০ আগষ্ট ২০২৩

আশ্রয়ণ প্রকল্প

সহযোগিতায়ঃ **প্রেস উইং**

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

চাকলা আশ্রয়ণ প্রকল্প, বেড়া, পাবনা
সারাদেশে ৪১লক্ষ ৪৮হাজার মানুষকে পুনর্বাসন করা হয়েছে

আমানউল্যাপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
সারাদেশে ৪১লক্ষ ৪৮হাজার মানুষকে পুনর্বাসন করা হয়েছে

বারাসাত সোনার বাংলা পল্লী, তেরখাদা, খুলনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক
১২ টি জেলা ও ১২৩ টি উপজেলায় ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা এবং
৪র্থ ধাপে ২য় পর্যায়ে জমিসহ ২২ হাজার ১০১টি পরিবারকে
গৃহ প্রদান সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদসমূহ

সূচিপত্র

১০ আগষ্ট ২০২৩

জাতীয় দৈনিক

দৈনিক ইত্তেফাক ১১
দৈনিক সমকাল ১৪
দৈনিক যুগান্তর ১৬
দৈনিক কালের কণ্ঠ ১৮
দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৩
দৈনিক আজকের পত্রিকা ২৪
দৈনিক প্রথম আলো ২৫
দৈনিক জনকণ্ঠ ২৬
দৈনিক বাংলা ৩০
দৈনিক ভোরের কাগজ ৩৩
দৈনিক দেশ রূপান্তর ৩৬
দৈনিক সময়ের আলো ৩৮
দৈনিক বণিক বার্তা ৪০
দৈনিক মানব কণ্ঠ ৪২
দৈনিক আজকালের খবর ৪৩
দৈনিক আমার সংবাদ ৪৬
দৈনিক ভোরের পাতা ৪৯
দৈনিক করতোয়া ৫৫
দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ ৬১
দৈনিক মানব জমিন ৬৫
দৈনিক আজাদী ৬৭
দৈনিক পুর্বকোণ ৭০
দৈনিক সুপ্রভাত ৭৩
দৈনিক যায়যায় দিন ৭৮
দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ ৮৩
দৈনিক বাংলাদেশ বুলেটিন ৮৮
দৈনিক কালবেলা ৮৯
দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ ৯১
দৈনিক সকালের সময় ৯৩
ঢাকা ট্রিবিউন ৯৭
দি ডেইলি স্টার ৯৯
দি বিজনেস স্টের্ডাড ১০০
দি ডেইলী সান ১০২
দি ডেইলী অবজারভার ১০৪
দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস ১০৭
দি নিউ এজ ১০৮
দি এশিয়ান এজ ১১০
দি নিউনেশন ১১২
বাংলাদেশ পোস্ট ১১৪

অনলাইন মিডিয়া

বিডি নিউজ২৪.কম ১১৯
বাংলা ট্রিবিউন ১২১
জাগো নিউজ২৪.কম ১৩৭
রাইজিং বিডি.কম ১৪৭
নিউজ বাংলা২৪.কম ১৬৩
বাংলা নিউজ২৪.কম ১৬৬
ঢাকা পোস্ট ১৬৯
ঢাকা টাইমস ১৮৪
বার্তা২৪ ১৯১
সময় নিউজ ১৯৩
৭১ নিউজ ১৯৯
যুগান্তর ২০৩
কালের কণ্ঠ ২০৯
কালবেলা ২১১

প্রকাশিত সংবাদের তারিখ

০৯ আগষ্ট ২০২৩ ২২৩
০৮ আগষ্ট ২০২৩ ২৭৫

পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ

অবহেলিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে 'আশ্রয়ন'
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান ৩৪১

আশ্রয়ন : মর্যাদাহীন মানুষের শান্তিনিকেতন
মনজুরুল আহসান বুলবুল ৩৪৩

বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত আশ্রয়ন প্রকল্প
ড. মোঃ আবু তাহের ৩৪৬

আশ্রয়ন প্রকল্প যেন লাল সবুজের বাংলাদেশ
এস এম আব্রাহাম লিংকন ৩৪৮

Bangladesh's 'Ashrayan Project' is a Paradigm for Developing Countries
Dr. Atle Pearson ৩৫০

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ আগস্ট ২০২৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমিসহ গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন —বাসস

এক জন মানুষও অবহেলিত থাকবে না : প্রধানমন্ত্রী

আরো ১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলাকে গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা ● ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষের মুখে হাসি ফুটল

■ মেহেদী হাসান, পাবনা থেকে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের মানুষের ভাগ্য গড়তে বর্তমান সরকার কাজ করছে। একটাই লক্ষ্য, এক জন মানুষও ভূমিহীন ও অবহেলিত থাকবে না। গতকাল বুধবার গণভবন থেকে দেশের তিনটি আশ্রয়ণ প্রকল্পে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে চতুর্থ ধাপের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ২২ হাজার ১০১ পরিবারকে ঘর দেন। একই সঙ্গে তিনি আরো ১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলাকে গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে আরো ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষের মুখে হাসি ফুটল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

বাঘা (রাজশাহী) : সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ঘর —ইত্তেফাক

এক জন মানুষও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে। আওয়ামী লীগ জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল একটা স্থিতিশীল অবস্থা, গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখে, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যদিকে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ-সবগুলো মোকাবিলা করে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছি। আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ ভাগে নামিয়ে এনেছি। হতদরিদ্র ২৫ ভাগ থেকে ৫ ভাগে নামিয়ে এনেছি। ইনশাআল্লাহ এ দেশে আর কেউ হতদরিদ্র থাকবে না। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ ও বিশ্বাস রাখবেন। একটানা সরকারে আছি বলেই আজকে ভূমিহীন মানুষের ঘর করে দেওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষা-দীক্ষা, শতভাগ বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট উন্নত করা, স্কুল-কলেজসহ সব জায়গায় উন্নয়ন করে দিচ্ছি। একমাত্র নৌকায় ভোট দিয়ে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে। আর নৌকায় ভোট দিয়েছে বলে আজকে ভূমিহীন মানুষ ঘর পেলেন, জীবন-জীবিকার সুযোগ পেলেন।

আঘাত দিতেই ১৫ আগস্ট কেক কেটে আনন্দ উল্লাস করত খালেদা জিয়া : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মদদ দিয়ে গেছে। এমনকি ১৫ আগস্ট খালেদা জিয়ার জন্মদিন না, তারপরও জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কেটে আনন্দ উল্লাস করত। যেদিন আমরা শোকে ছিলাম, যেখানে আমাদের চোখের পানি ঝরে সেদিন সে উৎসব করত তার মিথ্যা জন্মদিন বানিয়ে। এটা আমাদের আঘাত দেওয়ার জন্য সে করত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াতের শয়তানীরা, যারা বোমা, হামলা, গুলি ছাড়া কিছুই বোঝে না। তারা সেখানেই মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। অগ্নিসন্ত্রাস করেছে। ৩ হাজার ৮০০ মানুষকে আগুনে পুড়িয়েছে, তার মধ্যে প্রায় ৫০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। কাজেই মানুষের জন্য তাদের কোনো চিন্তা নাই। তাদের নিজেদের ক্ষমতায় থেকে লুটপাট, দুর্নীতি, এতিমের অর্থ আত্মসাৎ করা, আর মানিলন্ডারিং করে গেছে। এখনো মানুষকে তারা জিম্মি করে নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করে।

উপকারভোগীদের ঘরের যত্ন নেওয়ার আহ্বান : ঘর পাওয়া পরিবারের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঘরের যত্ন করতে হবে। তাছাড়া এখন ডেঙ্গু দেখা গেছে, কোথাও যেন পানি জমে না থাকে, মশার প্রজনন কেন্দ্র যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বাড়িতে হাঁস-মুরগি, কবুতর পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যে পারেন করবেন। গাছ লাগাবেন, সবজি করবেন, ফলমূলের গাছ লাগাবেন। আমরা বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হবেন। পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা ব্যবহারেও সচেতন হবেন। বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

আরো সুন্দর জীবন পান সেটাই আমরা চাই : শেখ হাসিনা আরো বলেন, যেগুলো দিয়েছে সেগুলো আপনারা যত্ন করবেন। এর মধ্য দিয়ে আরো সুন্দর জীবন পান সেটাই আমরা চাই। নিজেরাই আরো বাড়ি করতে পারেন, নিজেরাই যেন সক্ষম হন, আমি চাই আরো সুন্দরভাবে যেন বাঁচতে পারেন। আমরা প্রাথমিক সহযোগিতাটা করে দিলাম। এরপর আপনাদের জীবন-জীবিকা গড়ে তোলা সেটা আপনাদেরই দায়িত্ব, সেভাবেই করবেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা চেয়েছিলেন এদেশে কেউ গৃহহীন, ভূমিহীন থাকবে না। আমরা সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছি। এই ঘর-বাড়ি নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।

সুখের ঘরে শান্তিতে আছি, প্রতিবন্ধী দিলি বেগমের চিকিৎসারও দায়িত্ব নিলেন প্রধানমন্ত্রী : "আমি হঠাৎ করে অন্ধ হয়ে যাই। প্রতিবন্ধী হওয়ায় স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে যায়। বাবা যতটুকু পেরেছেন চিকিৎসা করিয়েছেন। আজ আপনাকে দেখতে না পারলেও আপনার সঙ্গে কথা বলতে পেরে আমি আনন্দিত। আমরা পরের বাড়িতে বসবাস করতাম। এ কারণে তারা কটু কথা বলত। এখন আপনার দেওয়া আশ্রয়ণের ঘরে সন্তান নিয়ে শান্তিতে বসবাস করছি। প্রতিবন্ধী ভাতা পাই। বাচ্চারা বলে, এটা আমাদের বাড়ি।' পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করে আশ্রয়ণের ঘর পাওয়া প্রতিবন্ধী মোসাম্মাৎ দিলি বেগম। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। দিলি বেগমের কাছে জানতে চান, তার চোখের কী সমস্যা হয়েছে। এ সময় দিলি বেগম জানান, তিনি গাজীপুরে গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। তার বাবা তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার দেখিয়েছেন। দিনমজুর বাবার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি, তাই এখানে নিয়ে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী তখন দিলিকে উদ্দেশ করে বলেন, আচ্ছা আমি দেখছি। এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্রুত দিলির চোখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

পাবনা জেলা প্রশাসক মু. আসাদুজ্জামান পাবনা থেকে ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন এ কথা জানান, এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পাবনারই তো জয়জয়কার। আপনাদের রাষ্ট্রপতি আপনাদের ডেপুটি স্পিকার।' পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের উপকারভোগী ভ্যানচালক মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে পারব।

বৃহস্পতিবার
[illegible]

সমকাল

আশ্রয়ণের বাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখুন

■ সমকাল ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তাঁর দল দেশবাসীকে উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পাচ্ছে।

গতকাল ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গতকাল বুধবার আরও ২১টি জেলা ও ১২৫টি উপজেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেওয়ার সময় এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, জনগণ তাঁর দল আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করায় আজকে দেশ আর্থসামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দলের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা

[illegible] পৃষ্ঠা ৫

■ এক দিনে জীবনের রেকর্ড
আসাদের সুর : পৃষ্ঠা ৭

আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

রাখতে হবে। খবর বাসসের। শেখ হাসিনা বলেন, কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে সেজন্য ডিজিটাল ভোটার তালিকা করা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। সেই কায়েমি গোষ্ঠী এখনও ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে। তারা ২০১৩ থেকে ১৪ সালে জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে এটি শুরু করেছিল। দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের একটি বিরোধী দল আছে যারা শুধু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে।'

তিনি বলেন, সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর দল সব মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকায় এটি সম্ভব হয়েছে। দেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের একমাত্র লক্ষ্য দেশের কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে।' তিনি বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় রাউন্ডের চতুর্থ ধাপে ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করার ফলে সারাদেশে ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলো। যারা জমিসহ বাড়ি পেয়েছেন তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এইসব বাড়ি আপনাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেশির ভাগ সুবিধাভোগীসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সুবিধাভোগীরা খুলনার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার ঢালনা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। নতুন ১২টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা হলো মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফিরোজপুর ও ঝালকাঠি। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করেন। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

দৃষ্টিহীন লিপির চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাবনার বেড়া উপজেলার আশ্রয়ণ প্রকল্পের দৃষ্টি শক্তিহীন এক উপকারভোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। গতকাল ঢালনা আশ্রয়ণ প্রকল্পে বাড়ি হস্তান্তর করার সময় অন্ধ লিপি বেগম প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর জীবনের করুণ কাহিনি বলেন। অশ্রুসিক্ত বাড়িসহ দুই ডিসিমাল জমির মালিকানার দলিল পাওয়ার পর লিপি জানান, সাত বছর আগে তিনি হঠাৎ অন্ধ হয়ে যান এবং তাঁর স্বামী সাত মাস বয়সী ছেলেসহ তাঁকে ছেড়ে চলে যান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, কখনোই ভাবিনি আমাদের নিজস্ব বাড়ি হবে। তাঁর ছেলে এখন স্কুলে যাচ্ছে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, চোখের চিকিৎসা কোথায় নিয়েছেন? উত্তরে লিপি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল থেকে চোখের শেষ চিকিৎসা নেওয়ার কথা বলেন। তিনি জানান, করোনা মহামারি, আর্থিক সংকট এবং অর্থোপেডিক সমস্যার কারণে আর চিকিৎসা নিতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের চিকিৎসককে দেখালে ভালো হতো। এ সময় পাবনার জেলা প্রশাসক এম আসাদুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। বিস্মিত লিপি বেগম তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী লিপি বেগমকে আশ্বস্ত করে বলেন, আমরা আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

www.jugantor.com

ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জমিসহ বাড়ি হস্তান্তরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গণভবনে দুর্যোগ সহনীয় বাড়ির রেপ্লিকা হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা — পিআইডি

ভূমিহীনদের ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

একটানা আছি বলেই সব খানে উন্নয়ন করে দিচ্ছি

হাবিবুর রহমান, গণভবন থেকে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দেশে স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করে। একটানা সরকারে আছি বলেই সব জায়গায় উন্নয়ন করতে পারছি। ভূমিহীন মানুষকে ঘর দেওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষাদীক্ষা, শতভাগ বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, স্কুল-কলেজসহ সব জায়গায় উন্নয়ন করে দিচ্ছি। তিনি বলেন, একসময় নৌকায় ভোট দিয়ে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে। আজকেও নৌকায় ভোট দিয়েছে বলে ভূমিহীন মানুষ ঘর পাচ্ছে, জীবন-জীবিকার সুযোগ পাচ্ছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বুধবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, শত বাধা অতিক্রম করে, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে 'মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ'—সব মোকাবিলা করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ ভাগে নামিয়ে এনেছি। [illegible]

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে ৫ বছরে নামিয়ে এনেছি। ইনশাআল্লাহ, এ দেশে আর কোনো হতদরিদ্র থাকবে না। প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ তার ভাত ও ভোটের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছে। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে বলেই জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করেছি যাতে কেউ আরেক জনের ভোট চুরি করতে না পারে। আওয়ামী লীগই জনগণের ভোটের অধিকার সুরক্ষিত করেছে। ২০০৯ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে এসেছিলাম। এরপর ২০১৪ সালে নির্বাচন করে জনগণের ভোট নিয়ে আবার সরকার গঠন করি। শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। মার্শাল ল জারি করে দেশ পরিচালনা করা হতো, প্রতি রাতে কারফিউ থাকত, মানুষের কথা বলার অধিকার ছিল না। সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ সবসময় মানুষকে নিয়ে দিনের পর দিন আন্দোলন করেছে, সংগ্রাম করেছে। তিনি বলেন, আমরা জনগণের জন্য কাজ করি। আমরা জানি, আমাদের একটা বিরোধী দল আছে। অগ্নিসন্ত্রাস, বাস-ট্রেনে আগুন দেওয়া, পুলিশকে মারা, জ্যান্ত মানুষকে হত্যার মতো কাজ তারা করে যায়। ঘর পাওয়া পরিবারের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ঘরের যত্ন করতে হবে। কোনোভাবে পানি জমে যেন মশার প্রজননক্ষেত্র না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। বাড়িতে হাঁস-মুরগি-কবুতর পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যে পারেন করবেন। গাছ লাগান, সবজি করেন, ফলমূলের গাছ লাগান। বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ সংযোগ দিচ্ছি। আপনারা বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হবেন।

তিনি আরও বলেন, যেগুলো দিয়েছি, সেগুলো আপনারা যত্ন করবেন। এর মধ্য দিয়ে আরও সুন্দর জীবনযাপন করবেন, সেটাই আমরা চাই। আমরা প্রাথমিক সহযোগিতা করলাম। জীবন-জীবিকা গড়ে তোলার দায়িত্ব আপনাদের, সেভাবে করবেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা চেয়েছিলেন এদেশে কেউ গৃহহীন-ভূমিহীন থাকবে না। আমরা সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছি। ঘর নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ছয় দফায় ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি ঘর হস্তান্তর করা হয়। পঞ্চগড়, মাগুরাসহ আরও নয়টি জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা ঘোষণা করেছিলেন শেখ হাসিনা। নতুন ২২ হাজার ১০১টি গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারকে জমিসহ বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আরও ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলা ঘোষণা করেন তিনি। জেলাগুলো হলো—ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি। এ নিয়ে ২১টি জেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলো। এছাড়া ১২৩টি উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়। মোট ৩৩৪টি উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হলো।

গণভবন থেকে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। ভার্চুয়ালি খুলনার তেরখাদার মহামায়া গোপাল শাহী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্যাপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপকারভোগীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। পাবনার অনুষ্ঠানে যোগ দেন ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা তো ভাগ্যবান। রাষ্ট্রপতি আপনাদের, ডেপুটি স্পিকার আপনাদের।'

মিলি বেগমের চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন প্রধানমন্ত্রী : পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর পাওয়া প্রতিবন্ধী মিলি বেগম ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'আমি হঠাৎ করে অন্ধ হয়ে যাই। এরপর স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে যায়। বাবা যতটুকু পেরেছেন চিকিৎসা করিয়েছেন। আর আপনাকে দেখতে না পারলেও আপনার সঙ্গে কথা বলতে পেরে আমি আনন্দিত। আমরা পরের বাড়িতে বসবাস করতাম। এ কারণে তারা নানা কথা বলত। এখন আপনার দেওয়া ঘরে সবাই মিলে শান্তিতে বসবাস করছি। সবাই বলে, এটা আমাদের বাড়ি। আমি প্রতিবন্ধী ভাতাও পাই।' তার কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। চোখের কী সমস্যা হয়েছে—প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলে মিলি জানান, তিনি গাজীপুরে গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। তার বাবা তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার দেখিয়েছেন। কিন্তু বাবার পক্ষে তার চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি, তাই গ্রামে নিয়ে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী তখন মিলিকে উদ্দেশ করে বলেন, আচ্ছা আমি দেখছি। এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্রুত মিলির চোখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

এখন আর মানুষের লাঞ্ছনা সইতে হয় না : পাবনার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের উপকারভোগী ভ্যানচালক আবদুর রাজ্জাক বলেন, আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে পারব। আমি একটা ঘর পেয়েছি। ঘর পাঁচ মাস আগে আমার মা মারা যান। এরপর অনেক কষ্ট করেছি। আমি একটা ঝুপড়িতে থাকতাম। বৃষ্টি এলে আমরা ভিজে যেতাম। আপনি আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন। এখন আর মানুষের লাঞ্ছনা সইতে হয় না। মা-বাবা যা করে দিতে পারেনি, আপনি তাই করে দিয়েছেন। আপনি সারা জীবন ক্ষমতায় থাকেন, এটাই চাই। আমরা ঘরের পাশে শাকসবজি চাষ করছি। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীকে দাওয়াত দেন বাড়িতে একবেলা খাবার খাওয়ার জন্য।

আপনাকে দেখে আমি অনুপ্রেরণা পাই : খুলনার তেরখাদার গোপাল শাহী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে উপকারভোগী সুরাইয়া আক্তার তুষ্টি বলেন, 'আমার বাবা একজন দিনমজুর। মা অন্যের বাসায় কাজ করেন। আমি দশম শ্রেণির ছাত্রী। আমরা নদীর পাড়ে একটি ঝুপড়িতে থাকতাম। বৃষ্টি হলেই ঝুপড়ির ছিদ্র দিয়ে পানিতে ভিজে যেত। আমাদের দিন কাটত। আমরা আপনার দেওয়া উপহারের ঘর পেয়েছি। এখন আমি ভালোভাবে পড়ালেখা করতে পারি। আপনি ঘর দিয়ে আমার স্বপ্ন পূরণ করেছেন। আপনাকে দেখে আমি অনুপ্রেরণা পাই।'

প্রধানমন্ত্রীকে খাবার খাওয়ার আমন্ত্রণ : নোয়াখালীর সুবিধাভোগী রাহেলা বেগম বলেন, আমার স্বামী প্রতিবন্ধী। নদীর পাড়ে এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে আমরা অনেক কষ্ট করতাম। বৃষ্টিতে ঝুপড়িতে পানি ঢুকত। এখন আমার ঘর হয়েছে। ঘরের পাশে শাকসবজি চাষ করি। এ সময় রাহেলা বেগম তার বাড়িতে প্রধানমন্ত্রীকে খাবার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সুযোগ পেলে আসব।'

কালের কণ্ঠ

অন্য অনেকের সঙ্গে শারমার লেয়া উপজেলায় ঢাকনা আশ্রয়ণ প্রকল্পে জমিসহ ঘর পেয়েছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী লিলি বেগম। তাঁর চোখের চিকিৎসার দায়িত্বও নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি : শেখ হাসান

আরো ১২৩ উপজেলা ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত

প্রধানমন্ত্রী বললেন

- আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা রাখুন
- জনকল্যাণে বিএনপি-জামায়াত কিছুই করেনি

বাসস ⊳
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তাঁর দল দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ৬
আরো খবর ও ছবি ▶ পৃষ্ঠা ৫

গণভবন থেকে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাড়ির রেপ্লিকা হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি : পিআইডি

আরো ১২৩ উপজেলা ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত

►► প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি আরো বলেন, 'নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই আমি বলতে চাই—আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।'

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বপ্নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গতকাল বুধবার আরো ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনা মূল্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেওয়ার সময় এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, জনগণ তাঁর দল আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় তাঁর সরকারের অধীনে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তাঁর দল ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে সব মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে।

তিনি আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁর দল সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, 'কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে, সে জন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি।' প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং দাপমহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে।

তিনি বলেন, সেই কায়েমি গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনো স্বার্থসিদ্ধি হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে—যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল।

শেখ হাসিনা দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন 'আমাদের একটি বিরোধী দল আছে, যারা শুধু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের স্বার্থসিদ্ধি হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে।'

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে, তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে।'

প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ৬৫টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে একটি আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিত করার প্রশংসা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় রাউন্ডের চতুর্থ ধাপে ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করার ফলে সারা দেশে ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলো।

যাঁরা বাড়ি পেয়েছেন তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, এসব বাড়ি আপনাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাদের জন্য সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেসব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।'

যাঁরা বাড়ি পেয়েছেন তাঁদের বাড়ির ভেতরে এবং আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে এবং বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের ভাগ সুবিধাভোগীসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সুবিধাভোগীরা খুলনার তেরখাদা উপজেলার আওতাধীন বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন ঢালারচর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

এ সময়ে শেখ হাসিনা ঘরের সুবিধাভোগী স্বামীর অমানবিক নির্যাতনে পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার অন্ধ নারী লিলি বেগমের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

নতুন ১২টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা হলো মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) আশ্রয়ণ প্রকল্পটি এখন পর্যন্ত পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে তাদের মালিকানায় দুই ডেসিমেল জমিসহ আধা-পাকা বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে। এসব বাড়িতে বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিনা মূল্যে সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট আট লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

'মেয়েডারে লেখাপড়া করাতি পারব এহন'

প্রধানমন্ত্রীর উপহার

১৪ বছর
বাংলাদেশ প্রতিদিন

গণভবনে গৃহহীনদের বাড়ির রেপ্লিকা হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -পিআইডি

সরকারের ওপর আস্থা রাখুন : প্রধানমন্ত্রী

আরও ১২৩ উপজেলা ভূমিহীন গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ বিনামূল্যে জায়গাসহ ঘর পেয়েছে। তাই আমি বলতে চাই, আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে। এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

সরকারের ওপর

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] সরকারের ওপর আস্থা রাখুন। গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে বাড়ি হস্তান্তরকালে তিনি এসব কথা বলেন। গতকাল দেশের আরও ১২টি জেলা ও ১৩২টি উপজেলায় চতুর্থ ধাপে আরও ২২ হাজার ১০১টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে জমিসহ নবনির্মিত স্বপ্নের নীড় স্থায়ী ঠিকানার বাড়ি হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন এবং ১২টি জেলার সব উপজেলাসহ মোট ১২৩টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশির ভাগ সুবিধাভোগীসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সুবিধাভোগীরা খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আওতাধীন বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। এ সময় শেখ হাসিনা ঘরের সুবিধাভোগীর স্বামীর অমানবিক নির্যাতনে অন্ধ মহিলা লিলি বেগমের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। প্রধানমন্ত্রী পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার দৃষ্টিশক্তিহীন মহিলার চিকিৎসার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। নতুন ১২টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা হলো– মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করছি। মানুষকে উন্নত জীবন দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আজকে আমি আনন্দিত যে, আমরা এ পর্যন্ত ৩৩৪ উপজেলাকে ভূমিহীনমুক্ত করতে পেরেছি। ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫ লাখ, ৫৫ হাজার ৬১৭টি পরিবারকে ঘর দিতে পেরেছি। বাড়ি হস্তান্তরকালে উপকারভোগীদের মুখের বাঁধভাঙা হাসি দেখে তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের জন্যই জীবনটা উৎসর্গ করেছেন, সেই সঙ্গে আমার মা-ও। গৃহহীন মানুষগুলো ঘর পাবে, তারা সুন্দর জীবন পাবে, এটা আমার বাবার জীবনের স্বপ্ন ছিল। তিনি সবসময়ই বলতেন, আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, বাংলাদেশের মানুষ উন্নত জীবন পাবে আর সে জন্যই আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। দেশের একজন মানুষও অবহেলিত থাকবে না–বঙ্গবন্ধুর এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকার সবার জন্য বাড়ির ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তিনটি গৃহনির্মাণ স্থল নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, পাবনার বেড়া এবং খুলনার তেরখাদা উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আরও বলেন, আমি শুধু এটুকু বলব, আস্থা ও বিশ্বাস রাখবেন, একটানা সরকারে আছি বলেই আজ ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষা, শতভাগ বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট উন্নত করা সব করে দিচ্ছি, করতে পারছি। এদেশের মানুষ নৌকায় ভোট দিয়েছে বলেই আজ আপনারা ঘর পেলেন, জীবন-জীবিকার সুযোগ পেলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এসব উপজেলার প্রত্যেক ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে দুই কাঠা করে জমিসহ ঘর দেওয়া হয়েছে। এসব ঘরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সেই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি। কাজেই এসব জেলা-উপজেলাকে আমি আজ ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উন্নত জেলা-উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করছি। জাতির পিতা এ দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। দেশে একটি মানুষও অবহেলিত থাকবে না–এটাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমরা তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষাটাই পূরণ করছি। দেশের প্রত্যেকের জীবনমান আরও উন্নত হবে, জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব।

বিএনপি-জামায়াতের দুঃশাসন ও ভয়াল অগ্নিসন্ত্রাসের কথা তুলে ধরে টানা

তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা জনগণের জন্য কাজ করি। আমি জানি আমাদের একটি বিরোধী দল আছে, যারা মানুষ খুন করা, অগ্নিসন্ত্রাস, বাসে আগুন, রেলে আগুন দেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে হত্যা করা– এ ধরনের কাজই করে। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সমমনা দলগুলো দিনের পর দিন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি। মানুষ ভোটের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে আমরা যখন জনগণের ভোট নিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসি, সেই সময় এই বিএনপি-জামায়াত, যে সন্ত্রাসীরা বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলা, গুলি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, তারা সেভাবেই মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। অগ্নিসন্ত্রাস করেছে, ৩ হাজার ৮০০ মানুষকে তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। এর মধ্যে শত শত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। কাজেই মানুষের জন্য তাদের কোনো চিন্তা নেই। ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতি, লুটপাট, এতিমের অর্থ আত্মসাৎ করা, অর্থ চোরাকারবারি– এ কাজগুলোই তারা করে গেছে এবং এখনো মানুষকে তারা জিম্মি করে নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে সেজন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। সেই কায়েমি গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনো ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল। এ ব্যাপারে তিনি দেশবাসীকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। সরকারপ্রধান বলেন, আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। আর ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত একটি স্থিতিশীল অবস্থা, সব বাধা অতিক্রম করে, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যদিকে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলা করে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এরই মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। দারিদ্র্যের হার ১৮ ভাগ এবং হতদরিদ্র ৫ ভাগে নামিয়ে এনেছি। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, ইনশা আল্লাহ এ দেশে আর কোনো হতদরিদ্র থাকবে না। প্রত্যেকের জন্য অন্তত একটু জমি, ঘর এবং জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি, করে দেব। আমি শুধু এটুকু বলব, আস্থা ও বিশ্বাস রাখবেন, একটানা সরকারে আছি বলেই আজ ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষা, শতভাগ বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট উন্নত করা সব করে দিচ্ছি, করতে পারছি। এদেশের মানুষ নৌকায় ভোট দিয়েছে বলেই আজ আপনারা ঘর পেলেন, জীবন-জীবিকার সুযোগ পেলেন। এ পর্যন্ত ৩৩৪ উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হলো। এ পর্যন্ত ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭টি পরিবারকে ঘর দিয়ে জীবন-জীবিকার পথ করে দেওয়া হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে জানান। বাংলাদেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা। অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে, যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে। প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ৬৫টি গৃহহীণ ও ভূমিহীন পরিবারকে একটি আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিত করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় রাউন্ডের চতুর্থ ধাপে ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করার ফলে সারা দেশে ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীণ ও ভূমিহীণ মুক্ত হলো। আমি আজ ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করছি। যারা জমিসহ বাড়ি পেয়েছেন তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসব বাড়ি আপনাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাদের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেসব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে। যারা বাড়ি পেয়েছেন তাদের বাড়ির ভিতরে এবং আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে এবং বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

আজকের পত্রিকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগের প্রতি আস্থা রাখার আহ্বান

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রথম আলো

আ. লীগের প্রতি আস্থা রাখতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি, বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে।

বাসস, ঢাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তাঁর দল দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, 'নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই আমি বলতে চাই, আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।'

[illegible] হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গতকাল বৃহস্পতিবার আরও ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনা মূল্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেওয়ার সময় এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, জনগণ তাঁর দল আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় তাঁর সরকারের অধীনে দেশ আর্থসামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা নিশ্চিত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। বলেন, তাঁর দল ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে সব মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে। তিনি আরও বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁর দল সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। তিনি

গৃহ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাড়ির রেপ্লিকা হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল গণভবনে। ছবি : পিআইডি

বলেন, সেই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনো অগ্নিসন্ত্রাস ঘটিয়ে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে একই অবস্থায় ফেলার চেষ্টা করছে, যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন বানচাল করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল।

শেখ হাসিনা দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন 'আমাদের একটি বিরোধী দল আছে, যারা শুধু আমাদের মানুষকে হত্যা করে, তাদের বাড়িঘরে হামলার জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে।'

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বয়ে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে যেন কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে, তা নিশ্চিত করা এবং অনেক বেশি লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে, যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে।'

প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ৬৩টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে একটি আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত করার প্রকল্প উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের চতুর্থ ধাপে ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করার ফলে সারা দেশে ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলো।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করে দোয়া মোনাজাত করেন —ফোকাস বাংলা

আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা রাখুন

আরও ২২ হাজার পরিবারকে বাড়ি হস্তান্তরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আমাদের সরকার দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ বিনামূল্যে জায়গাসহ ঘর পেয়েছে। জনগণ তাঁর দল আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় তাঁর সরকারের অধীনে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমি বলতে চাই, আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।

বুধবার দারিদ্র্য বিমোচনে তাঁর স্বপ্নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় দেশের আরও ১২টি জেলা ও ১৩২টি উপজেলার চতুর্থ

(৯ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

আওয়ামী লীগের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ধাপে আরও ২২ হাজার ১০১টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কিবাড়ে জমিসহ নবনির্মিত ঘরের নীড় স্থায়ী ঠিকানার বাড়ি হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন এবং ১২টি জেলার সব উপজেলাসহ মোট ১২৩টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করে এসব কথা বলেন।

বাড়ি হস্তান্তরকালে উপকারভোগীদের মুখের উচ্ছ্বসিত হাসি দেখে প্রধানমন্ত্রী আবেগজড়িত কণ্ঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই সঙ্গে আমার মাও। গৃহহীন মানুষগুলো ঘর পাবে, তারা সুন্দর জীবন পাবে, এটা আমার বাবার জীবনের স্বপ্ন ছিল। তিনি সব সময়ই বলতেন, আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, বাংলাদেশের মানুষ উন্নত জীবন পাবে আর সেই জন্যই আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। দেশের একজন মানুষও অবহেলিত থাকবে না-বঙ্গবন্ধুর এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকার সবার জন্য বাড়ির ব্যবস্থা করে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে তিনটি পুনর্নির্মাণ স্থল নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, পাবনার বেড়া এবং খুলনার তেরখাদা উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে আরও বলেন, আমি শুধু এটুকু বলব, আস্থা ও বিশ্বাস রাখবেন, একটানা সরকারে আছি বলেই আজ ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষা, শতভাগ বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট উন্নত করা সব করে দিচ্ছি, করতে পারছি। এদেশের মানুষ নৌকায় ভোট দিয়েছে বলেই আজ আপনারা ঘর পেলেন, জীবন জীবিকার সুযোগ পেলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশিরভাগ সুবিধাভোগীসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সুবিধাভোগীরা খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আওতাধীন বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন ঢাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

এ সময়ে শেখ হাসিনা ঘরের সুবিধাভোগীর স্বামীর অমানবিক নির্যাতনে অন্ধ মহিলা লিলি বেগমের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। প্রধানমন্ত্রী পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার দৃষ্টিশক্তিহীন মহিলার চিকিৎসার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান

সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। নতুন ১২টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা হলো-মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে দুই কাঠা করে জমিসহ ঘর দেওয়া হয়েছে। এসব ঘরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সেই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি। কাজেই এসব জেলা-উপজেলাকে আমি আজ ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উন্নত জেলা-উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করছি। জাতির পিতা এ দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। দেশে একটি মানুষও অবহেলিত থাকবে না-এটাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমরা তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষাটাই পূরণ করছি। দেশের প্রত্যেকের জীবনমান আরও উন্নত হবে, জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব।

বিএনপি-জামায়াতের দুঃশাসন ও জ্বালাও অগ্নিসন্ত্রাসের কথা তুলে ধরে টানা তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা জনগণের জন্য কাজ করি। আমি জানি আমাদের একটি বিরোধী দল আছে, যারা মানুষ খুন করা, অগ্নিসন্ত্রাস, বাসে আগুন, রেলে আগুন দেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে হত্যা করা-এ ধরনের কাজই করে। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সমমনা দলগুলো দিনের পর দিন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি। মানুষ ভোটের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছে।

তিনি বলেন, ২০০৮ সালে আমরা যখন জনগণের ভোট নিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসি, সেই সময় এই বিএনপি-জামায়াত, যে সন্ত্রাসীরা বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলা, গুলি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, তারা সেভাবেই মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। অগ্নি সন্ত্রাস করেছে, তিন হাজার ৮০০ মানুষকে তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। এর মধ্যে শত শত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। কাজেই মানুষের জন্য তাদের কোনো চিন্তা নেই। ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতি, লুটপাট, এতিমের অর্থ আত্মসাৎ করা, অর্থ চোরাকারবারি- এ কাজগুলোই তারা করে গেছে এবং এখনো মানুষকে তারা জিম্মি করে নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে সেজন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। সেই কায়েমি গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনো ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল। এ ব্যাপারে তিনি দেশবাসীকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

সরকারপ্রধান বলেন, আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। আর ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত একটি স্থিতিশীল অবস্থা, সব বাধা অতিক্রম করে, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যদিকে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলা করে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এরই মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। দারিদ্র্যের হার ১৮ ভাগ এবং হতদরিদ্র ৫ ভাগে নামিয়ে এনেছি।

প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, ইনশাআল্লাহ এ দেশে আর কোনো হতদরিদ্র থাকবে না। প্রত্যেকের জন্য অন্তত একটু জমি, ঘর এবং জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি, করে দেব। আমি শুধু এটুকু বলব, আস্থা ও বিশ্বাস রাখবেন, একটানা সরকারে আছি বলেই আজ ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষা, শতভাগ বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট উন্নত করা সব করে দিচ্ছি, করতে পারছি। এদেশের মানুষ নৌকায় ভোট দিয়েছে বলেই আজ আপনারা ঘর পেলেন, জীবন-জীবিকার সুযোগ পেলেন।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় যারা ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়ার কাজে যুক্ত ছিলেন, তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে

মানুষের প্রতি, যারা আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন, বিশ্বাস রেখেছেন, আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন।

'৭৫ পরবর্তী ষড়যন্ত্রের রাজনীতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। জিয়াউর রহমান যে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, নিজেকে নিজে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেন। খুনি মোস্তাক, বাংলাদেশের আরেক মীরজাফর আমার বাবার সঙ্গে বেইমানী করে তাকে হত্যা করে, তাকে সহায়তা করে জিয়াউর রহমান। পরে তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে। খুনিদের বিচার হবে না, সেই আইন করে। বাংলাদেশের যে কোনো একজন নাগরিক বিচার পাবে, কিন্তু আমাদের সে অধিকার ছিল না। আমরা বিচার চাইতে পারতাম না।

এ পর্যন্ত ৩৩৪ উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত হলো। এ পর্যন্ত পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭টি পরিবারকে ঘর দিয়ে জীবন-জীবিকার পথ করে দেওয়া হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে জানান। বাংলাদেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে। প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ৩২টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে একটি আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিত করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় রাউন্ডের চতুর্থ ধাপে ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করার ফলে সারাদেশে ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত হলো। আমি আজ ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করছি।

যারা জমিসহ বাড়ি পেয়েছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এইসব বাড়ি আপনাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাদের জন্যে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেসব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে। যারা বাড়ি পেয়েছেন তাদের বাড়ির ভেতরে এবং আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে এবং বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) আশ্রয়ণ প্রকল্পটি এখন পর্যন্ত পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে তাদের মালিকানায় দুই ডেসিমেল জমিসহ আধা-পাকা বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে।

ঘর পেয়ে আনন্দে আত্মহারা

মুকসুদপুর

আমতলী

দৈনিক বাংলা

আওয়ামী লীগে আস্থা রাখুন : প্রধানমন্ত্রী

প্রতিবেদক, দৈনিক বাংলা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তাঁর দল দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি বলেন, 'নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী

এরপর পৃষ্ঠা ॥ ২ কলাম ॥ ৫

আওয়ামী লীগে আস্থা রাখুন : শেখ হাসিনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর »

স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই, আমি বলতে চাই- আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।'

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বপ্নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গতকাল বুধবার আরও ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনা মূল্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেয়ার সময় এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, 'জনগণ আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় এ সরকারের অধীনে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, আমাদের দল ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে, সব মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে।'

তিনি আরও বলেন, '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। আমাদের দল সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন। কেউ যেন আবার ভোট চুরি করতে না পারে, সে জন্য আমরা একটি ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করেছি।'

'বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি, বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে' অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'সেই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনো ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে- যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন ব্যাহত করার জন্যে শুরু করেছিল।'

শেখ হাসিনা দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমাদের একটি বিরোধী দল আছে, যারা শুধু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে।'

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এ সময় তিনি কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার লেমকানি উলোয়ানে ৬৫টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে একটি আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিত করার প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের ভাগ সুবিধাভোগীসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সুবিধাভোগীরা খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আওতাধীন বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন ঢালনা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

এ সময় শেখ হাসিনা উপহারের ঘরের সুবিধাভোগী স্বামীর অমানবিক নির্যাতনে আহত নারী মিলি বেগমের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন।

প্রধানমন্ত্রী পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার দৃষ্টি শক্তিহীন এ নারীর চিকিৎসার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়িঘর ও জমির মালিকানা দেয়ার উদ্যোগ নেন।

গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত আরও ১২ জেলা, ১২৩ উপজেলা

প্রতিবেদক, দৈনিক বাংলা

আরও ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। [illegible] প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও বাস্তবায়নে তাঁর হাতের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় তিনি জমিসহ আরও ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তর করেন।

নতুন ঘোষণায় চতুর্থ ধাপে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় দফায় ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হয়েছে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা এখন ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টিতে দাঁড়িয়েছে।

নতুন ১২টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা হলো- মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি।

যে ১২৩টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা হলো- শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট, কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর, নিকলী, হোসেনপুর, বাজিতপুর, মিঠামইন ও করিমগঞ্জ; টাঙ্গাইলের ঘাটাইল, নাগরপুর, মির্জাপুর, কালিহাতী ও বাসাইল; মানিকগঞ্জের শিবালয়, হরিরামপুর ও সদর; মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও টঙ্গীবাড়ী; রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ; নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার ও সদর; ফরিদপুরের বোয়ালমারী, চরভদ্রাসন, ভাঙ্গা ও সদর; ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ, হালুয়াঘাট, [illegible], গফরগাঁও, মুক্তাগাছা ও সদর; শেরপুরের শ্রীবরদী ও সদর; জামালপুরের ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী; কক্সবাজারের পেকুয়া, উখিয়া ও টেকনাফ; চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও আনোয়ারা; চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ ও কচুয়া; নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ী, চাটখিল, সেনবাগ ও সদর; কুমিল্লার নাঙ্গলকোট, বরুড়া, হোমনা, তিতাস, মেঘনা ও মুরাদনগর; ফেনীর ছাগলনাইয়া; গাইবান্ধার পলাশবাড়ী; রংপুরের বদরগঞ্জ; দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট ও সদর।

অন্য উপজেলাগুলো হলো- ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল ও সদর; নীলফামারীর ডোমার ও জলঢাকা; নওগাঁর আত্রাই, বদলগাছী, মান্দা, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার ও সদর; সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, শাহজাদপুর ও কামারখন্দ; বগুড়ার গাবতলী, আদমদীঘি ও সদর; নাটোরের সিংড়া, নলডাঙ্গা ও সদর; পাবনার চাটমোহর, বেড়া, ফরিদপুর, ভাঙ্গুড়া ও সুজানগর; ঝিনাইদহের ঝিনাইদহ সদর; সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ ও সাতক্ষীরা সদর; যশোরের যশোর সদর; কুষ্টিয়ার খোকসা; খুলনার দিঘলিয়া; নড়াইলের কালিয়া; পিরোজপুরের পিরোজপুর সদর; ঝালকাঠির ঝালকাঠি সদর; পটুয়াখালীর কলাপাড়া ও গলাচিপা; বরগুনার পাথরঘাটা, বেতাগী, তালতলী; সিলেটের বিয়ানীবাজার, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জকিগঞ্জ; মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর, কুলাউড়া, বড়লেখা ও জুড়ী; হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল, লাখাই, হবিগঞ্জ সদর ও মাধবপুর ও শাল্লা এবং সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী আরও নয়টি জেলা- মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) আশ্রয়ণ প্রকল্প এখন পর্যন্ত ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে তাদের মালিকানায় দুই শতাংশ জমিসহ আধা-পাকা বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে। এসব বাড়িতে বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিনা মূল্যে সংযোগ দেয়া হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে প্রধানমন্ত্রীর অভিনব প্রকল্পের কারণে চরম দরিদ্র ও ভাসমান মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

বৃহস্পতিবার

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি

THE DAILY BHORER KAGOJ

ভোরের কাগজ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করে ধ্বংস করে বিএনপি

আরো ১২ জেলা, ১২৩ উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা

কাগজ প্রতিবেদক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জনগণের ভোট এবং ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে। আজ ভোট এবং ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। অন্যদিকে আমাদের একটা বিরোধী দল আছে- মানুষ খুন করা, অগ্নিসন্ত্রাস করা, বাসে আগুন দেয়া, রেলে আগুন দেয়া, পুলিশকে মারা, মানুষকে হত্যা করা তাদের কাজ। আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করে। আর বিএনপি ধ্বংস এবং লুটপাটের রাজনীতি করে। গতকাল বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে সুবিধাভোগীদের মধ্যে বাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন।

দারিদ্র্য বিমোচনে স্বপ্নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় জমিসহ বাড়ি বিতরণের মাধ্যমে আরো ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন, ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর এর মাধ্যমে স্বপ্নের ঠিকানা 'আশ্রয়' খুঁজে পেয়েছেন আরো ২২ হাজার ১০১টি পরিবার। এখন আর তারা গৃহহীন নন, ভূমিহীন নন, তারা বাড়ির মালিক। জমিসহ বাড়িপ্রাপ্তদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, এইসব বাড়ি আপনাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আওতাধীন বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপকারভোগীদের অনুভূতি শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন —পিআইডি

আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করে

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ আগস্ট আমি এবং আমার ছোট বোন রেহানা বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম। ছয় বছর দেশে আসতে পারিনি। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল। বাংলাদেশের আরেক মীরজাফর খুনি মোশতাককে দিয়েই জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদও জিয়ার পথ ধরে ক্ষমতা দখল করেছিল।

তিনি বলেন, ১৫ আগস্ট খালেদা জিয়ার জন্মদিন নয়, তারপরও জন্মদিন হিসেবে কেক কেটে আনন্দ উল্লাস করত। যেদিন আমাদের চোখের পানি পড়ে, মিথ্যা জন্মদিন বানিয়ে সেদিন সে উৎসব করত। শুধু আমাদের আঘাত দেয়ার জন্য এটা করত।

তিনি বলেন, পঁচাত্তরে জাতির পিতা হত্যা করার পর বাংলাদেশের জনগণের ভোটের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। প্রতি রাতে কারফিউ থাকত, মানুষের কথা বলার অধিকার ছিল না। কোনোকিছু বললেই ধরে নিয়ে গুম করা হতো। সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সমমনা দল নিয়ে আমরা দিনের পর দিন আন্দোলন করেছি। মানুষ আজ ভোটের অধিকার ফিরে পেয়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছে। আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটের অধিকার সুরক্ষিত করেছে। আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাস করে।

বলেন, আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে আমাদের নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে। আমরা ভেবেছিলাম মরার আগ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের ভিটেমাটি বলতে কিছু হবে না।

প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেয়ে কাঁদলেন তৃতীয় লিঙ্গের মায়া : থাকতেন ভাড়া বাসায় কিংবা অন্যের দয়ার আশ্রয়ে। অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে স্বপ্নের ঘর পেলেন তিনি। ঘর পেয়ে খুশিতে আনন্দে কেঁদে ফেললেন তৃতীয় লিঙ্গের মায়া। এখন নিজের একটি ঠিকানা হয়েছে। এরচেয়ে আর আনন্দের মুহূর্ত তার জীবনে আর আসেনি।

গতকাল পাকাঘরসহ জমির দলিল পেয়ে ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার মায়া বলেন, এতদিন ভাড়া বাসায় থাকতাম। কোনো কোনো সময় ঠাঁই হয়েছে অন্যের বাড়িতে। এখন নিজের একটি ঠিকানা হয়েছে। এর চেয়ে আর আনন্দের মুহূর্ত আমার জীবনে আর আসেনি। প্রধানমন্ত্রীর জন্য আমি প্রাণভরে দোয়া করছি।

গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ১২ জেলা, ১২৩ উপজেলা : মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নতুন ১২ জেলায় ১২৩টি উপজেলায় জমিসহ নতুন ঘর পেয়েছেন ২২ হাজার ১০১টি পরিবার। প্রকল্পটির চতুর্থ পর্যায়ের ষষ্ঠ ধাপে অবশিষ্ট পরিবারকে জমিসহ ঘর দেয়া হলো গতকাল। এর আগে প্রকল্পটির আওতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে সারাদেশে দুই লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি পরিবারকে দুই শতক করে খাসজমিতে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, চতুর্থ পর্যায়ের ষষ্ঠ ধাপে হস্তান্তর করা ঘরগুলোতে এক লাখ ১০ হাজার ৫০৫ জন মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই পেল। ২০২০ সাল থেকে তিন বছরে ১২ লাখ মানুষকে

তিনি বলেন, ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত দেশে একটা স্থিতিশীল অবস্থা রয়েছে। শত বাধা অতিক্রম করে, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলা করে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। দারিদ্র্যের হার অর্ধেকের বেশি নামিয়ে এনেছি। হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। এই দেশে আর হতদরিদ্র থাকবে না। একটানা সরকারে আছি বলেই আজকে ভূমিহীন মানুষের ঘর করে দেয়া থেকে শুরু করে, শিক্ষা দীক্ষা, শতভাগ বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, স্কুল-কলেজের উন্নয়ন করে দিচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বীরনিবাস, বস্তিবাসীদের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করে দেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে। জলবায়ু উদ্বাস্তু, কুষ্ঠরোগী, বেদে সম্প্রদায়, ভিক্ষুক, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরও পুনর্বাসন করা হচ্ছে। তাদের জীবন পাল্টে গেছে। প্রতিটি শ্রেণির একটি মানুষও যেন অযত্নে অবহেলায় না থাকে সেটাই লক্ষ্য। যে মানুষগুলোকে জাতির পিতা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

তিনি বলেন, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারাবিশ্বের মতো মুদ্রাস্ফীতির আঘাত বাংলাদেশেও। সেজন্য এক কোটি পরিবারকে পারিবারিক কার্ড দিচ্ছি। তারা যেন স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে। দ্রব্যমূল্যের চাপে কষ্ট না পায় সেজন্য সরকার এ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

নৌকায় ভোট দিয়ে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, নৌকায় ভোট দিয়েছেন বলে আজকে ভূমিহীন মানুষেরা ঘর পেলেন, জমি পেলেন। যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘরের আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। ঘরগুলোকে যত্ন করতে হবে। এখন ডেঙ্গু দেখা দিয়েছে, কোথাও যেন পানি জমে না থাকে। মশার প্রজনন কেন্দ্র যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হবেন। জাতির পিতা এদেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। দেশের একটি মানুষও অবহেলিত থাকবে না, সেটাই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমরা তার সেই আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করছি।

আমাদের অন্ধের ঘরে আলো জ্বেলেছেন প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেলেন যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া গ্রামের ভূমিহীন কপ্টু ও তার স্ত্রী যমুনা সাহা। উপহার পেয়ে কপ্টু বলেন, আমাদের অন্ধের ঘরে প্রধানমন্ত্রী আলো জ্বেলেছেন। ৪০ বছর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই চোখ হারিয়েছি, কাজকর্মে অক্ষম। আমার স্ত্রী হাটবাজারে ঝাড়ু দিয়ে যা আয়- রোজগার করে তা দিয়ে কোনোরকমে আমাদের সংসার চলে। দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে ছেলেটা প্রতিবন্ধী। আমাদের কোনোকালেই মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। স্ত্রী যমুনা সাহা পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বুধবার ভূমিহীন-গৃহহীন ঘোষণা হওয়া ১২টি জেলা হলো- পাবনা, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি। এর মধ্যে পাবনায় ৬৪৬, নোয়াখালীতে ৪১৮, মানিকগঞ্জে ২২৭, কুষ্টিয়ায় ১৬০, নাটোরে ৫৬৭, নওগাঁয় ২০২, ঠাকুরগাঁয়ে ৭৫১, দিনাজপুরে ৪৪৫, ময়মনসিংহে ৭৯৫, শেরপুরে ১৩৫, রাজবাড়িতে ১৩, পিরোজপুরে ৬১৯ এবং ঝালকাঠিতে ১৮৫টি ঘর হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের ১২ জেলা গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়। ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত উপজেলা হলো– শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট; কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর, নিকলী, হোসেনপুর, বাজিতপুর, মিঠামইন ও করিমগঞ্জ; টাঙ্গাইলের ঘাটাইল, নাগরপুর, মির্জাপুর, কালিহাতী ও বাসাইল; মানিকগঞ্জের শিবালয়, হরিরামপুর ও সদর; মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও টঙ্গীবাড়ি; রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ; নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার ও সদর; ফরিদপুরের বোয়ালমারী, চরভদ্রাসন, ভাঙ্গা ও সদর; ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, গফরগাঁও, মুক্তাগাছা ও সদর; শেরপুরের শ্রীবরদী ও সদর; জামালপুরের ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী; কক্সবাজারের পেকুয়া, উখিয়া ও টেকনাফ; চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও আনোয়ারা; চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ ও কচুয়া; নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ী, চাটখিল, সেনবাগ ও সদর; কুমিল্লার নাঙ্গলকোট, বরুড়া, হোমনা, তিতাস, মেঘনা ও বুড়িচং; ফেনীর দাগনভূঁইয়া, গাইবান্ধার পলাশবাড়ী; রংপুরের কাউনিয়া; দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ি, বিরামপুর, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট ও সদর। ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল ও সদর; নীলফামারীর ডোমার ও জলঢাকা; নওগাঁর আত্রাই, বদলগাছী, মান্দা, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার ও সদর; সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, শাহজাদপুর ও কামারখন্দ; বগুড়ার গাবতলী, আদমদীঘি ও সদর; নাটোরের সিংড়া, নলডাঙ্গা ও সদর; পাবনার চাটমোহর, বেড়া, ফরিদপুর, আটঘরিয়া ও সুজানগর; ঝিনাইদহে ঝিনাইদহ সদর; সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ ও সাতক্ষীরা সদর; যশোরে যশোর সদর; কুষ্টিয়ার খোকসা; খুলনার দিঘলিয়া; নড়াইলের কালিয়া; পিরোজপুরে পিরোজপুর সদর; ঝালকাঠির ঝালকাঠি সদর; পটুয়াখালীর কলাপাড়া ও গলাচিপা; বরগুনার পাথরঘাটা, বেতাগী, তালতলী; সিলেটের বিয়ানীবাজার, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জকিগঞ্জ, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর, কুলাউড়া, বড়লেখা ও জুড়ী, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল, লাখাই, হবিগঞ্জ সদর ও মাধবপুর ও শাল্লা এবং সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা।

আজ বৃহস্পতিবার

[illegible]

পরিবর্তনের দৈনিক

দেশ রূপান্তর

[illegible]

২২১০১ বাড়ি হস্তান্তর করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, [illegible] এমনকি ১০ [illegible]

গতকাল বুধবার সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি দেশের তিনটি আশ্রয়ণ প্রকল্পে যুক্ত হয়ে চতুর্থ ধাপের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। খুলনার তেরখাদার [illegible] বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার [illegible]

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

২২১০১ বাড়ি হস্তান্তর করলেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ও নোয়াখালীর সোনাগাজী আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে যুক্ত হয়ে উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন সরকারপ্রধান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৫ আগস্ট আমি ও আমার ছোট বোন রেহানা বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম। ছয় বছর দেশে আসতে পারিনি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশের অনেক মীরজাফর খুনি মোশতাক। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদও জিয়ার পথ ধরে ক্ষমতা দখল করেছিল।'

আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর দেশের মানুষের ভাগ্য গড়তে কাজ করছে জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, "মানুষ যেন উন্নত জীবন পায় সেজন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আমি বাবা-মা-ভাইবোন সব হারিয়েছি। '৮১ সালে এ দেশের মানুষকেই আপনজন হিসেবে পেয়েছি। তাদের মধ্যে হারানো বাবা-মা, ভাইবোনকে খুঁজে পেয়েছি। আমার আর কিছু পাওয়ার নেই। দেশের মানুষের ভাগ্যপরিবর্তনে কাজ করছি। পরিকল্পনায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি দিচ্ছি, নতুন ঘর করে দিচ্ছি।' তিনি বলেন, 'আমরা চাই একটি মানুষও যেন গৃহহীন, গৃহহীন, ভূমিহীন না থাকে। এ মানুষগুলোকে আমার বাবা সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন।'

নতুন ঘর হস্তান্তর করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা প্রাথমিক সহযোগিতাটা করে দিলাম। জীবন-জীবিকা গড়ে তোলার দায়িত্ব আপনাদের। আমরা চাই, আপনারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবেন।' ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আরও ১২টি জেলা গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত হলো।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী আরও ৯টি জেলাকে (মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা) ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) আশ্রয়ণ প্রকল্প এখন পর্যন্ত ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে তাদের মালিকানায় দুই ডেসিমাল জমিসহ আধা-পাকা বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে। এসব বাড়িতে বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

সময়ের আলো

আরও ১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলায় বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ

আওয়ামী লীগে আস্থা রাখুন : প্রধানমন্ত্রী

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখুন। আওয়ামী লীগ দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই আমি বলতে চাই, আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে। আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

বুধবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি [illegible] আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশজুড়ে সুবিধাভোগীসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সুবিধাভোগীরা খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আশ্রয়হীন

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে ঘরের প্রতিকৃতি হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ■ পিআইডি

আওয়ামী লীগে আস্থা রাখুন : প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বারাগাত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন ঢালনা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। এ সময় শেখ হাসিনা ঘরের সুবিধাভোগী স্বামীর অমানবিক নির্যাতনে অন্ধ মহিলা লিপি বেগমের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। প্রধানমন্ত্রী পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার দৃষ্টিশক্তিহীন মহিলার চিকিৎসার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে সব মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন। কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে পারবে না সে জন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি।

শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি। বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। সেই অশুভ শক্তি এখনও ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে। যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল। আমাদের একটি বিরোধী দল আছে যারা শুধু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস এবং অগ্নিসংযোগ করে। দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

দেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহহীন এবং ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে, যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে। এ সময় কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ৬৫টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে একটি আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিত করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সরকারপ্রধান বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় রাউন্ডের চতুর্থ ধাপে ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করার ফলে সারা দেশে ২১টি জেলা এবং ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত হলো। আমি আজ ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করছি। যারা জমিসহ বাড়ি পেয়েছেন তাদের শুভেচ্ছা জানাই। এসব বাড়ি আপনাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাদের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেসব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।

যারা বাড়ি পেয়েছেন তাদের বাড়ির ভেতরে এবং আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে এবং বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা।

নতুন ১২টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা হলো-মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি। আর ১২৩টি ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত উপজেলা হলো-শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট; কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর, নিকলী, হোসেনপুর, বাজিতপুর, মিঠামইন ও করিমগঞ্জ; টাঙ্গাইলের ঘাটাইল, নাগরপুর, মির্জাপুর, কালিহাতী ও বাসাইল; মানিকগঞ্জের শিবালয়, হরিরামপুর ও সদর; মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও টঙ্গিবাড়ী; রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ; নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার ও সদর; ফরিদপুরের বোয়ালমারী, চরভদ্রাসন, ভাঙ্গা ও সদর; ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, গফরগাঁও, মুক্তাগাছা ও সদর; শেরপুরের শ্রীবরদী ও সদর; জামালপুরের ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী; কক্সবাজারের পেকুয়া, উখিয়া ও টেকনাফ; চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও আনোয়ারা; চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ ও কচুয়া; নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ী, চাটখিল, সেনবাগ ও সদর; কুমিল্লার নাঙ্গলকোট, বরুড়া, হোমনা, তিতাস, মেঘনা ও বুড়িচং; ফেনীর দাগনভূঞা; গাইবান্ধার পলাশবাড়ী; রংপুরের বদরগঞ্জ; দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট ও সদর।

অন্য উপজেলাগুলো হলো-ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল ও সদর; নীলফামারীর ডোমার ও জলঢাকা; নওগাঁর আত্রাই, বদলগাছী, মান্দা, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার ও সদর; সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, শাহজাদপুর ও কামারখন্দ; বগুড়ার গাবতলী, আদমদীঘি ও সদর; নাটোরের সিংড়া, নলডাঙ্গা ও সদর; পাবনার চাটমোহর, বেড়া, ফরিদপুর, আটঘরিয়া ও সুজানগর; ঝিনাইদহে ঝিনাইদহ সদর; সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ ও সাতক্ষীরা সদর; যশোরে যশোর সদর; কুষ্টিয়ার খোকসা; খুলনার দিঘলিয়া; নড়াইলের কালিয়া; পিরোজপুরে পিরোজপুর সদর; ঝালকাঠির ঝালকাঠি সদর; পটুয়াখালীর কলাপাড়া ও গলাচিপা; বরগুনার পাথরঘাটা, বেতাগী, আমতলী; সিলেটের বিয়ানীবাজার, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জকিগঞ্জ, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর, কুলাউড়া, বড়লেখা ও জুড়ী, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল, লাখাই, হবিগঞ্জ সদর ও মাধবপুর ও শাল্লা এবং সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা দাঁড়াল ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১ জনে।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান চলাকালে গৃহপ্রাপ্ত ব্যক্তি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী আরও ৯টি জেলা-মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) আশ্রয়ণ প্রকল্পটি এখন পর্যন্ত ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে তাদের মালিকানায় দুই ডেসিমেল জমিসহ আধাপাকা বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে। এসব বাড়িতে বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিনামূল্যে সরবরাহ দেওয়া হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বণিক বার্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা [illegible] ছবি : পিআইডি

কেউ যাতে ভোট চুরি করতে না পারে সেজন্য ডিজিটাল ভোটার তালিকা করেছি

—প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগ

আর ভূমি ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই আমি বলতে চাই, আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জনগণ আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় সরকারের অধীনে দেশ আর্থসামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে সেজন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি।'

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রধানমন্ত্রী তার স্বপ্নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গতকাল আরো ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। উদ্বোধন শেষে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, 'এইচএম এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন। বিএনপি-জামায়াত জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি, বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে।'

দেশবাসীকে আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আওয়ামী লীগ দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে সমস্ত মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে।'

তিনি বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত এখনো ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে, যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল।'

দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের একটি বিরোধী দল আছে, যারা শুধু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে।'

বাংলাদেশের জনগণকে গৃহ ও ভূমিহীনমুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহ ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে। যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে।'

মানবকণ্ঠ

আজকালের খবর

The Daily Ajkaler khobor www.ajkalerkhobor.com

ঘর পেলো সাড়ে পাঁচ লাখ গৃহহীন পরিবার

ভূমিহীনমুক্ত হলো ৩৩৪ উপজেলা

- নতুন ঘর পেলো আরো ২২ হাজার ১০১ পরিবার
- দরিদ্ররাও উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন: প্রধানমন্ত্রী

ভূমিহীনমুক্ত হলো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘর তৈরি করি। দুর্গম এলাকা হওয়ায় জায়গাগুলোতে যাওয়াও মুশকিল ছিল। নৌবাহিনী তাদের জন্য ঘর নির্মাণের দায়িত্ব নেয়। সেই থেকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের যাত্রা শুরু। শেখ হাসিনা বলেন, এরপর থেকে ঘরবাড়ি তৈরি করে দিয়ে এ দেশের মানুষের পুনর্বাসনে কাজ করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের জীবন-জীবিকার পথ করে দিতে পেরেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল এ দেশের একটা মানুষও ভূমিহীন থাকবে না। গতকাল ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আরো ২২ হাজার ১০১টি পরিবারের মধ্যে নতুন ঘর দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে এসব ঘর দেওয়া হলো। বিনামূল্যে দুই শতক জমিসহ সেমিপাকা এসব ঘর পরিবারগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়। একই সঙ্গে দেশের ১২৩টি উপজেলাকে সম্পূর্ণ ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেন সরকারপ্রধান। এর মধ্যে ১২টি জেলার সব উপজেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হলো। ভিডিও কনফারেন্সে তিনটি আশ্রয়ণ প্রকল্প খুলনার তেরখাদা উপজেলার বারাসাত সোনার বাংলা পল্লী, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় ঘর হস্তান্তর করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ২২ হাজার ১০১ পরিবারকে ভূমিসহ নতুন ঘর হস্তান্তর করে আমরা প্রাথমিক সহযোগিতাটা করে দিলাম। বাকি জীবন জীবিকা গড়ে তোলার দায়িত্ব আপনাদের। আমরা চাই, এখান থেকে আপনারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন। সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে তিন উপজেলায় ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সুবিধাভোগীদের মধ্যে বাড়িসহ জমি হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসাত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাবা-মা, ভাইবোন সব হারিয়েছি। ১৯৮১ সালে এসে এই দেশের মানুষকেই আপনজন হিসেবে পেয়েছি। তাদের মধ্যে হারানো বাবা-মা, ভাইবোনকে খুঁজে পেয়েছি। আমার তো আর কিছু পাওয়ার নেই। এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করছি। দরিদ্র অসহায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি ও নতুন ঘর করে দিচ্ছি। তিনি বলেন, এ কাজটি শুরু করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি লক্ষ্মীপুরের পোড়াগাছায় এটি করেছিলেন। তার কাজটিই আমরা এখন চালু রেখেছি। বাবা নেই, যাকে পোড়াগাছায় আশ্রয়ণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই কৃষক নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাতও নেই। নিশ্চয়ই আমার বাবা জান্নাত থেকে এই কাজটি দেখছেন, খুশি হচ্ছেন। আমরা চাই, একটি মানুষও যেনো অযত্নে-অবহেলায় না থাকে, যে মানুষগুলোকে আমার বাবা সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন। এসময় যারা এই আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন তাদের ধন্যবাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জমি উদ্ধার, ঘর তৈরিসহ নানা অসাধ্য আপনারা সাধন করলেন। আমি আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঘর উপহার পান পাবনার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী লিলি বেগম। এ সময় লিলি বেগমের কথা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে ঢাকার জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে তার চিকিৎসা করানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। লিলি বেগম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মনের কথা ব্যক্ত করে বলেন, আমার জামাই আমাকে ফেলে চলে গেছে। আমার বাবা-মা আমার চিকিৎসা করিয়েছে কিন্তু এখন টাকার অভাবে চিকিৎসা করতে পারি না। আমি প্রতিবন্ধী ভাতা পাই। আমি এখন আপনার দেওয়া রাজপ্রাসাদে (উপহারের ঘর) আছি। এখন আমার আট বছরের সন্তান বলতে পারে এটা আমাদের জমি, এটা আমার মায়ের ঘর। আমি দোয়া করি আপনি সারাজীবন বেঁচে থাকুন।

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৫০টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের কাছে ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘর পেয়ে এসব পরিবারের সদস্যরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সারা দেশের ন্যায় যশোরের পাঁচ উপজেলার ভূমি ও গৃহহীন ১৮৮ জনকে দুই শতক জায়গাসহ

উপহার হিসেবে ঘর বিতরণ করেছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলার ৫৮ জনকে ঘর ও জমি দেওয়ার মধ্য দিয়ে এ উপজেলাকে ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়। এর আগে, চলতি বছরের ২২ মার্চ যশোরের তিন উপজেলা শার্শা, বাঘারপাড়া ও কেশবপুর উপজেলা ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত এলাকার স্বীকৃতি পায়। ঘর পাওয়াদের মধ্যে যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া গ্রামের কপ্তু বাঁশফোড় বলেন, 'আমাদের অন্ধের ঘরে প্রধানমন্ত্রী আলো জ্বেলেছেন। ৪০ বছর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই চোখ হারিয়েছি, কাজকর্মে অক্ষম। আমার স্ত্রী হাটি-বাজারে ঝাড়ু দিয়ে যা আয়-রোজগার করে তা দিয়েই কোনোরকমে আমাদের সংসার চলে। দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে ছেলেটা প্রতিবন্ধী। আমাদের কোনোকালেই মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না।' অন্ধ কপ্তু বাঁশফোড়ের স্ত্রী যমুনা সাহা বলেন, আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে, আমাদের নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে। আমরা ভেবেছিলাম মরার আগ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের ভিটেমাটি বলতে কিছু হবে না। এ সময় জমিসহ ঘর পাওয়া সদর উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের ইজিবাইকচালক মোহাব্বত আলী বলেন, আমার বাপ-দাদার কোনোকালে জায়গা-জমি ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকেই পরের বাড়িতে ভাড়া থেকেছি। প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে আমরা অনেক খুশি।

এদিকে কুড়িগ্রামের চিলমারীর থানাহাট ইউনিয়নে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত দেশের প্রথম 'হরিজন পল্লীতে' ঘর পেয়েছেন পরিচ্ছন্নতাকর্মী সম্প্রদায়ের ৩০টি পরিবার। এই পরিবারগুলোর নামে জমি ও ঘর দিয়ে আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বংশপরম্পরায় সরকারি খাস জমিতে বসবাস করা হরিজন সম্প্রদায়ের এই পরিবারগুলো নিজেদের নামে জমি ও পাকা ঘর পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন। তাদের অভিব্যক্তির প্রতিটি বাক্যে শুধু সরকারপ্রধান ও স্থানীয় প্রশাসনের বন্দনা। উপহারের ঘর পেয়ে হরিজনরা বলেন, 'আমরা খুব কষ্টে ছিলাম। বাপ-মা খুব কষ্ট করছেন। ভালো বাড়ি ও জমি ছিল না। সবাই আমাদের কেমন চোখে দেখে। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের এমন উপহার দিলেন, যেন আমাদের নতুন জীবন দিলেন। এতো সুন্দর পাকা ঘরবাড়ি দিয়েছেন। আমরা খুব খুশি। শেখ হাসিনা আমাদের জীবনটা বদলায় দিয়েছেন।' স্থানীয় প্রশাসন বলছে, আশ্রয়ণ প্রকল্পে দেশে এটিই প্রথম সরকারিভাবে গড়ে ওঠা 'হরিজন পল্লী'। চিলমারী উপজেলার থানাহাট ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের ফকিরপাড়া এলাকায় এক কোটি ২৮ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রায় এক একর জমি কিনে এই পল্লী গড়ে তোলা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় এতে ৩০টি হরিজন পরিবারকে নিজেদের নামে জমি দিয়ে ঘর করে দেওয়া হয়েছে। এসব ঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮৫ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া জানান, মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত এই প্রকল্পের আওতায় অবৈধ দখলে থাকা সরকারি খাস জমি উদ্ধার করে গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে। সারাদেশে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা খাস জমির পরিমাণ ছয় হাজার ২০০ একর। যার আনুমানিক স্থানীয় বাজার মূল্য তিন হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া আরো ৩২৩ একর জমি কিনে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে, যার বাজার মূল্য ২১৫ কোটি টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা ও পুনর্বাসন পদ্ধতি বিবেচনায় এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি। তিনি বলেন, 'মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহ ও ভূমিহীন থাকবে না' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল ২০২০ সালের মে মাসে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ৬৩ হাজার ৯৯৯টি একক গৃহ হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে ৭৪৩টি ব্যারাকে তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসনও করা হয়। একই বছরের জুনে দ্বিতীয় পর্যায়ের ৫৩ হাজার ৩৩০টি ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী। তৃতীয় পর্যায়ে নির্মাণ করা ঘরের সংখ্যা ছিল ৬৫ হাজার ৬৭৪টি। চলতি বছরের মার্চে চতুর্থ পর্যায়ের ৩৯ হাজার ৩৬৫টি ঘর হস্তান্তর করা হয়। এ পর্যায়ের অবশিষ্ট ঘর বুধবার (গতকাল) হস্তান্তর করা হলো। চতুর্থ পর্যায়ের ঘরগুলো হস্তান্তরের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, পাবনা, নাটোর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, রাজবাড়ী, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সম্পূর্ণ ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হয়। এর আগে দুই দফায় আরো নয়টি জেলার সব উপজেলাসহ মোট ২১১টি উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়।

বৃহস্পতিবার

দৈনিক আমার সংবাদ

সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন

আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা রাখতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶▶

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তার দল দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই আমি বলতে চাই, আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে। দারিদ্র্যবিমোচনে প্রধানমন্ত্রী তার স্বপ্নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গতকাল আরও ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেয়ার সময় এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, জনগণ তার দল আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় তার সরকারের অধীনে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, ● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

আরও ১২৩ উপজেলা গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা

দেশের ১২ জেলাকে ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা এবং ২২ হাজার ১০১ পরিবারের হাতে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গতকাল গণভবনে বাড়ির রেপ্লিকা হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ■ পিআইডি

আওয়ামী লীগের ওপর

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তার দল ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে, সমস্ত মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে। তিনি আরও বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তার দল সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে সেজন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। তিনি বলেন, সেই কায়েমি গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনও ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে, যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন ব্যাহত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল। শেখ হাসিনা দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমাদের একটি বিরোধী দল আছে, যারা শুধু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে।' প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে, যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে।'

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জন্য তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখে তার আত্মা শান্তি পাবে।

ভোরের পাতা
The Daily Vorer Pata

আ.লীগের প্রতি আস্থা রাখুন

দেশবাসীর প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তার দল দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই, আমি বলতে চাই- আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে। দরিদ্র নিম্নআয়ের মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী তার স্বপ্নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গতকাল বৃহস্পতিবার আরও ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেয়ার সময় এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, জনগণ তার দল আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় তার সরকারের অধীনে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তার দল ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে এবং মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে।

তিনি আরও বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তার দল সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে পারবে না সেজন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। সেই কায়েমী গোষ্ঠী

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ২২,১০১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন এবং ১২ জেলার সকল উপজেলাসহ মোট ১২৩টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ■ পিআইডি

(বিএনপি-জামায়াত) এখনও ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দী করার চেষ্টা করছে-যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল। শেখ হাসিনা দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন আমাদের একটি বিরোধী দল আছে যারা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে। শেখ হাসিনা-আ'লীগ-আস্থা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে। প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ৬৫টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে একটি আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিত করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় রাউন্ডের চতুর্থ ধাপে ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করার ফলে সারাদেশে ২১টি জেলা ও ▶▶ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আ'লীগের প্রতি আস্থা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত হলো।
শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, আমি ১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করছি এবং যারা জমিসহ বাড়ি পেয়েছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এইসব বাড়ি আপনাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাদের জন্যে তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন সেসব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখে তার আত্মা শান্তি পাবে। যারা বাড়ি পেয়েছেন তাদের বাড়ির ভিতরে এবং আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে এবং বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেশিরভাগ সুবিধাভোগীসহ স্থানীয় জন প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। সুবিধা ভোগীরা খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আওতাধীন বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্যাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। এ সময়ে শেখ হাসিনা ঘরের সুবিধাভোগী স্বামীর অমানবিক নির্যাতনে অন্ধ মহিলা লিলি বেগমের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। প্রধানমন্ত্রী পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার দৃষ্টি শক্তিহীন মহিলার চিকিৎসার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। নতুন ১২টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা হলো: মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি। যে ১২৩টি ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত উপজেলা হল: শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট; কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর, নিকলী, হোসেনপুর, বাজিতপুর, মিঠামইন ও করিমগঞ্জ; টাঙ্গাইলের ঘাটাইল, নাগরপুর, মির্জাপুর, কালিহাতী ও বাসাইল; মানিকগঞ্জের শিবালয়, হরিরামপুর ও সদর; মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও টঙ্গীবাড়ি; রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ; নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার ও সদর; ফরিদপুরের বোয়ালমারী, চরভদ্রাসন, ভাঙ্গা ও সদর; ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, গফরগাঁও, মুক্তাগাছা ও সদর; শেরপুরের শ্রীবরদী ও সদর; জামালপুরের ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী; কক্সবাজারের পেকুয়া, উখিয়া ও টেকনাফ; চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও আনোয়ারা; চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ ও কচুয়া; নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ী, চাটখিল, সেনবাগ ও সদর; কুমিল্লার নাঙ্গলকোট, বরুড়া, হোমনা, তিতাস, মেঘনা ও বুড়িচং; ফেনীর দাগনভূঁইয়া; গাইবান্ধার পলাশবাড়ী; রংপুরের কাউনিয়া; দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ি, বিরামপুর, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট ও সদর। অন্য উপজেলাগুলো হলো- ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল ও সদর; নীলফামারীর ডোমার ও জলঢাকা; নওগাঁর আত্রাই, বদলগাছী, মান্দা, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার ও সদর; সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, শাহজাদপুর ও কামারখন্দ; বগুড়ার গাবতলী, আদমদীঘি ও সদর; নাটোরের সিংড়া, নলডাঙ্গা ও সদর; পাবনার চাটমোহর, বেড়া, ফরিদপুর, ভাঙ্গুড়া ও সুজানগর; ঝিনাইদহে ঝিনাইদহ সদর; সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ ও সাতক্ষীরা সদর; যশোরে যশোর সদর; কুষ্টিয়ার খোকসা; খুলনার দিঘলিয়া; নড়াইলের কালিয়া; পিরোজপুরে পিরোজপুর সদর; ঝালকাঠির ঝালকাঠি সদর; পটুয়াখালীর কলাপাড়া ও গলাচিপা; বরগুনার পাথরঘাটা, বেতাগী, তালতলী; সিলেটের

বিয়ানীবাজার, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জকিগঞ্জ, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর, কুলাউড়া, বড়লেখা ও জুড়ী, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল, লাখাই, হবিগঞ্জ সদর ও মাধবপুর ও শাল্লা এবং সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট সুবিধা ভুগী পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ালো ২ লক্ষ ৩৮ হাজার৮'শ' ৫১ জনে। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান চলাকালে, ঘর পাওয়া, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক ও সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এরআগে প্রধানমন্ত্রী আরও নয়টি জেলা- মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) আশ্রয়ণ প্রকল্পটি এখন পর্যন্ত পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে তাদের মালিকানায় দুই ডিসিমাল জমিসহ আধা-পাকা বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে। এসব বাড়িতে বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিনামূল্যে সংযোগ দেয়া হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পের কারণে চরম দরিদ্র ও ভাসমান মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়িঘর ও জমির মালিকানা দেয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ও দারিদ্র দূর করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে উপজেলার এক আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন, যিনি সাত বছর আগে হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সকালে এখানে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় চাকলা আশ্রয়ণ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের বাড়ি হস্তান্তর করার সময়ে লিলি বেগম নামের ওই অন্ধ মহিলা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার করুণ কাহিনী বলেন। প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বেড়া উপজেলার সঙ্গে যুক্ত হন। আধা পাকা বাড়িসহ দুই ডিসিমাল জমির মালিকানার দলিল পাওয়ার পর এক আলাপচারিতায় লিলি জানান, সাত বছর আগে তিনি হঠাৎ অন্ধ হয়ে যান এবং তার স্বামী সাত মাস বয়সী ছেলেসহ তাকে ছেড়ে চলে যান। প্রধানমন্ত্রীকে লিলি আবেগভরা কণ্ঠে বলেন, আমি এখন আমার ছেলের সাথে বসবাস করছি। আমার চিকিৎসার জন্য আমার বাবা সব বিক্রি করে দিয়েছেন। লিলি জানান, তিনি ও তার পরিবার অন্যের বাড়িতে থাকতেন। দেশের প্রতিটি ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য জমি ও বাড়ি দেওয়ার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, আমি কখনই ভাবিনি যে আমাদের নিজস্ব বাড়ি হবে। আপনি (শেখ হাসিনা) আমাকে বিদ্যুৎ, পানি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাসহ আমার স্বপ্নের পাকা বাড়ি দিয়েছেন। আপনি ছাড়া কেউ এটি আমাদের দেবে না। লিলি বলেন, আমি আমার সন্তান এবং পিতামাতার সাথে এখন আপনার দেওয়া ঘরে বাস করছি এবং আমরা খুবখুশি, আমাদের এখন কোন অসুবিধা নেই। তার ছেলে এই বাড়িটিকে তার মায়ের বাড়ি বলে ডাকে। আপনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণ করেছেন, আপনি আমাদের গর্ব। আপনি শত বছর বেঁচে থাকুন এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন। তিনি স্মরণ করে বলেন, তার ছেলের বয়স যখন সাত মাস তখন তিনি দৃষ্টি হারান। তার ছেলের বয়স এখন আট বছর এবং সে স্কুলে যাচ্ছে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশ্ন করেন, আপনার চোখের চিকিৎসা কোথায় নিয়েছেন? উত্তরে লিলি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতাল থেকে চোখের শেষ চিকিৎসা নেয়ার কথা বলেন। লিলি বলেন, কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারী, আর্থিক সংকট এবং আমার হাঁটুর জয়েন্টে অর্থোপেডিক সমস্যার কারণে আমি আর চিকিৎসা নিতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের চিকিৎসককে দেখালে ভালো হতো। এ সময় পাবনার জেলা প্রশাসক এম আসাদুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। বিস্মিত লিলি বেগম তার বাবা-মায়ের মতো তার চোখের চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী লিলি বেগমকে আশ্বস্ত করে বলেন, আমরা আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। আমরা চেষ্টা করব।

শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে অনন্য

শিক্ষাবিদ ড. পিয়ারসন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশিষ্ট নরওয়েজিয়ান শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. অ্যাটলি পিয়ারসন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে অনন্য, কারণ সরকারি জমিতে স্থায়ীভাবে বাড়ি নির্মাণ করে ঠিকানাহীন মানুষকে মালিকানা দেওয়ার নজির আর কোথাও নেই। ড. অ্যাটলি এক নিবন্ধে লিখেছেন, আশ্রয়ণ শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা বিশ্বে একটি অনন্য প্রকল্প। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পিছিয়ে পড়া মানুষের সাহায্যার্থে নানা উদ্যোগ থাকলেও সরকারি জমিতে স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করে ঠিকানাহীন মানুষকে মালিকানা এবং সরকারি খরচে বিদ্যুৎ ও স্যানিটেশন সুবিধাসহ বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়ার আর কোন নজির নেই। নেপালের অনলাইন নিউজ পোর্টাল রাতোপতিতে গত ৮ আগস্ট উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলাদেশের আশ্রয়ণ প্রকল্প শিরোনামে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষণা, কূটনীতি এবং ভূ-রাজনীতিতে অভিজ্ঞ অ্যাটনি পিয়ারনদের নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নিবন্ধ অনুসারে, শেখ হাসিনা মডেল অব ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট, যা দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অগ্রগতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, বর্তমানে আশ্রয়ণ প্রকল্প হিসাবে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'কেউ পিছিয়ে থাকবে না' এই নীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই উদ্যোগের মাধ্যমে গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক নতুন স্তর উন্মোচন করেন। তবে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আরও ২২ হাজার ১০১টি পরিবার নতুন ঘর পাবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে এসব বাড়ি দেওয়া হচ্ছে। গতকাল বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে এসব আংশিক সুসজ্জিত বাড়ি ও ২০০ একর বিনামূল্যে জমি দেওয়া হবে। একই সঙ্গে দেশের ১২৩টি উপজেলাকে সম্পূর্ণ ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন নাগরিকও গৃহহীন বা ভূমিহীন থাকবে না' এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ২০২০ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পরিচালিত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পটি শুরু হয়। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে এই প্রকল্পের প্রথম ধাপে ৬৩ হাজার ৯টি একক পরিবারের বাড়ি হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী। এটি চলার সময়, ৭৪৩ ব্যারাকে ৩ হাজার ৭১৫ পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য রাখা হয়েছিল। একই বছরের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় পর্যায়ের ৫৩ হাজার ৩৩০টি বাড়ি হস্তান্তর করেন। তৃতীয় পর্যায়ে ৬৫ হাজার ৬৭৪টি বাড়ি নির্মাণ করা হয়। চলতি বছরের মার্চ মাসে চতুর্থ ধাপের ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি হস্তান্তর করা হয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে চারটি ধাপে ২৩৮৫৫১ পরিবার বাড়ি ও জমি পেয়েছে। ১১৯৪০৩৫ পুনর্বাসন হয়েছে, প্রতিটি পরিবারে গড়ে পাঁচজন সদস্য রয়েছে। প্রাপকের সংখ্যা এবং পুনর্বাসনের ধরন অনুসারে, এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি। আর সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও আশ্রয়ন একটি একক প্রচেষ্টা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তার জন্য অসংখ্য উদ্যোগ নেয়া হলেও ঠিকানাবিহীনদের নামে সরকারি জমিতে মালিকানা হস্তান্তর করে বিদ্যুৎ ও স্যানিটারি সুবিধাসম্বলিত বাড়ি নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করে স্থায়ীভাবে এ ধরনের বাড়ি নির্মাণের নজির নেই। এই উদ্যোগে গৃহহীন বা ভূমিহীন পরিবারগুলোকে ২ শতাংশ খাস (সরকারি মালিকানাধীন জমি) জমি স্বামী-স্ত্রীসহ যৌথ নামে বিদ্যুৎসহ দুই কক্ষবিশিষ্ট আধা-পাকা একক পরিবারের একটি বাড়ি গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। উদ্যোগটি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই জমির মালিকানার গ্যারান্টি দেয়, যা কেবল একজন পুরুষ এবং তার পরিবারকে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার সুযোগই দেয় না বরং নারীর ক্ষমতায়নের একটি বিরল উদাহরণও সৃষ্টি করে। গবেষকরা এমন একটি একক কেস নিয়ে আসতে পারেন যা অতুলনীয়। এই প্রচারাভিযানের আকার এবং পরিধি নির্দিষ্ট ডেটা দেখে বোঝা যেতে পারে। ১৯৯৭ সালে শুরু হওয়া আশ্রয়ে উদ্যোগএবং যেখানে ২৭,৭৮,০৮৫ জনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, গবেষণায় দেখা গেছে যে ৫,৫৫,৬১৭ টি পরিবারকে আশ্রয়ণ দেওয়া হয়েছে। আশ্রয়ণ ছাড়াও বীর নিবাস, সংখ্যালঘু পুনর্বাসন, ক্লাস্টার ভিলেজ, দুর্যোগ সহনশীল বাড়ি এবং হাউজিং ফান্ড হোমের মতো কর্মসূচিগুলো কার্যত অভিন্ন। জমির মালিকানা অর্জনের পাশাপাশি, এই কর্মসূচির ফলে ৪,১৪,৮০০ ব্যক্তি বাড়ির মালিকও হয়েছেন। ২৮,০০০ একরের বেশি জমিতে শুধুমাত্র বসতবাড়ি রাখার অনুমতি রয়েছে। ফলে, সারাদেশের ২১ টি জেলার সকল উপজেলাসহ ৩৩৪ টি উপজেলা বর্তমানে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৭ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে গৃহহীন প্রান্তিক ও অতিদরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে আশ্রয়ণ প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল হিসাবে বিবেচিত হয়। এ পর্যন্ত ৩৫ লাখেরও বেশি মানুষ এ ধরনের বাড়ি পেয়েছেন। দেশের কয়েক লাখ গৃহহীন মানুষের পুনর্বাসনের লক্ষে ১৯৯৬ সালে আশ্রয়ণ

পরিকল্পনার গুরু। আমরা যদি তুলনামূলক প্রকল্পগুলোর দিকে তাকাই তবে লাল-সবুজ রঙের ঘরগুলো আমাদের একটি নতুন বাড়ির দিকে নিয়ে যাবে। আমরা যদি পরিসংখ্যান না বাড়াই, তাহলে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য দেশের ৩৩৪টি জিনাবুলো উপজেলা আশ্রয়কেন্দ্র।

হোম ডিজাইনের এই পরিসীমাটি দেখায় যে কর্মসূচিটি কেবল সস্তা নয়; বরং, উপকারভোগী জনগোষ্ঠী যাতে তাদের বিভিন্ন স্থানে প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিক ব্যবহারিক সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করার জন্য এটি অত্যন্ত যত্নসহকারে পরিচালনা করা হয়েছে। আশ্রয়ণ জাতির আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেছে। একটি প্লটের উপর একটি বাড়ি বা একটি পরিবার কেবল একটি আবাসিক সুবিধা নয়। সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের সম্পত্তি, আশ্রয় এবং অনুরূপ কর্মসূচির মালিক হওয়ার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলো শক্তিশালী হতে এবং নতুন সামাজিক মর্যাদা অর্জনে সহায়তা করেছে, যাতে তারা সমাজে পুনরায় একীভূত হতে পারে। এই প্রচেষ্টা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্থায়ী আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্যানিটেশন প্রদান, সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে এবং দৃশ্যমানভাবে পরিবর্তন করেছে। জাতিকে এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতন্ত্র ও অনন্য ধারণা তত্ত্ব ও ভাষার উর্ধ্বে। এই দর্শনের ব্যবহারিক দিকটিও বেশ স্পষ্ট। শেখ হাসিনা মডেল অব ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট আশ্রয়কেন্দ্র এবং এ ধরনের অন্যান্য উদ্যোগের আকারে প্রকাশ পায়। এই মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে দরিদ্রতম মানুষের উপার্জন সম্ভাবনা বৃদ্ধি, তাদের সম্মানজনক জীবনযাত্রা এবং সামাজিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা করা, জমি এবং বাড়ির মালিকানার জন্য মহিলাদের ক্ষমতায়ন, তাদের দক্ষতা এবং দক্ষতা বিকাশ, পরিবেশ রক্ষা এবং গ্রামে থেকে শহর সুবিধা নিশ্চিত করা। আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নিরাপত্তা বোধ ৯৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে ৯৮ দশমিক ৫ শতাংশ, তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে ৯৫ দশমিক ২ শতাংশ, নতুন আসবাবপত্র কেনার সক্ষমতা বেড়েছে ৭০ দশমিক ২২ শতাংশ, তাদের ইতিবাচক আচরণ বেড়েছে ৬০ দশমিক ৭৮ শতাংশ, সামাজিক সম্প্রীতি বেড়েছে ৬০ দশমিক ২১ শতাংশ এবং তাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস কেনার সক্ষমতা বেড়েছে ৫৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ। শেখ হাসিনার অন্যান্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি আশ্রয়ণ প্রকল্পটি সর্বকালের সর্ববৃহৎ পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মানববসতি স্থাপনের জন্য জাতিসংঘের হ্যাবিট্যাট প্রোগ্রামের অধীনে এই ধারণাটি অনুসরণ করা হচ্ছে। ২০২২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে শরণার্থী: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য শেখ হাসিনা মডেল শীর্ষক বিতর্কে অংশ নেন জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশের নীতিনির্ধারকরা। তবে, আজ সারা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে বাংলাদেশের দরিদ্র, অসম্মানজনক ও অবহেলিত নারীরা জমির অধিকার অর্জন করেছে এবং তাদের স্বামী ও সন্তানদের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব বাড়ি হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে, তারা সম্মান, মর্যাদা, সাহস এবং জীবনের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করছে।

দৈনিক
করতোয়া
The Daily Karatoa

গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -পিআইডি

'খালেদা জিয়া আমাদের আঘাত দিতে মিথ্যা জন্মদিন পালন করত'

আশ্রয়ণ-২প্রকল্পের ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা অফিস: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৫ আগস্ট খালেদা জিয়ার জন্মদিন নয়, তারপরও জন্মদিন হিসেবে কেক কেটে আনন্দ উল্লাস করত। যেদিন আমাদের চোখের পানি পড়ে, মিথ্যা জন্মদিন বানিয়ে সেদিন সে উৎসব করত। শুধুমাত্র আমাদের আঘাত দেওয়ার জন্য এটা করত। গতকাল বুধবার সকালে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৫ আগস্ট আমি এবং আমার ছোট বোন রেহানা বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম। ছয় বছর দেশে আসতে পারিনি। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল। জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশের (২ পৃঃ ৪ কঃ দ্রঃ)

'খালেদা জিয়া আমাদের আঘাত

(প্রথম পাতার পর)

আরেক মীরজাফর খুনি মোস্তাককে দিয়েই জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন।' শেখ হাসিনা বলেন, 'খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদও জিয়ার পথ ধরে ক্ষমতা দখল করেছিল।' এরপর প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীনদের উদ্দেশে কথা বলেন। সরকারপ্রধান বলেন, যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘরের আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নরাখবেন। ঘরগুলোকে যত্ন করতে হবে। এখন ডেঙ্গু দেখা দিয়েছে, কোথাও যেন পানি জমে না থাকে। মশার প্রজনন কেন্দ্র যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। বিদ্যুৎ ব্যবহারে আপনারা সাশ্রয়ী হবেন। জাতির পিতা এদেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। দেশের একটি মানুষও অবহেলিত থাকবে না, সেটাই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমরা তার সেই আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করছি। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের জন্য কাজ করে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের একটা বিরোধী দল আছে-মানুষ খুন করা, অগ্নিসন্ত্রাস করা, বাসে আগুন দেওয়া, রেলে আগুন দেওয়া, পুলিশকে মারা, মানুষকে হত্যা করা-এ ধরনের কাজই তারা করে যায়। '৭৫-এ জাতির পিতা হত্যা করার পর বাংলাদেশের জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। প্রতি রাতে কারফিউ থাকত, মানুষের কথা বলার অধিকার ছিল না। কোনোকিছু বললেই ধরে নিয়ে গুম করা হতো। লাশও গুম করত। সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সমমনা দল নিয়ে আমরা দিনের পর দিন আন্দোলন করেছি। মানুষ আজ ভোটের অধিকার ফিরে পেয়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছে। আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটের অধিকার সুরক্ষিত করেছে। দেশবাসীকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক অধিকারকে বিশ্বাস করে। মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত দেশে একটা স্থিতিশীল অবস্থা রয়েছে। শত বাধা অতিক্রম করে, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ, সবগুলো মোকাবিলা করে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। দারিদ্র্যের হার অর্ধেকের বেশি নামিয়ে এনেছি। হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। ইনশাল্লাহ এই দেশে আর হতদরিদ্র থাকবে না। আমি শুধু এইটুকু বলব, একটানা সরকারে আছি বলেই আজকে ভূমিহীন মানুষের ঘর করে দেওয়া থেকে শুরু করে, শিক্ষা দীক্ষা, শতভাগ বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, স্কুল-কলেজেরউন্নয়ন করে দিচ্ছি। নৌকায় ভোট দিয়ে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, নৌকায় ভোট দিয়েছেন বলে আজকে ভূমিহীন মানুষেরা ঘর পেলেন, জমি পেলেন। শিল্প-কলকারখানাকরার জন্য আমরা ১০০টি অঞ্চল করে দিয়েছি, সেখানে মানুষ বিনিয়োগ করবে, অনেক মানুষের চাকরির ব্যবস্থা হবে। আশ্রয়ণ২ প্রকল্পের আওতায় এদিন ভূমিহীন ও গৃহহীন আরও ২২ হাজার ১০১টি পরিবারের মধ্যে ভূমিসহ সেমিপাকা ঘর হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে আরও ১২টি জেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলো।

বগুড়া সদরসহ গাবতলী, আদমদীঘি উপজেলাও ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত হলো

বাকি থাকলো দুই উপজেলা

বগুড়া সদরসহ গাবতলী, আদমদীঘি

উল্লেখ্য 'মুজিব বর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রতিটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ করে খাস জমি বন্দোবস্তসহ একক গৃহ নির্মাণ করে বরাদ্দ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সাল থেকে গৃহহীনদের মধ্যে বাড়ি দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়। বগুড়া জেলায় প্রথম পর্যায়ে ১৪৫২ টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮৫৭ টি তৃতীয় পর্যায়ে ১২৮৪ টি মোট ৩ হাজার ৫৯৩ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমিসহ গৃহ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত ২২ মার্চ চতুর্থ পর্যায়ের ১৪৮২ টি গৃহের মধ্যে ১৩৩৯ টি গৃহ হস্তান্তর করা হয়। গতকাল চতুর্থ পর্যায়ে (দ্বিতীয় ধাপে) গতকাল ৮২ টি গৃহ হস্তান্তর করা হয়। এদিকে বগুড়া সদরে বাড়ি করার মত খাস জমি না পাওয়ায় ৫২ পরিবারের মাঝে যে বাড়ি দেওয়া হচ্ছে তা জমি কিনে স্বামী স্ত্রীর যৌথ নামে কবলা দলিল করে দেওয়া হচ্ছে। এখানে প্রতিটি বাড়ির জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় ২ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে বগুড়ায় ৫ হাজার ২ জনের মাঝে বাড়ি প্রদান করা সম্পন্ন হলো।

আমাদের গাবতলী (বগুড়া) প্রতিনিধি জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে গতকাল বুধবার বগুড়ার গাবতলী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের ইছামতি হলরুমে এসি-ল্যান্ড মাহমুদুল হাসানের সঞ্চালনায় ইউএনও আরিফুজ্জামান আল-ইমরানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) নিলুফা ইয়াসমিন। বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রাশেদুল ইসলাম, কৃষি কর্মকর্তা মেহেদী হাসান, প্রকৌশলী সাজেদুর রহমান, উপজেলা মৎস্য অফিসার আরিফ আহমেদ, সমাজসেবা কর্মকর্তা নাঈম হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অলিকা খাতুন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জান্নাতুল মাওয়া, আরএমও ডাঃ নিগার সুলতানা, উপজেলা মাধ্যমিক অফিসার জাকির হোসেন, জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা আলমগীর রহমান, উপজেলা সমবায় অফিসার আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহেদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন আলম চাঁদু, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল গফুর, ইউনুস আলী কবির, শহীদুল ইসলাম বাদু, মজিবর রহমান আলতাব প্রমুখ।

আমাদের আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি জানান, সারাদেশের বেশ কয়েকটি উপজেলার পাশাপাশি বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলাকেও ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশের মত আদমদীঘি উপজেলাকেও ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন। এ উপলক্ষে আদমদীঘি উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা সভাকক্ষে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা ও চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে ভূমিহীন-গৃহহীনদের জমি-গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকালে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম খান রাজু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইফতেখার তালুকদার, সহকারি কমিশনার (ভূমি) মুনিরা সুলতানা, কৃষি অফিসার মিঠু চন্দ্র অধিকারী, সিনিয়র মৎস্য অফিসার সুজয় পাল, থানার অফিসার ইনচার্জ রেজাউল করিম, আওয়ামীলীগ নেতা আবু জেরা খান, সাজিদুল হুদা খন্দকার প্রমুখ।

বিভিন্ন স্থানে ভূমিহীন-গৃহহীনপরিবারকে জমি ও গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন

দিনাজপুর সদর উপজেলায় হুইপ ইকবালুর রহিম -করতোয়া

সদরে ভূমিহীন-গৃহহীনপরিবারের মাঝে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন জেলা প্রশাসক মো. গোলাম রব্বানী -করতোয়া

চিরিরবন্দরে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদ সদস্য আবুল হাসান মাহমুদ আলী -করতোয়া

বীরগঞ্জে সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল -করতোয়া

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে সংসদ সদস্য সামছুল আলম দুদু করতোয়া

কুড়িগ্রামের চিলমারীতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ মিনহাজুল ইসলাম -করতোয়া

প্রতিদিনের সংবাদ

দেশবাসীকে প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা রাখুন

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আওয়ামী লীগ দেশবাসীকে উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই আমি বলতে চাই- আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।

দারিদ্র্যবিমোচনে প্রধানমন্ত্রী তার স্বপ্নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় বুধবার (৯ আগস্ট) আরো ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনা মূল্যে বাড়ি বিতরণের সময় এ কথা বলেন। অনুষ্ঠান চলাকালে, ঘর পাওয়া, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক ও সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, জনগণ আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় দেশ আর্থসামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ■ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

আওয়ামী লীগের

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এসময় তিনি বলেন জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে সেজন্য আমরা একটি ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। সেই কায়েমি গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনো ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলে অগ্নিসন্ত্রাসের মাধ্যমে জনগণকে হত্যা করার চেষ্টা করছে, যা তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন ব্যাহত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল। শেখ হাসিনা দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের একটি বিরোধী দল আছে যারা শুধু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসন্ত্রাস করে। এ সময় তিনি জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কোনো লোক গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে, যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে নতুন ঘর প্রদান উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কোলাজ ● পিআইডি

আরো ২২ হাজার ১০১ নতুন ঘর

● নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আরো ২২ হাজার ১০১ পরিবার পেল নতুন ঘর। বুধবার (৯ আগস্ট) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এসব ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে বিনামূল্যে দুই শতক জমিসহ সেমিপাকা ঘরগুলো পরিবারগুলোর কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে খুলনার তেরখাদা উপজেলার বারাসাত সোনার বাংলা পল্লী, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'বাবা-মা ভাইবোন সব হারিয়েছি। ১৯৮১ সালে এসে এই দেশের মানুষকেই আপনজন হিসেবে পেয়েছি। তাদের মাঝে হারানো বাবা-মা ভাইবোনকে খুঁজে পেয়েছি। আমার তো আর কিছু পাওয়ার নেই। এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করছি। দরিদ্র অসহায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি ও নতুন ঘর করে দিচ্ছি।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তার মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দেওয়ার এই কর্মসূচি ■ এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

আরো ২২ হাজার ১০১

■ ১২ পৃষ্ঠার পর

শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় ২০২০ সালের মে মাসে।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি একক গৃহ হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে ৭৪৩টি ব্যারাকে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ওই বছর জুনে দ্বিতীয় পর্যায়ের ৫৩ হাজার ৩৩০টি ঘর হস্তান্তর করেন সরকারপ্রধান। তৃতীয় পর্যায়ে দেওয়া হয় ৬৫ হাজার ৬৭৪টি ঘর। এ বছরের মার্চে চতুর্থ পর্যায়ে ৩৯ হাজার ৩৬৫টি ঘর হস্তান্তর করা হয়। তাতে চার পর্যায়ে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি পরিবার জমিসহ এই ঘর পায়।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে নোয়াখালী সফরে গিয়ে আশ্রয়হীনদের প্রথম পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম সরকার গঠনের পর ১৯৯৭ সালে আশ্রয়হীনদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে প্রথম উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করেন 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে শেখ হাসিনা দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বাসস্থানের নিশ্চয়তার ঘোষণা দেন। মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত এই প্রকল্পের আওতায় অবৈধ দখলে থাকা সরকারি খাস জমি উদ্ধার করে গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা খাস জমির পরিমাণ ৬ হাজার ২৩৩ একর, যার আনুমানিক স্থানীয় বাজারমূল্য ৩ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা।

এ ছাড়া আরো ৩২৩ একর জমি কিনে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে, যার বাজারমূল্য ২১৫ কোটি টাকা।

আরো ১২৩টি উপজেলা ভূমিহীনমুক্ত

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো ১২ জেলা এবং ১২৩ উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেছেন। বুধবার (৯ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে সুবিধাভোগীদের মধ্যে বাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে বলেন, 'আমি দেশে আরো ১২টি জেলা এবং ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করছি।' যারা জমিসহ বাড়ি পেয়েছেন তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এসব বাড়ি আপনাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে।'

যারা বাড়ি পেয়েছেন তাদের বাড়ির ভেতরে এবং আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে এবং বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। বাংলাদেশে কেউ যেন গৃহহীন ও

■ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আরো ১২৩টি উপজেলা

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী তার উন্নত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সরকারি খরচে নির্মিত বাড়িগুলো বিতরণ করেন। নতুন ঘোষণায় চতুর্থ ধাপে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় দফায় ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হয়েছে। এতে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা এখন দুই লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১-তে দাঁড়িয়েছে।

নতুন ১২টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা হলো- মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি।

১২৩টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা হলো-শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট; কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর, নিকলী, হোসেনপুর, বাজিতপুর, মিঠামইন ও করিমগঞ্জ; টাঙ্গাইলের ঘাটাইল, নাগরপুর, মির্জাপুর, কালিহাতী ও বাসাইল; মানিকগঞ্জের শিবালয়, হরিরামপুর ও সদর; মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও টঙ্গীবাড়ি; রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ; নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার ও সদর; ফরিদপুরের বোয়ালমারী, চরভদ্রাসন, ভাঙ্গা ও সদর; ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, গফরগাঁও, মুক্তাগাছা ও সদর; শেরপুরের শ্রীবরদী ও সদর; জামালপুরের ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী; কক্সবাজারের পেকুয়া, উখিয়া ও টেকনাফ; চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও আনোয়ারা; চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ ও কচুয়া; নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ী, চাটখিল, সেনবাগ ও সদর; কুমিল্লার নাঙ্গলকোট, বরুড়া, হোমনা, তিতাস, মেঘনা ও বুড়িচং; ফেনীর দাগনভূঁইয়া, গাইবান্ধার পলাশবাড়ী; রংপুরের বদরগঞ্জ; দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট ও সদর।

অন্য উপজেলাগুলো হলো- ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল ও সদর; নীলফামারীর ডোমার ও জলঢাকা; নওগাঁর আত্রাই, বদলগাছী, মান্দা, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার ও সদর; সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, শাহজাদপুর ও কামারখন্দ; বগুড়ার গাবতলী, আদমদীঘি ও সদর; নাটোরের সিংড়া, লালপুর ও সদর; পাবনার চাটমোহর, বেড়া, ফরিদপুর, ভাঙ্গুড়া ও সুজানগর; ঝিনাইদহে ঝিনাইদহ সদর; সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ ও সাতক্ষীরা সদর; যশোরে যশোর সদর; কুষ্টিয়ার খোকসা; খুলনার দিঘলিয়া; নড়াইলের কালিয়া; পিরোজপুরে পিরোজপুর সদর; ঝালকাঠির ঝালকাঠি সদর; পটুয়াখালীর কলাপাড়া ও গলাচিপা; বরগুনার পাথরঘাটা, বেতাগী, তালতলী; সিলেটের বিয়ানীবাজার, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জকিগঞ্জ; মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর, কুলাউড়া, বড়লেখা ও জুড়ী; হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল, লাখাই, হবিগঞ্জ সদর ও মাধবপুর ও শাল্লা এবং সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা।

খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আওতাধীন বারাসত মৌজার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন ঢালারচর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী আরো নয়টি জেলা- মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) আশ্রয়ণ প্রকল্পটি এখন পর্যন্ত পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে তাদের মালিকানায় দুই ডিসিমেল জমিসহ আধা-পাকা বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে। এসব বাড়িতে বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিনামূল্যে সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পের কারণে চরম দরিদ্র ও অসমান মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গৃহহীনদের

কারও তাঁবেদারি করে না

মানবজমিন

dailymanabzamin

বৃহস্পতিবার ১০ই আগস্ট ২০২৩, ২৪তম বর্ষ, সংখ্যা ১৬৭, ২৬শে শ্রাবণ ১৪৩০, ২২শে মহররম ১৪৪৫, মূল্য ১০ টাকা

আরও ১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলাকে গৃহ ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার: আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

আরও ১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলাকে

শেষ পৃষ্ঠার পর জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার দল দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। দারিদ্র্যবিমোচনে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গতকাল আরও ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেয়ার সময় এসব কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, জনগণ তার দল আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় সরকারের অধীনে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তার দল দেশবাসীকে সুখী করার লক্ষ্যে কাজ করেছিল। শেখ হাসিনা দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের একটি বিরোধী দল আছে যারা শুধু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে। প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ৬৫টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে একটি আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিত করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় আওতাধীন বারাসত জেলার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন ঢাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। এ সময়ে শেখ হাসিনা তাদের সুবিধাভোগী পাবনার অমানবিক নির্যাতনে অন্ধ মহিলা নিলি বেগমের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। প্রধানমন্ত্রী পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার দুটি দৃষ্টিহীন মহিলার চিকিৎসার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। নতুন ১২টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা হলো- মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফিরোজপুর ও ঝালকাঠি।

দল ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে সমস্ত মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে। তিনি আরও বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তার দল সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। তিনি বলেন, কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে সেজন্য একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। সেই কায়েমী গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনো স্বার্থ-শার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে- যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন রাউন্ডের চতুর্থ ধাপে ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করার ফলে সারা দেশে ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত হলো। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, আমি আজ ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করছি। যারা জমিসহ বাড়ি পেয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সব বাড়ি আপনাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাদের জন্য তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন সেসব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখে তার আত্মা শান্তি পাবে। যারা বাড়ি পেয়েছেন তাদের বাড়ির ভেতরে এবং আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে এবং বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের ভাগ সুবিধাভোগীদের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। সুবিধাভোগীরা খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ালো ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১ জনে। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান চলাকালে, ঘর পাওয়া, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক ও সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী আরও নয়টি জেলা- মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) আশ্রয়ণ প্রকল্পটি এখন পর্যন্ত পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে তাদের মালিকানায় দুই ডিসিমেল জমিসহ আধা-পাকা বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে। এসব বাড়িতে বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিনামূল্যে সংযোগ দেয়া হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

দৈনিক
আজাদী

ভূমিহীনদের মাঝে উপহারের ঘর প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগের প্রতি আস্থা রাখুন

দেশবাসীর প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তাঁর দল দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই, আমি বলতে চাই–আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে প্রধানমন্ত্রী আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গতকাল আরও ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেয়ার সময় এ কথা বলেন। এ সময় চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও আনোয়ারা এবং কক্সবাজারের পেকুয়া, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলাকেও গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেন তিনি। খবর বাসসের।

গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণ তাঁর দল আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় তাঁর সরকারের অধীনে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ *৫ম পৃষ্ঠার ৭ম কলাম*

আওয়ামী লীগের প্রতি আস্থা

১ম পৃষ্ঠার পর

সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তাঁর দল ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে সমস্ত মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তাঁর দল সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে খুশি খালেদা বেগম

আনোয়ারা প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে আনোয়ারার বৈরাগ ইউনিয়নের মুহাম্মদপুর গ্রামের মোছাম্মৎ খালেদা বেগম খুব খুশি। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই সাথে আশ্রয়ণ প্রকল্পের পরিবেশ ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

আনোয়ারায় প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘরের সামনে খালেদা বেগমের পরিবার –প্রতিনিধি

খালেদা বেগম বলেন, আমার পরিবারের মাথা গুজার ঠাঁই ছিল না। অসুস্থ স্বামী একজন পরিবহন শ্রমিক। তার আয়েও সংসার চলে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনামূল্যে আমার পরিবারের জন্য ঘরও জমি দিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া।

প্রধানমন্ত্রীর জন্য নামাজ পড়ে দোয়া করি আল্লাহর কাছে।

হাটহাজারীতে দলিল হাতে ভূমিহীন উপকারভোগীদের সাথে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান -প্রতিনিধি

হাটহাজারী ও আনোয়ারাকে ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা

বিভিন্ন উপজেলায় প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর বিতরণ

আজাদী ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল হাটহাজারী ও আনোয়ারা উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করেছেন। এ সময় তিনি আরও ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহ-ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করেছেন। গতকাল আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় জমিসহ আরও ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি বিতরণ করা হয়। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

হাটহাজারী প্রতিনিধি জানান, গতকাল বুধবার হাটহাজারীর ১৯ জন ভূমি ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমিসহ ঘরের দলিল হস্তান্তর করেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান। এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী মো. শাহিদুল আলম।

এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন মুজিব বর্ষে কোনো মানুষ ভূমি ও গৃহহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে। হাটহাজারী ও আনোয়ারা উপজেলাকে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত উপজেলা হিসাবে ঘোষণা করা হল। চট্টগ্রামের ১৫টি উপজেলার মধ্যে মোট ৮টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হল। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। (৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলাম)

হাটহাজারী ও আনোয়ারাকে

৮ম পৃষ্ঠার পর

অসহায়দের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাই আশ্রয়ণবাসীদের উচিত প্রধানমন্ত্রীকে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়া। যারা ঘর পেয়েছেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে তাদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা ও উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য দেশের আপামর জনগণের সাথে আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদেরও সহযোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবু রায়হান, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মুক্তা আক্তার, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ।

বোয়ালখালী : বোয়ালখালী প্রতিনিধি জানান, উপজেলায় আশ্রয়ণে নতুন করে জমিসহ নতুন ঘর পেল ৪০ পরিবার। গতকাল বুধবার সুবিধাভোগীদের হাতে নির্মিত এসব ঘর হস্তান্তর করা হয়। এ নিয়ে বোয়ালখালীতে জমিসহ নতুন ঘর পেল ৩১৫টি পরিবার।

রাঙ্গুনিয়া : রাঙ্গুনিয়া প্রতিনিধি জানান, উপজেলায় আরও ১৫ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজেলার সরফভাটা, শিলক ও স্বনির্ভর এলাকায় নির্মিত এই ঘরগুলো গতকাল বুধবার সকালে হস্তান্তর করা হয়।

দৈনিক পূর্বকোণ

গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভূমিহীন-গৃহহীনদের মাঝে জমিসহ ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে ঘর দিতে পেরেছি : প্রধানমন্ত্রী

পূর্বকোণ ডেস্ক ■

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করছি। মানুষকে উন্নত জীবন দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আজকে আমি আনন্দিত যে, আমরা এ পর্যন্ত ৩৩৪ উপজেলাকে ভূমিহীনমুক্ত করতে পেরেছি। ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭টি পরিবারকে ঘর দিতে পেরেছি। বুধবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভূমিহীন-গৃহহীনদের মাঝে জমিসহ ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

সরকারপ্রধান বলেন, অনেক বাধা অতিক্রম করে ১৯৮১ সালে যখন দেশে ফিরি তখন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে আমাকে ঢুকতে দেয়নি জিয়াউর রহমান। যে বাড়িতে আমার বাবা-মা, ভাইকে হত্যা করা হয়েছে সেখানে আমাকে দোয়া করতে দেয়নি। রাস্তায় বসেই দোয়া করেছি। বাড়িটি সিলগালা করা ছিল। এমনকি বাড়িটি নিলামে তোলা হয়েছিল। ধৈর্য ধরেছি। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছি।

তিনি বলেন, সারা বাংলায় ঘুরেছি। দেখেছি মানুষের কষ্ট। দুর্ভিক্ষ, মঙ্গা, ঝড়, বন্যায় মানুষ অতিষ্ঠ। লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার

● ৭ম পৃষ্ঠার ৪র্থ ক.

৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে

● ১ম পৃষ্ঠার পর

পর ৯৭ সালে ঘূর্ণিঝড় হয়। তখন কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনে দ্বীপে ৭০টি পরিবার পাই যাদের জমি ও ঘর ছিল না। সেন্টমার্টিনে আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের জমি এই ক্ষতিগ্রস্তদের দান করেন। সেখানে আমরা তাদের জন্য ঘর তৈরি করি। দুর্গম এলাকা হওয়ায় জায়গাগুলোতে যাওয়াও মুশকিল ছিল। নৌবাহিনী তাদের জন্য ঘর নির্মাণের দায়িত্ব নেয়। সেই থেকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের যাত্রা শুরু।

শেখ হাসিনা বলেন, এরপর থেকে ঘরবাড়ি তৈরি করে দিয়ে এ দেশের মানুষের পুনর্বাসনে কাজ করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের জীবন-জীবিকার পথ করে দিতে পেরেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল এ দেশের একটা মানুষও ভূমিহীন থাকবে না। অনুষ্ঠানে ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আরও ২২ হাজার ১০১টি পরিবারের মাঝে নতুন ঘর তুলে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে এসব ঘর দেওয়া হলো। বিনামূল্যে দুই শতক জমিসহ সেমিপাকা এসব ঘর পরিবারগুলোর কাছে তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে দেশের ১২৩টি উপজেলাকে সম্পূর্ণ ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেন সরকারপ্রধান। এর মধ্যে ১২টি জেলার সব উপজেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হলো।

চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর বণ্টন

পূর্বকোণ ডেস্ক ■

মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের ভূমি ও গৃহহীন পরিবারগুলোর পুনর্বাসনে আশ্রয়ণ প্রকল্প ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল বৃহস্পতিবার চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে সারাদেশে ২২ হাজার ১০১টি পরিবারের মাঝে পুনর্বাসনের ঘর হস্তান্তর করা হয়। সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হস্তান্তর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

সারাদেশের মতো চট্টগ্রাম ও আশেপাশের বিভিন্ন উপজেলায়ও পুনর্বাসনের ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে।

মিরসরাই : উপজেলার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য নির্মিত ৮৪টি ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আমাদের মিরসরাই সংবাদদাতা। স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন শেষে এসব ঘরের দলিল হস্তান্তর করে। এ নিয়ে চতুর্থ পর্যায়ে মোট ১৮০টি পরিবারকে নতুন ঘরে পুনর্বাসন করা

মিরসরাইয়ে চার ধাপে চার শতাধিক ভূমি-গৃহহীন পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ঘরের আশ্রয় ঠিকানার দলিল তুলে দেন

হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহফুজা জেরিন। সবমিলিয়ে উপজেলায় ৫১৯ পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেয়েছে বলে জানান তিনি।

বাঁশখালী : উপজেলায় দুই শতক জমিসহ নতুন ঘর পেয়েছে ৪০ পরিবার। নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, নির্বাহী কর্মকর্তা সাইদুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে উপজেলা অডিটোরিয়াম হলরুমে নতুন ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠান হয়। উপজেলায় সর্বমোট ৫১৫টি পরিবার এ পর্যন্ত নতুন ঘর পেয়েছে বলে জানা গেছে।

রাঙ্গুনিয়া : সংবাদদাতা জানান, উপজেলায় আরও ১৫ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে সরফভাটা শিলকুপ ও চন্দ্রঘোনা কদমতলী এলাকায় নির্মিত এসব পাকা ঘর হস্তান্তর করা হয়।

টেকনাফ : আমাদের সংবাদদাতা জানান, উপজেলায় ৬৪টি পরিবার গতকাল আশ্রয়ণ প্রকল্পের দলিল ও চাবি পেয়েছে। এখন পর্যন্ত মোট ৫১০টি পরিবার পুনর্বাসনের জন্য ঘর পেয়েছে। উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ঘরের দলিল ও চাবি হস্তান্তর জেলা প্রশাসক মু. শাহীন ইমরান। চাবি ও দলিল হস্তান্তরের সময় প্রত্যেককে নগদ ৫০০ টাকা করে দেন সাবেক এমপি আবদুর রহমান বদি।

কুতুবদিয়া : সংবাদদাতা জানান, উপজেলায় ৫১ পরিবার চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর পেয়েছে। উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে উপকারভোগীদের হাতে জমির দলিলসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দিপংকর তঞ্চঙ্গ্যা।

কাপ্তাই : আমাদের কাপ্তাই সংবাদদাতা জানান, চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে উপজেলায় ১১টি পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেয়েছে। উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা পরিষদ সদস্য অংসুইছাইন চৌধুরী, উপজেলা চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিম ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুনতাসির জাহান উপকারভোগীদের হাতে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে

রাঙ্গুনিয়ায় দলিল হাতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর পাওয়ারা

পানছড়িতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরের দলিল গ্রহণ করছেন একজন নারী

টেকনাফে ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে দলিল ও চাবি হস্তান্তর করছেন জেলা প্রশাসক

পরিবারগুলোকে ১০ কেজি চাল ও একটি করে কম্বল প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত উপজেলায় পাঁচ ইউনিয়নে সর্বমোট ১১০টি পরিবার নতুন ঘর পেয়েছে বলে জানা যায়।

নাইক্ষ্যংছড়ি : সংবাদদাতা জানান, উপজেলায় ৬০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোমেন শর্মা। সকালে উপজেলা সম্মেলন হলে এ কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার মাধ্যমে হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয়।

পানছড়ি : খাগড়াছড়ির পানছড়িতে আরও ৭৫টি পরিবার আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর পেয়েছে বলে জানিয়েছেন আমাদের সংবাদদাতা। এ নিয়ে উপজেলায় সর্বমোট ৭২৫টি পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়েছে।

রাজস্থলী : সংবাদদাতা জানান, উপজেলায় আরেকটি পরিবার গতকাল আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর পেয়েছে। সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে রাজস্থলী উপজেলা চেয়ারম্যান উবাচ মারমা ও নির্বাহী কর্মকর্তা শান্তনু কুমার দাশ ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। এ পর্যন্ত উপজেলায় ২৫৫টি পরিবার আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর পেয়েছে বলে জানান ইউএনও।

সুপ্রভাত

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলায় বিনামূল্যের ঘর বিতরণের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগে আস্থা রাখুন : শেখ হাসিনা

সুপ্রভাত ডেস্ক »

দেশের মানুষের উন্নত ও সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরে আওয়ামী লীগে আস্থা রাখতে বলেছেন দলের সভানেত্রী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেছেন, 'নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই, আমি বলতে চাই- আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।' খবর বিডিনিউজের।

বাসস জানিয়েছে, বুধবার সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলায় বিনামূল্যের ঘর বিতরণের অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

এ অনুষ্ঠানেই দেশের ১২৩টি উপজেলাকে 'সম্পূর্ণ ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত' ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে ১২টি জেলার সব উপজেলা 'ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত' ঘোষণা করা হল।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের ▶ *৭ম পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ কলাম*

আওয়ামী লীগে আস্থা রাখুন

▶ *শেষ পৃষ্ঠার পর*

মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে তিনি বলেন, 'জনগণ আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে সমস্ত মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে।'

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন সরকারপ্রধান।

এরপর আওয়ামী লীগ সংগ্রামের মাধ্যমে 'জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে' জানিয়ে তিনি বলেন, 'এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন।

'কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে, সেজন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। সেই কায়েমী গোষ্ঠী এখনও ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে, যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল।'

বিএনপির বিরুদ্ধে 'অগ্নিসন্ত্রাসের' ফের অভিযোগ তুলে দেশবাসীকে

সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, 'আমাদের একটি বিরোধী দল আছে, যারা শুধু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে।'

জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সরকারপ্রধান।

তিনি বলেন, 'আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে।'

কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ৬৫টি গৃহহীণ ও ভূমিহীণ পরিবারকে একটি আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিত করার কথাও প্রধানমন্ত্রী বলেন।

যারা জমিসহ বাড়ি পেয়েছেন, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এইসব বাড়ি আপনাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে।'

যারা বাড়ি পেয়েছেন, তাদের বাড়ির ভেতরে এবং আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাদের জন্যে তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেসব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখে তার আত্মা শান্তি পাবে।'

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে সুবিধাভোগিসহ স্থানীয় জন প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। স্বামীর অমানবিক নির্যাতনে লিলি বেগম নামের এক নারীর অন্ধ হওয়ার ঘটনা শুনে, তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

মানিকছড়িতে ভূমিহীনদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার তুলে দিচ্ছেন ইউএনওসহ অতিথিবৃন্দ

ভূমিহীন-গৃহহীনকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হস্তান্তর

নাইক্ষ্যংছড়ি

সারাদেশের ন্যায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে চতুর্থ পর্যায়ে জমি ও গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ে সারাদেশে ২২,১০১ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর প্রদান এবং নাইক্ষ্যংছড়ির ৩৫ টি সেমি পাকা ২৫ টি মাচাং ঘর অর্থাৎ নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ৬০ টি ভূমিহীন-গৃহহীনকে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোমেন শর্মা।

৯ আগস্ট সকালে উপজেলা সদরের হাজি এম এ কালাম সরকারি কলেজ হল রুমে তিনি সভাপতি হিসেবে এ চাবি হস্তান্তর করেন। সঞ্চালনা করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ত্রিরত্ন চাকমা।

মানিকছড়ি

গতকাল সকাল ১০ টায় সারাদেশে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে ২২ হাজার ১০১টি ঘর ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারে হস্তান্তর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এতে খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় ১৪০ টি ঘরের চাবি ও দলিলপত্রাদি হস্তান্তর করা হয়।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মো. তহিদ উল্ল্যা জামানের স্বাগত বক্তব্যে ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রক্তিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মো. জয়নাল আবেদীন।

চেয়ারম্যানের সঞ্চালনায় এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজা জেরিন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এস এম আলা উদ্দিন, কৃষি কর্মকর্তা প্রতাপ চন্দ্র রায়, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জাকিরুল ফরিদ, জোরারগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম খাঁকার, ইছাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল মোস্তফা, মিরসরাই উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি বিপুল দাশ, মিরসরাই প্রেসক্লাবের সভাপতি নুরুল আলম প্রমুখ। ইছাখালীতে আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর পাওয়া অর্চনা রানী নাথ বলেন, জমি ভালভাবে পরিচিত জমিসহ পাকা ঘর পাবো। এবিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজা জেরিন বলেন, চতুর্থ পর্যায়ে মিরসরাইয়ে ৮৩টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

চন্দনাইশ

চন্দনাইশ উপজেলায় মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে ঘরের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণভবন থেকে বুধবার সকালে চন্দনাইশ উপজেলার ভিডিও কনফারেন্স হলরুমে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে এই জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) জিমরান মোহাম্মদ সায়েকের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন। অনুষ্ঠানে

আরও বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ সদস্য এমএ জব্বার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. কামরুল হাসান, ইউপি চেয়ারম্যান মো. শফিকুর রহমান ফারুক, সুবিধাভোগী মিতিয়া আক্তার ও আছাইমং মারমা প্রমুখ।

মিরসরাই

মিরসরাইয়ে চতুর্থ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়েছে ৮৫টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবার। বুধবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের পর মিরসরাই উপজেলা মিলনায়তনে ভূমিহীন পরিবারগুলোকে ঘরের দলিল বুঝিয়ে দেন নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজা জেরিন। এসময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিজানুর

প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ১৫ টি পরিবারের মাঝে ঘরের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন চন্দনাইশ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল জব্বার চৌধুরী। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চন্দনাইশ উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এডভোকেট আবেদা খানম রুপা, উপজেলা প্রকৌশলী মো. জুনাইদ আবছার চৌধুরী, পল্লী বিদ্যুতের ডিজিএম প্রকৌশলী মো. আবু সুফিয়ান, সমাজসেবা অফিসার রাসেল চৌধুরী, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রতন কুমার সাহা, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে ইন্সট্রাক্টর আকতার সাবরিনা জাফর পপি প্রমুখ।

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ তুলে দিচ্ছেন সাতকানিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ মোতালেব সিআইপি

যায়যায়দিন

চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপ

শেরপুর সদর উপজেলায় উপকারভোগীদের ঘরের চাবি তুলে দেন জাতীয় সংসদের হুইপ বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিউর রহমান আতিক -যাযাদি

শেরপুর সদর উপজেলায় উপকারভোগীদের ঘরের চাবি তুলে দেন জাতীয় সংসদের হুইপ বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিউর রহমান আতিক -যাযাদি

খুলনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক, আব্দুস সালাম মুর্শেদী এমপি, সংরক্ষিত আসনের এমপি অ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফ প্রমুখ যাযাদি

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে উপকারভোগীদের জয়গাসহ ঘরের কাগজপত্র হস্তান্তর করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া এমপি -যাযাদি

নীলফামারীর ডোমারে জমি ও ঘরের চাবি তুলে দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আফতাব উদ্দিন সরকার এমপি -যাযাদি

কুড়িগ্রামে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের হাতে ঘরের চাবি ও জমির দলিল তুলে দেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার হাবিবুর রহমান -যাযাদি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন সুবিধাভোগী জাহেরা বেগম —সংগৃহীত

নোয়াখালীতে আশ্রয়ণের ঘরে প্রধানমন্ত্রীকে দাওয়াত দিলেন জাহেরা বেগম

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, নোয়াখালী

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্যাহপুর ইউনিয়নের কাজিরতালা গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দাওয়াত দিয়েছেন প্রকল্পের সুবিধাভোগী জাহেরা বেগম। নতুন ঘর ও জমি পেয়ে এক সময়ের গৃহহীন, ভূমিহীন জাহেরা বেগম প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাকে আশ্রয়ণের ঘরে তাদের ফলানো শাক সবজি রান্না করে খাওয়ানোর ইচ্ছার কথা জানান।

এ সময় জাহেরা বেগম বলেন, 'আমরা কত বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়িয়ে অনেক কষ্ট করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমাদের কোনো সমাজ ছিলো না। একটু মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্য কত কান্না করেছি, কিন্তু কেউ দয়া দেখেনি। আপনি আমাদের ঘর দিয়েছেন। আমরা সেই ঘরের পাশে শাক সবজি করে রান্না করব। আপনাকে দাওয়াত দিলাম, একদিন আপনি আমাদের এখানে আসবেন।'

বুধবার সকালে এলাকায় ভার্চুয়ালি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এসব কথা বলেন বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্যাহপুর ইউনিয়নের কাজিরতালা গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা জাহেরা বেগম।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'যদি সময় পাই, সুযোগ পাই তাহলে অবশ্যই চেষ্টা করব।'

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে জাহেরা বেগম আরও বলেন, 'আমার স্বামী প্রতিবন্ধী। তিনদিন তিনটা ছেলে, একটা মেয়ে নিয়ে পথে পড়ে থাকতাম। সন্তানদের বাবার কোনো জমি রোজগার ছিল না। অন্যের বাড়ি মানুষের বাড়ি ছিলাম, মা মানুষের বাড়ি ছিলেন। পুকুরের পানি ব্যবহার করতাম এবং পুকুরের পানি খেতাম। অনেক কষ্টে ছিলাম, কিন্তু এখন খুব সুন্দর একটা ঘর পেয়েছি। খাওয়ার জন্য ভালো পানি পেয়েছি। আমরা আপনার মতো প্রধানমন্ত্রী বারবার চাই।'

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে আরেক উপকারভোগী আবদুর রহিম বলেন, 'আমি স্ত্রী ও চার মেয়ে নিয়ে একটা রিকশা চালিয়ে পথে পড়ে থাকতাম। রাতে বৃষ্টি হলে বাটি দিয়ে পানি সরিয়ে থাকতে হতো। এ মেয়ে আমাকে বলতো বাবা আমাদের কি কখনও ঘর হবে না? আমি বলতাম আল্লাহ দিলে কোনো দিন হবে। আমি ভ্যান চালিয়ে সংসার চালাতাম, কিন্তু কোনোদিন একটা ঘর করতে পারিনি। আপনার সহায় একটা ঘর পেয়েছি। এখন আর কষ্ট করতে হবে না। আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুক। আপনার জন্য দোয়া করি।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নোয়াখালী-৩ আসনের সংসদ সদস্য মামুনুর রশীদ কিরণ, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল ওয়াদুদ পিন্টু, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ এইচ এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার তোফায়েল ইসলাম, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি নুর আলম মিনা, নোয়াখালীর পুলিশ সুপার শহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যশোর সদর উপজেলায় প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাওয়া দৃষ্টিহীন কাজী ইশারাতুল্লাহ ও তার স্ত্রী ময়না খাতুন

'মরার আগে ভিটেমাটি পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি'

■ স্টাফ রিপোর্টার, যশোর

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশের সঙ্গে যশোরের সদর উপজেলার ১৮৮ জনকে দুই শতাংশ জায়গাসহ ঘর উপহার হিসেবে হস্তান্তর করেছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলার ৫৮ জনকে ঘর ও জমি দেওয়ার মধ্য দিয়ে এ উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়।

বুধবার সকালে সদর উপজেলায় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপহারের জমিসহ ঘর নিতে আসেন দৃষ্টিহীন কাজী ইশারাতুল্লাহ ও তার স্ত্রী ময়না খাতুন।

কাজী ইশারাতুল্লাহ বলেন, 'আমাদের অন্ধকার ঘরে প্রধানমন্ত্রী আলো জ্বেলেছেন। ৪০ বছর আগে অ্যাক্সিডেন্টে দুই চোখ হারিয়েছি। আমি কাজকর্মে অক্ষম। আমার স্ত্রী হাটে-বাজারে ঝাড়ু দিয়ে আয় রোজগার করে। তাই দিয়ে আমাদের সংসার চলে। দুই ছেলেমেয়ে তার মধ্যে মেয়েটা প্রতিবন্ধী। আমাদের কোনোকালে মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলাম'।

ময়না খাতুন বলেন, 'আমরা কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি যে আমাদের নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে। মরার আগে নিজেদের ভিটেমাটি পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

যশোর সদর উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের রিকশাচালক হেমায়েত আলী বলেন, 'আমার বাপ-দাদাদের কোনোকালেই জায়গা-জমি ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকেই পরের বাড়ি ভাড়া থেকেছি। প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে অনেক খুশি।' জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিগত দিনে উপজেলায় অসহায় ভূমি ও গৃহহীনদের ঘরবাড়ি দিতে বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার প্রধান। এজন্য যেখানেই সরকারের খাস জমি আছে, সেখানেই উদ্ধারের পর বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। যেসব জায়গায় খাস জমি নেই, সেখানে কেনা হয়েছে জমি। শুধু তাই না, প্রভাবশালীদের অবৈধ দখলে থাকা খাসজমি উদ্ধার করে আশ্রয়ণের ঘর নির্মাণ হয়েছে। এই পর্যন্ত জেলায় ঘর ও ভূমি পেয়েছে দুই হাজার ৭৪ জন। বুধবার ৯ আগস্ট চতুর্থ পর্যায়ে (২য় ধাপ) জমিসহ ঘর পাচ্ছে আরও ১৮৮ পরিবার। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৫৮, অভয়নগর ৯, ঝিকরগাছা ৪৫, চৌগাছা ৪০ ও শার্শা ৩৬ জনকে। এর মধ্যে ৫৮টি ঘর দেওয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে আনুষ্ঠানিকভাবে সদর উপজেলাকে শতভাগ ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণা করেন। বাকি ১৩০টি ঘর চার উপজেলার ভূমিহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া জেলায় নির্মাণ কাজ চলছে ১৫টি। নতুন করে বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৭৫টি।

সদর উপজেলা হলরুমে ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনুপ দাস, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তফা ফরিদ আহমেদ চৌধুরী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন বিপুল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোসাম্মৎ আরা মিলি প্রমুখ।

আলোকিত বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১২ জেলাকে ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা এবং ২২ হাজার ১০১ পরিবারকে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধনকালে বক্তব্য দেন ■ পিআইডি

আওয়ামী লীগের প্রতি আস্থা রাখতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তার দল দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরো বলেন, নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকার ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই, আমি বলতে চাই- আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গতকাল আরো ১২টি জেলা ও

ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে ঘর বিতরণ

অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তার দল সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে সেজন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে।

১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেয়ার সময় এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, জনগণ তার দল আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় তার সরকারের অধীনে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তার দল ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে সব মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে। তিনি আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক

তিনি বলেন, সেই কায়েমী গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনো ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে- যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল।

শেখ হাসিনা দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন 'আমাদের একটি বিরোধীদল আছে যারা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে।'

শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ-আস্থা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

আওয়ামী লীগের প্রতি আস্থা

● ১ম পৃষ্ঠার পর

এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে।' প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ৬৫টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে একটি আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিত করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় রাউন্ডের চতুর্থ ধাপে ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করার ফলে সারা দেশে ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলো।

শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, 'আমি আজ ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করছি এবং যারা জমিসহ বাড়ি পেয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এসব বাড়ি আপনাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে'। শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাদের জন্য তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন সেসব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখে তার আত্মা শান্তি পাবে। যারা বাড়ি পেয়েছেন তাদের বাড়ির ভেতরে এবং আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে এবং বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেশিরভাগ সুবিধাভোগীসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সুবিধাভোগীরা খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আওতাধীন বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন ঢাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। এ সময় শেখ হাসিনা ঘরের সুবিধাভোগী স্বামীর অমানবিক নির্যাতনে অন্ধ মহিলা লিপি বেগমের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। প্রধানমন্ত্রী পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার দৃষ্টিশক্তিহীন মহিলার চিকিৎসার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান চলাকালে, ঘর পাওয়া, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক ও সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

ঘর পেল আরো ২২ হাজার গৃহহীন পরিবার

১২৩ উপজেলা গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলো আরো ১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলা

গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলো

● শেষ পৃষ্ঠার পর

ডোমার ও জলঢাকা: নওগাঁর আত্রাই, বদলগাছী, মান্দা, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার ও সদর: সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, শাহজাদপুর ও কামারখন্দা: বগুড়ার গাবতলী, আদমদীঘি ও সদর: নাটোরের সিংড়া, নলডাঙ্গা ও সদর: পাবনার চাটমোহর, বেড়া, ফরিদপুর, ভাঙ্গুড়া ও সুজানগর: ঝিনাইদহে ঝিনাইদহ সদর: সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ ও সাতক্ষীরা সদর: যশোরে যশোর সদর: কুষ্টিয়ার খোকসা: খুলনার দিঘলিয়া: নড়াইলের কালিয়া: পিরোজপুরে পিরোজপুর সদর: ঝালকাঠির ঝালকাঠি সদর: পটুয়াখালীর কলাপাড়া ও গলাচিপা: বরগুনার পাথরঘাটা, বেতাগী, তালতলী: সিলেটের বিয়ানীবাজার, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জকিগঞ্জ, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর, কুলাউড়া, বড়লেখা ও জুড়ী, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল, লাখাই, হবিগঞ্জ সদর ও মাধবপুর ও শাল্লা এবং সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা।

খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আওতাধীন বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান চলাকালে, ঘর পাওয়া, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক ও সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী আরো ৯টি জেলা– মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) আশ্রয়ণ প্রকল্পটি এখন পর্যন্ত ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে তাদের মালিকানায় দুই ডিসিমাল জমিসহ আধাপাকা বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে। এসব বাড়িতে বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিনামূল্যে সংযোগ দেয়া হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পের কারণে চরম দরিদ্র ও ভাসমান মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়িঘর ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান উন্নতি ও দারিদ্র্য দূর করা।

বাংলাদেশ বুলেটিন

মানিকগঞ্জকে ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী

আমিনুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে ২২৭টি ঘর উপহার দিয়ে জেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার (৯ আগস্ট) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঘরের দলিল ও চাবি হস্তান্তর মাধ্যমে এই ঘোষণা করা হয়।

জেলা প্রশাসক রেহেনা আক্তার জানান, মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে মানিকগঞ্জের ৭টি উপজেলার ১ হাজার ৪'শ ৫৫ জন অসহায় পরিবারের মাঝে এই ঘর হস্তান্তর করা হলো।

আজ সদর উপজেলায় ১১৯টি, শিবালয় উপজেলায় ১৯টি ও হরিরামপুর উপজেলায় ৮৯টি ঘর হস্তান্তর করা হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ৭টি উপজেলায় ১২২৮টি ঘর নির্মাণ করে অসহায় ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয়।

তিনি বলেন, সুবিধাভোগী পরিবারের মাঝে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হবে।

দৈনিক
কালবেলা

উন্নত সুন্দর জীবনের জন্য আস্থা রাখুন আওয়ামী লীগে

ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বুধবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ভূমি ও গৃহহীনদের মধ্যে বিনামূল্যের ঘর হস্তান্তর করেন

কালবেলা প্রতিবেদক

দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকার ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই আওয়ামী লীগের ওপর সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে। গতকাল বুধবার গণভবন থেকে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে আরও ১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলার গৃহহীন-ভূমিহীনদের বিনামূল্যে ঘর হস্তান্তরের সময় তিনি এ কথা বলেন।

জনগণ বারবার ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনায় দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

উন্নত সুন্দর

⏭ শেষ পৃষ্ঠার পর

দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি; বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। সেই কায়েমি গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনো ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে, যা তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল। দেশবাসীকে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। সরকারপ্রধান বলেন, কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে সেজন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি।

দেশের মানুষকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত করতে সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

গৃহহীন যাদের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখে তার আত্মা শান্তি পাবে।

১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলা গৃহহীন, ভূমিহীনমুক্ত : দারিদ্র্য বিমোচনে প্রধানমন্ত্রীর নকশা ও বাস্তবায়নে তার স্বপ্নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তরের মাধ্যমে ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলো। জেলাগুলো হলো মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি। চতুর্থ ধাপে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় দফায় ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে উপকারভোগী পরিবার দুই লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি।

লিলির চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন প্রধানমন্ত্রী : পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ প্রকল্পের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী লিলি বেগমের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। চাকলা ইউনিয়নের চাকলা আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর হস্তান্তরকালে লিলি বেগম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান। তিনি বলেন, রোগে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ আমার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তখন আমার স্বামী সন্তানসহ আমাকে রেখে অন্যত্র চলে যায়। পরে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিই। বাবা জায়গা-জমি বিক্রি করেও চোখের চিকিৎসা শেষ করতে পারেননি। সব শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। লিলি বেগমের চোখের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেন তিনি।

বৃহস্পতিবার

প্রতিদিনের
বাংলাদেশ

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখুন

সরকার

প্রবা প্রতিবেদক

দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই, আমি বলতে চাই, আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।

গতকাল বুধবার সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলায় বিনামূল্যের ঘর বিতরণের অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে দেশের ১২৩টি উপজেলাকে সম্পূর্ণ ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে ১২টি জেলার সব উপজেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হলো।

অনুষ্ঠানে সুবিধাভোগীসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী। স্বামীর অমানবিক নির্যাতনে বিলি বেগম নামের এক নারীর অন্ধ হওয়ার ঘটনা শুনে, তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণ আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগ

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখুন

সকালের সময়

২২ হাজার পরিবারে ‘ঈদ’

তিনি বলেন, যারা বাড়ি পেয়েছেন তাদের বাড়ির ভিতরে এবং আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে এবং বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে।

বাংলাদেশে কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী তার উদার পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সরকারি খরচে নির্মিত বাড়িগুলো বিতরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তার দল দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই, আমি বলতে চাই- আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।

জনগণ আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় তার সরকারের অধীনে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তার দল ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে সমস্ত মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক

❑ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

২২ হাজার পরিবারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তার দল সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে পারবে না সেজন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। সেই কায়েমী গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনও ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দী করার চেষ্টা করছে-যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল।

শেখ হাসিনা দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের একটি বিরোধী দল আছে যারা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে গৃহহীণ ও ভূমিহীন মুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে।

নতুন ১২টি ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা হলো- মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি। যে ১২৩টি ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত উপজেলা হল- শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট; কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর, নিকলী, হোসেনপুর, বাজিতপুর, মিঠামইন ও করিমগঞ্জ; টাঙ্গাইলের ঘাটাইল, নাগরপুর, মির্জাপুর, কালিহাতী ও বাসাইল; মানিকগঞ্জের শিবালয়, হরিরামপুর ও সদর; মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও টঙ্গীবাড়ী; রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ; নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার ও সদর; ফরিদপুরের বোয়ালমারী, চরভদ্রাসন, ভাঙ্গা ও সদর; ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, গফরগাঁও, মুক্তাগাছা ও সদর; শেরপুরের শ্রীবরদী ও সদর; জামালপুরের ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী; কক্সবাজারের পেকুয়া, উখিয়া ও টেকনাফ; চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও আনোয়ারা; চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ ও কচুয়া; নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ী, চাটখিল, সেনবাগ ও সদর; কুমিল্লার নাঙ্গলকোট, বরুড়া, হোমনা, তিতাস, মেঘনা ও বুড়িচং; ফেনীর দাগনভূঁইয়া, গাইবান্ধার পলাশবাড়ী; রংপুরের বদরগঞ্জ; দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ি, বিরামপুর, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট ও সদর।

অন্য উপজেলাগুলো হলো- ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল ও সদর; নীলফামারীর ডোমার ও জলঢাকা; নওগাঁর আত্রাই, বদলগাছী, মান্দা, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার ও সদর; সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, শাহজাদপুর ও কামারখন্দা; বগুড়ার গাবতলী, আদমদীঘি ও সদর; নাটোরের সিংড়া, নলডাঙ্গা ও সদর; পাবনার চাটমোহর, বেড়া, ফরিদপুর, ভাঙ্গুড়া ও সুজানগর; ঝিনাইদহ

সদর; সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ ও সদর; যশোর সদর; কুষ্টিয়ার খোকসা; খুলনার দিঘলিয়া; নড়াইলের কালিয়া; পিরোজপুর সদর; ঝালকাঠি সদর; পটুয়াখালীর কলাপাড়া ও গলাচিপা; বরগুনার পাথরঘাটা, বেতাগী, তালতলী; সিলেটের বিয়ানীবাজার, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জকিগঞ্জ, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর, কুলাউড়া, বড়লেখা ও জুড়ী, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল, লাখাই, হবিগঞ্জ সদর ও মাধবপুর ও শাল্লা এবং সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা।

খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আওতাধীন বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার আওতাধীন চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান চলাকালে, ঘর পাওয়া, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক ও সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এরআগে প্রধানমন্ত্রী আরও নয়টি জেলা- মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) আশ্রয়ণ প্রকল্পটি এখন পর্যন্ত পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে তাদের মালিকানায় দুই ডিসিমাল জমিসহ আধা-পাকা বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে। এসব বাড়িতে বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিনামূল্যে সংযোগ দেয়া হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পের কারণে চরম দরিদ্র ও ভাসমান মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়িঘর ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশয়ণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান উন্নতি ও দারিদ্র্য দূর করা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার ২২ হাজার ১০১টি পরিবারকে ঘর উপহার দেন

Dhaka Tribune

Sitting in front of a set based on the Ashrayan homes, Prime Minister Sheikh Hasina addresses the house distribution program through video conferencing from Ganabhaban yesterday PID

PM Hasina declares 12 districts homeless-free, slams BNP-Jamaat for harassing people

Shamima Rita from Pallabi

Prime Minister Sheikh Hasina has declared 12 districts as homeless and landless-free after handing over 22,101 homes to families under the Ashrayan-2 project.

She inaugurated the distribution of the semi-pucca houses to the homeless and landless families through videoconferencing from her official residence, Ganabhaban, yesterday morning.

The twelve districts that are newly homeless-free are Manikganj, Kushtia, Pabna, Natore, Naogaon, Thakurgaon, Dinajpur, Sherpur, Mymensingh, Rajbari, Jhalokathi and Pirojpur.

The event commenced with the screening of a documentary showcasing the evolving lifestyles of the Ashrayan home recipients.

Subsequently, the prime minister interacted with beneficiaries of various projects, including the Bunnat Sonar Bangla Shelter Project in Terkhada upazila of Khulna, the Amanullapur Ashrayan-2 Project in Begumganj upazila of Noakhali, and the Chakla Shelter 2 Project in Bara upazila of Pabna.

Speaking on the occasion, PM Hasina severely criticized the BNP and Jamaat, saying they were holding the people hostage.

"Terrorists of the BNP and Jamaat understand nothing except bomb attacks, grenade attacks and shooting. They killed people by burning them and unleashing

» PAGE 4 COLUMN 1

PM Hasina declares 12 districts homeless-free

« PAGE 1 COLUMN 3

arson violence.... They still are trying to harass people in different ways by holding them hostage," she said, referring to the violence before and during the 2014 general election.

On the other hand, she said her government has been working relentlessly for the people.

"We know we've an opposition party here. They do misdeeds such as killing people, resorting to arson violence, setting fire to buses and trains, attacking police and killing the general people," she said.

Recipients of the homes were all elated, and the project area had a festive atmosphere.

Priya, a student of class 9 who now lives in house 17 of the project area, said: "When you see the house, you feel peaceful. Earlier, I used to live in an unhealthy environment in the slums. My schoolmates jokingly called me a refugee or slum child.

"Most of my schoolmates didn't want to mix with us. I couldn't even bring my friends home because of shame. But after getting this kitchen, we are very happy. We can live in a good home and environment. Thank you, prime minister," she added.

Zaheda Begum, another recipient, said: "My husband is hearing impaired. He didn't get the chance to do any work. I myself don't know how to work. I do not know how long I have been reaching out to others for two meals. It was not right. A good house and land is more than a dream for us. We can never repay our debt to the prime minister."

Mohammad Ekramul Karim Chowdhury Kiran, member of parliament from Noakhali-4, said: "Prime Minister Sheikh Hasina has arranged houses for the underprivileged. I am very happy that so many people in my area got this housing facility. For those who have not yet come under this facility, the Prime Minister expects to arrange housing facilities in the near future." •

The Daily Star

12 districts, 123 upazilas free of homeless people: PM

UNB, *Dhaka*

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday declared another 12 districts and 123 upazilas free of homeless and landless people as 22,101 more families were provided with homes under the Ashrayan-2 project.

She made the announcement and opened the distribution of the houses to the homeless and landless families through a videoconference from the Gono Bhaban.

With the 12 districts and 123 upazilas, a total of 21 districts and 334 upazilas throughout the country have so far become homeless and landless family free.

The premier was connected virtually with the beneficiaries and people of three places while distributing the houses.

The places are Barasat Sonar Bangla Palli Ashrayan Project site in Terokhada upazila under Khulna, Chakla Ashrayan-2 project site in Bera upazila under Pabna, and Amanullahpur Ashrayan project site in Begumganj upazila under Noakhali district.

The 12 districts are Manikganj, Rajbari, Mymensingh, Sherpur, Dinajpur, Naogaon, Natore, Pabna, Kushtia, Pirojpur and Jhalakathi. Earlier, nine more districts earned similar distinction.

THE BUSINESS STANDARD

Prime Minister Sheikh Hasina becomes emotional after listening to reactions of an Ashrayan-2 project beneficiary at the inaugural session for virtual handover of houses-with-adjoining land to over 22,100 homeless people on Wednesday. PHOTO: PID

PM declares 12 districts, 123 upazilas free of homeless people

DEVELOPMENT · BANGLADESH

AGENCIES

Sheikh Hasina urges all to continue keeping faith and confidence in Awami League in future

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday declared another 12 districts

by casting votes for the boat. Today, the landless and homeless people got houses due to votes for the boat. So, everyone should keep faith and confidence in the Awami League," she said.

With the latest distribution under the Ashrayan-2 project, 21 districts and 334 upazilas across the country have now become free from homeless and landless people, reports UNB.

The premier was connected virtually with the beneficiaries and local people of three places while distributing the houses on the sixth occasion since Mujib Year.

The three places are Barasat Sochar, Sreebardi, Sarishabari, Pekua, Ukhia, Teknaf, Hathazari, Anwara.

Sheikh Hasina also took charge of the treatment of a house beneficiary blind woman named Lily Begum of Bera upazila village in Pabna, who was abandoned by her husband due to her blindness, reports BSS.

The premier ordered the authorities concerned to take proper measures for Lily's treatment.

The soul of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman will be happy from heaven, seeing her government's efforts to change the fate of the people for

and 123 upazilas free of homeless and landless people as 22,101 more families were provided with abodes under the Ashrayan-2 project. Some 105,000 people are being rehabilitated in the houses.

She made the announcement and opened the distribution of the semi-pucca houses to the homeless and landless families through a videoconference from Ganabhaban.

PM Hasina also urged all to continue keeping faith and confidence in the Awami League in future, saying her party is only committed to providing the country's people with an improved and beautiful life, reports BSS.

"The people got independence ... nur Bangla Palli Ashrayan Project site in Terokhada upazila of Khulna, Chakla Ashrayan-2 in Bera upazila of Pabna, and Amanullahpur Ashrayan in Begumganj upazila of Noakhali.

The 12 districts that earned the distinction of becoming free of landless and homeless families are Manikganj, Rajbari, Mymensingh, Sherpur, Dinajpur, Naogaon, Natore, Pabna, Kushtia, Pirojpur and Jhalakathi.

The upazilas free from homeless people include Kulaura, Nikli, Ghatail, Mirzapur, Kalihati, Basail, Sreenagar, Tongibari, Munshiganj, Gazaria, Sonargaon, Rupganj, Araihazar, Boalmari, Charbhadrasan, Bhanga, Gafargaon, Muktagacha ... which he had sacrificed his entire life, Sheikh Hasina said.

She said the country has been progressing socio-economically under her government as the people voted her party Awami League to power time and again, reports BSS.

The premier said the Awami League government has been able to achieve the status of a developing nation and reduce the poverty rate to 18% from 41% as her party has been in power since 2009 confronting all the man-made and natural hurdles.

She also said the BNP-Jamaat clique did nothing for the welfare of the people rather they made their own fortunes through unbridled corruption.

TRUE AND IMPARTIAL
daily sun

Keep faith in AL: PM

She declares 12 more dists, 123 upazilas free of homeless people

Prime Minister Sheikh Hasina on Wednesday urged all to continue keeping faith and confidence in Awami League (AL) in future, saying her party is only committed to providing the countrymen with an improved and beautiful life, reports BSS.

"The countrymen got independence casting votes for boat. Today, the landless and homeless people got houses due to votes for boat. -- So I want to say everyone should keep faith and confidence in Awami League," she said.

The prime minister said this while virtually announcing 12 more districts and 123 upazilas homeless and landless-free nomically under her government as the people voted her party Awami League to power time and again.

The premier said the AL government has been able to achieve the status of a developing nation and reduce the poverty rate to 18 percent from 41 as her party is in power since 2009 confronting all the man-made and natural hurdles.

She continued that the voting rights and democratic rights of the people had been snatched away after assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on August 15, 1975 and her party had again returned the rights to the people through struggle.

distributing houses with lands to 22,101 more families under her dream Ashrayan project, designed and being implemented by her to alleviate poverty.

Joining the programme from her official Ganabhaban residence, she said the country has been progressing socio-eco-

The prime minister said Ershad and Khaleda Zia brought the killers of Bangabandhu to the parliament through vote rigging following the footprint of military dictator Zia who enacted indemnity ordinance to stop trial of the killers and gave them posting abroad Page 11 Col 2

Keep faith in AL

From Page 1

"We have prepared a digital voter list as none can steal vote again," she said.

She also said the BNP-Jamaat clique did nothing for the welfare of the people rather they made their own fortunes through unbridled corruption.

That vested quarter (BNP-Jamaat) has still been trying to make the people captive for personal gain through arson terrorism, which they unleashed from 2013-14 aimed at halting the national election of that time, she added.

"We have an opposition party which is only engaged in killing general people, doing arson terrorism to gain their personal interest," she said, urging the countrymen to remain cautious about them.

The prime minister called the affluent people of the society to join hands with the government's efforts to make Bangladesh free from homeless and landless people.

"Our only target is to make sure none will remain homeless and landless in Bangladesh and many rich people can come forward to pursue the efforts so that none can be neglected in the society," she said.

The premier at that time referred to rehabilitating 65 homeless and landless hawkers at a private initiative in a housing scheme at Barura Upazila in Cumilla.

She said with 12 more districts and 123 upazilas, now 21 districts and 334 upazilas across the country have become homeless and landless free under the Ashrayan-2 project's second round in fourth phase.

She continued: "I am today declaring 12 districts and 123 upazilas homeless and landless free and extending good wishes to those who got the houses with lands. The houses will help increase their dignity in the society."

The soul of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman will be happy from the heaven seeing her government efforts to change the fate of the people for which he had sacrificed his entire life, she said.

The prime minister called upon the beneficiaries of the houses to make sure cleanliness in and around of the houses and be economical in using electricity and water.

She said they have also rehabilitated transgenders', gypsies' (bedes), small-ethnic groups, patients of leprosy, slum dwellers, cleaners and insolvent freedom fighters with ensuring livelihoods aimed at giving them an improved life.

"We're in such a way managing life and livelihoods for the people of every section. Our target is to ensure a beautiful life for every person," she said.

During the programme, Sheikh Hasina exchanged views with the cross-section of the people that mostly include beneficiaries apart from local public representatives, and government officials.

The beneficiaries, connected to the programme virtually from Barasat Sonar Bangla Palli Ashrayan project under Terokhada upazila in Khulna district, Chakla Ashrayan-2 project under Bera upazila in Pabna and Amanullahpur Ashrayan project under Begumganj in Noakhali, prayed for long life and good health of the prime minister.

At that time, Sheikh Hasina took charge of the treatment of a house beneficiary blind woman Lily Begum, who was deserted by her husband due to her blindness.

The premier ordered authorities concerned to take proper measures for treatment of the visually impaired woman of a Bera upazila village in Pabna district.

Prime Minister's Principal Secretary M Tofazzel Hossain Miah moderated the function.

A video documentary on the Ashrayan Project was screened on the occasion.

The 12 new landless and homeless free districts are: Manikganj, Rajbari, Mymensingh, Sherpur, Dinajpur, Thakurgaon, Naogaon, Natore, Pabna, Kushtia, Pirojpur and Jhalakathi.

The total number of beneficiary families now stands at 2,38,851 under the Ashrayan-2 Project.

the daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com
THURSDAY

Prime Minister Sheikh Hasina virtually declared 12 more districts and 123 upazilas homeless and landless free as she distributed 22,101 more houses among beneficiaries at a ceremony from her official residence Ganabhaban on Wednesday. PHOTO: PID

12 more dists, 123 upazilas homeless, landless free

PM urges countrymen to keep faith in AL

Prime Minister Sheikh Hasina on Wednesday urged all to continue keeping faith and confidence in Awami League (AL) in future, saying her party is only committed to providing the countrymen with an improved and beautiful life.

"The countrymen got independence casting votes for boat. Today, the landless and homeless people got houses due to votes for boat. ---So I want to say everyone should keep faith and confidence in Awami League," she said.

The prime minister said this while virtually announcing 12 more districts and 123 upazilas homeless and landless free distributing houses with lands to 22,101 more families under her dream Ashrayan project, designed and being implemented by her to alleviate poverty.

Joining the programme from her official Ganabhaban residence, she said the country has been progressing socio-economically under her government as the people voted her party Awami League to power time and again.

The premier said the AL government has been able to achieve the status of a developing nation and reduce the poverty rate to 18 percent from 41 as her party is in power since 2009 confronting all the men-made and natural hurdles.

She continued that the voting rights and democratic rights of the people had been snatched away SEE PAGE 2 COL 5

12 more dists, 123 upazilas

FROM PAGE 1

after assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on August 15, 1975 and her party had again returned the rights to the people through struggle.

The prime minister said Ershad and Khaleda Zia brought the killers of Bangabandhu to the parliament through vote rigging following the footprint of military dictator Zia who enacted indemnity ordinance to stop trial of the killers and gave them posting abroad.

"We have prepared a digital voter list as none can steal vote again," she said.

She also said the BNP-Jamaat clique did nothing for the welfare of the people rather they made their own fortunes through unbridled corruption.

That vested quarter (BNP-Jamaat) has still been trying to make the people captive for personal gain through arson terrorism, which they unleashed from 2013-14 aimed at halting the national election of that time, she added.

"We have an opposition party which is only engaged in killing general people, doing arson terrorism to gain their personal interest," she said, urging the countrymen to remain cautious about them.

The prime minister called the affluent people of the society to join hands with the government's efforts to make Bangladesh free from homeless and landless people.

"Our only target is to make sure none will remain homeless and landless in Bangladesh and many rich people can come forward to pursue the efforts so that none can be neglected in the society," she said.

The premier at that time referred to rehabilitating 65 homeless and landless hawkers at a private initiative in a housing scheme at Barura Upazila in Cumilla.

She said with 12 more districts and 123 upazilas, now 21 districts and 334 upazilas across the country have become homeless and landless free under the Ashrayan-2 project's second round in fourth phase.

She continued: "I am today declaring 12 districts and 123 upazilas homeless and landless free and extending good wishes to those who got the houses with lands. The houses will help increase their dignity in the society."

The soul of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman will be happy from the heaven seeing her government efforts to change the fate of the people for which he had sacrificed his entire life, she said.

The prime minister called upon the beneficiaries of the houses to make sure cleanliness in and around of the houses and be economical in using electricity and water.

She said they have also rehabilitated transgenders', gypsies' (bedes), small-ethnic groups, patients of leprosy, slum dwellers, cleaners and insolvent freedom fighters with ensuring livelihoods aimed at giving them an improved life.

"We're in such a way managing life and livelihoods for the people of every section. Our target is to ensure a beautiful life for every person," she said.

During the programme, Sheikh Hasina exchanged views with the cross-section of the people that mostly include beneficiaries apart from local public repre-

sentatives, and government officials.

The beneficiaries, connected to the programme virtually from Barasat Sonar Bangla Palli Ashrayan project under Terokhada upazila in Khulna district, Chakla Ashrayan-2 project under Bera upazila in Pabna and Amanullahpur Ashrayan project under Begumganj in Noakhali, prayed for long life and good health of the prime minister.

At that time, Sheikh Hasina took charge of the treatment of a house beneficiary blind woman Lily Begum, who was deserted by her husband due to her blindness.

The premier ordered authorities concerned to take proper measures for treatment of the visually impaired woman of a Bera upazila village in Pabna district.

Prime Minister's Principal Secretary M Tofazzel Hossain Miah moderated the function.

A video documentary on the Ashrayan Project was screened on the occasion.

The 12 new landless and homeless free districts are: Manikganj, Rajbari, Mymensingh, Sherpur, Dinajpur, Thakurgaon, Naogaon, Natore, Pabna, Kushtia, Pirojpur and Jhalakathi.

While 123 landless and homeless free upazilas are: Gosairhat in Shariatpur district; Kuliarchar, Nikli, Hossainpur, Bajitpur, Mithamoin and Karimganj in Kishoreganj; Ghatail, Nagarpur, Mirzapur, Kalihati and Basail in Tangail; Shibaloy, Harirampur and Sadar in Manikganj; Sreenagar and Tongibari in Munshiganj; Goalanda in Rajbari; Sonargaon, Rupganj, Araihazar and Sadar in Narayanganj; Boalmari, Charbhadrasan, Bhanga and Sadar in Faridpur; Iswarganj, Haluaghat, Dhobaura, Gafargaon, Muktagacha and Sadar in Mymensingh; Sreebardi and Sadar in Sherpur; Islampur and Sarishabari in Jamalpur; Pekua, Ukhia and Teknaf in Cox's Bazar; Hathazari and Anwara in Chattogram; Matlab Dakkhin and Kachua in Chandpur; Begumganj, Sonaimuri, Chatkhil, Senbug and Sadar in Noakhali; Nangalkot, Barura, Homna, Titas, Meghna and Burichang in Cumilla; Daganbhuiyan in Feni, Palashbari in Gaibandha; Badarganj in Rangpur; Bochaganj, Birganj, Chirirbandar, Parbatipur, Fulbari, Birampur, Hakimpur, Ghoraghat and Sadar in Dinajpur.

The other upazilas are - Pirganj, Ranisankail and Sadar in Thakurgaon; Domar and Jaldhaka in Nilphamari; Atrai, Badalgachi, Manda, Niamatpur, Porsha, Sapahar and Sadar in Naogaon; Tarash, Shahjadpur and Kamarkhanda in Sirajganj; Gabtoli, Adamdighi and Sadar in Bogura; Singra, Naldanga and Sadar in Natore; Chatmohar, Bera, Faridpur, Bhangura and Sujanagar in Pabna; Jhenaidah Sadar in Jhenaidah; Kaliganj and Satkhira Sadar in Satkhira; Jashore Sadar in Jashore; Khoksha in Kushtia; Dighalia in Khulna; Kalia in Narail; Pirojpur Sadar in Pirojpur; Jhalakathi Sadar in Jhalakathi; Kalapara and Galachipa in Patuakhali; Patharghata, Betagi, Taltali in Barguna; Beanibazar, Companiganj, Golapganj, Gowainghat and Zakiganj in Sylhet, Sreemangal, Moulvibazar Sadar, Kulaura, Barlekha and Juri in Moulvibazar, Shayestaganj, Bahubal, Lakhai, Habiganj Sadar and Madhabpur in Habiganj and Shalla and Dharmapasha in Sunamganj. The total number of beneficiary families now stands at 2,38,851 under the Ashrayan-2 Project. —BSS

FE The Financial Express
DHAKA, THURSDAY, AUGUST 10, 2023

No homeless, landless family in 21 dists, 334 upazilas now

BNP-Jamaat still trying to harass the people: PM

Prime Minister Sheikh Hasina declares 12 more districts and 123 upazilas homeless- and landless-free through videoconferencing from her official residence Ganobhaban in Dhaka on Wednesday. — PID

Continued to page 7 Col. 6

No homeless, landless family

Continued from page 8 col. 8

The PM asked the people to keep their trust and confidence in her government.

Since AL has been in power in a row, now the government provides free abodes to the landless people, brought cent percent houses under electricity coverage, developing every sector including roads, schools and colleges, she said.

Hasina said her government has tirelessly been working to change the fate of the people of every class and profession. "Our only goal is to improve the life of the people of Bangladesh," she said.

She expressed her gratitude to the people of this country for keeping their trust and confidence in her.

The PM said her government is providing not only free houses to homeless people but also free electricity connections to the houses, arranging sanitary latrines there, a nice kitchen room, interest-free microcredit for their livelihood.

"We're working so that every person can lead a decent life.... We work to build the fate of the country's people," she said.

Earlier, the premier declared nine districts - Panchagarh, Magura, Madaripur, Gazipur, Narsingdi, Joypurhat, Rajshahi, Chapainawabganj and Chuadanga - as landless and homeless people-free districts on two occasions.

The premier has so far given houses to a total of 8,29,607 families under Ashrayan projects and other programmes. Some 4,148,035 people have been rehabilitated in the houses.

Of them, 2,778,085 people (of 555,617 families) have rehabilitated only under the Ashrayan project, run by the Prime Minister's Office (since 1997 to July 2023).

PM's Principal Secretary M Tofazzel Hossain Miah conducted the function.

NEW AGE

PM urges people to keep faith in AL

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

PRIME minister Sheikh Hasina on Wednesday urged all to continue keeping faith and confidence in Awami League in future, saying her party is only committed to providing the people with an improved and beautiful life.

'The countrymen got independence casting votes for boat. Today, the landless and homeless people got houses due to votes for boat. So I want to say everyone should keep faith and confidence in Awami League,' she said.

The prime minister said this while virtually announcing 12 more districts and 123 upazilas homeless and landless free distributing houses with lands to

Continued on page 2 Col. 1

PM urges people to keep faith in AL

Continued from page 1

32,101 more families under her dream Ashrayan project, designed and being implemented by her to alleviate poverty.

Joining the programme from her official Ganabhaban residence, she said that the country had been progressing socio-economically under her government as the people voted her party Awami League to power time and again.

The prime minister said that the AL government had been able to achieve the status of a developing nation and reduce the poverty rate to 18 per cent from 41 as her party was in power since 2009 confronting all the man-made and natural hurdles.

She continued that the voting rights and democratic rights of the people had been snatched away after assassination of Bangladesh's founding president Sheikh Mujibur Rahman on August 15, 1975 and her party had again returned the rights to the people through struggle.

The prime minister said that Ershad and Khaleda Zia brought the killers of Sheikh Mujibur Rahman to the parliament through vote rigging following the footprint of military dictator Zia who enacted indemnity ordinance to stop trial of the killers and gave them posting abroad.

'We have prepared a digital voter list as none can steal vote again,' she said.

She also said that the BNP-Jamaat clique did nothing for the welfare of the people rather they made their own fortunes through unbridled corruption.

THE ASIAN AGE

THURSDAY [illegible] AUGUST [illegible], DHAKA

PM urges people to keep confidence on Awami League

R R Badhon, *AA*

Prime Minister Sheikh Hasina on Wednesday said the 'terrorists' of Bangladesh Nationalist Party (BNP) and Jamaat-e-Islami are still trying to harass the people in different ways by holding them hostage. At the same time Sheikh Hasina urged the people of Bangladesh to keep confidence on Awami League.

"Terrorists of BNP and Jamaat understand nothing except bomb attack, grenade attack and shooting. They killed people burning them and unleashing arson violence.... They still are trying to harass people in

different ways by holding them hostage," she said referring to the violence before and during the 2014 general election.

The premier said this while declaring another 12 districts and 123 upazilas free of homeless and landless people and opening the distribution of 22,101 houses among the poor under Ashrayan-2 project through a videoconference from her official residence Ganabhaban. Sheikh Hasina said her government has relentlessly been working for the people.

"We know we've an opposition party here. They do misdeeds such as killing people, resorting to arson violence, setting fire to buses and trains, attacking police and killing the general people," she said. The premier was connected virtually with the beneficiaries

▶SEE PAGE 11 COL 1

PM urges people to keep

and local people of three places while distributing the houses to the landless and homeless families on the sixth occasion since Mujib Year. The three places are Barasat Sonar Bangla Palli Ashrayan Project site in Terokhada Upazila under Khulna, Chakla Ashrayan-2 project site in Bera Upazila under Pabna, and Amanullahpur Ashrayan project site in Begumganj Upazila under Noakhali district.

The keys of 22,101 houses and the ownership documents of a two-decimal of house lands were handed over to the families in different districts of the country. Some 115,000 people are being rehabilitated in the houses.

With the 12 districts and 123 upazilas, a total of 21 districts and 334 upazilas throughout the country have so far become homeless and landless family-free ones.

The 12 districts that earned the distinction of becoming free of landless and homeless families are Manikganj, Rajbari, Mymensingh, Sherpur, Dinajpur, Thakurgaon, Naogaon, Natore, Pabna, Kushtia, Pirojpur and Jhalakathi.

PM's Principal Secretary M Tofazzel Hossain Miah conducted the function.

Thursday
August 10, 2023
Dhaka, Shrabon 26, 1430 BS
12 Pages: Taka 12

The New Nation
Independent Daily
www.thedailynewnation.com

Prime Minister Sheikh Hasina offers munajat after declaring 12 more districts homeless,landless and free distributing houses with lands among poor through video conference from Ganabhaban on Wednesday. • PID photo

PM urges countrymen to keep faith in AL

BSS

Prime Minister Sheikh Hasina on Wednesday urged all to continue keeping faith and confidence in Awami League (AL) in future, saying her party is only committed to providing the countrymen with an improved and beautiful life.

"The countrymen got independence casting votes for boat. Now, the landless and homeless people got houses due to votes for boat. ---So I want to say everyone should keep faith and confidence in Awami League," she said.

The prime minister said this while virtually announcing 12 more districts and 123 upazilas homeless and landless free distributing houses with lands to 22,101 more families under her dream Ashrayan project, designed and being implemented by her to alleviate poverty.

Joining the programme from her official Ganabhaban residence, she said the country has been progressing socio-economically under her government as the people voted her party Awami League to power time and again.

The premier said the AL government has been able to achieve the status of a developing nation and reduce the poverty rate to 18 percent from 41 as her party is in power since 2009 confronting all the men-made and natural hurdles.

She continued that the voting rights and democratic rights of the people had been snatched away after assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on August 15, 1975 and her party had again returned the rights to the people through struggle.

The prime minister said Ershad and Khaleda Zia brought the killers of Bangabandhu to the parliament through vote rigging following the footprint of military dictator Zia who enacted indemnity ordinance to stop trial of the killers and gave them posting abroad.

"We have prepared a digital voter list as none can steal vote again," she said.

She also said the BNP-Jamaat clique did nothing for the welfare of the people rather they made their own fortunes through unbridled corruption.

That vested quarter (BNP-Jamaat) has still been trying to make the people captive for personal gain through arson terrorism, which they unleashed from 2013-14 aimed at halting the national election of that time, she added.

"We have an opposition party which is only engaged in killing general people, doing arson terrorism to gain their personal interest," she said, urging the countrymen to remain cautious about them.

SHAGHATA (Gaibandha): Upazila Assistant Commissioner (Land) Monoronjon Barman distributes house key and documents as Prime Minister Sheikh Hasina announced 12 more districts and 123 upazilas homeless and landless free 22,101 more houses with lands under her dream Ashrayan project. ■ NN photo

BANARIPARA: One hundred sixty three homeless and landless people of Banaripara get permanent residence as Prime Minister Sheikh Hasina gift countrywide free 22,101 more houses. ■ NN photo

Bangladesh Post

Have faith in Awami League

PM urges people

BSS, Dhaka

Prime Minister Sheikh Hasina on Wednesday urged all to continue keeping faith and confidence with Awami League (AL) in future, saying her party is only committed to providing the countrymen with an improved and beautiful life.

"The countrymen got independence casting votes for boat. Today, the landless and homeless people got houses due to votes for boat – so I want to say everyone should keep faith and confidence with Awami League," she said.

The prime minister said this while virtually announcing 12 more districts and 123 upazilas homeless and landless free distributing houses with lands to 23,101 more families under her dream Ashrayan project, designed and being implemented by her to alleviate poverty.

Joining the programme from her official Ganabhaban residence, she said the country has been progressing socio-economically under her government as the people voted her party Awami League to power time and again.

The premier said the AL government has been able to achieve the status of a developing nation and reduce the poverty rate to 18 percent from 41 as her party is in power since 2009 confronting all the manmade and natural hurdles.

She continued that the voting rights and democratic rights of the people had been snatched away after assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on August 15, 1975 and her party had again returned the rights to the people through struggle.

The prime minister said Ershad and Khaleda Zia brought the killers of Bangabandhu to the parliament

SEE PAGE 2 COL 1

Prime Minister Sheikh Hasina on Wednesday virtually announces 12 more districts and 123 upazilas homeless and landless free by distributing houses with lands to 23,101 more families under her dream Ashrayan project, designed and being implemented by her to alleviate poverty. Photo: Focus Bangla

Have faith in Awami League

FROM PAGE 1 COL 3

through vote rigging following the footprint of military dictator Zia who enacted indemnity ordinance to stop trial of the killers and gave them posting abroad.

"We have prepared a digital voter list as none can steal vote again," she said.

She also said the BNP-Jamaat clique did nothing for the welfare of the people rather they made their own fortunes through unbridled corruption.

That vested quarter (BNP-Jamaat) has still been trying to make the people captive for personal gain through arson terrorism, which they unleashed from 2013-14 aimed at halting the national election of that time, she added.

"We have an opposition party which is only engaged in killing general people, doing arson terrorism to gain their personal interest," she said, urging the countrymen to remain cautious about them.

The prime minister called the affluent people of the society to join hands with the government's efforts to make Bangladesh free from homeless and landless people.

"Our only target is to make sure none will remain homeless and landless in Bangladesh and many rich people can come forward to pursue the efforts so that none can be neglected in the society," she said.

The premier at that time referred to

Ashrayan Project is a one-off example in the world

Norwegian academic-analyst Dr Atle Pearson writes

BP Desk

Eminent Norwegian academic and analyst Dr Atle Pearson has said that Ashrayan Project, a brainchild of Prime Minister Sheikh Hasina, is a one-off example in the world as there is no such instance of building permanent houses in government land and giving ownership to homeless and landless people.

Dr. Atle Pearson is a academic and analyst with experience in South Asian affairs research, diplomacy and geopolitics. Nepal's online news portal

SEE PAGE 2 COL 5

rehabilitating 65 homeless and landless hawkers at a private initiative in a housing scheme at Barura Upazila in Cumilla.

She said with 12 more districts and 123 upazilas, now 21 districts and 334 upazilas across the country have become homeless and landless free under the Ashrayan-2 project's second round in fourth phase.

She continued: "I am today declaring 12 districts and 123 upazilas homeless and landless free and extending good wishes to those who got the houses with lands. The houses will help increase their dignity in the society."

The soul of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman will be happy from the heaven seeing her government efforts to change the fate of the people for which he had sacrificed his entire life, she said.

The prime minister called upon the beneficiaries of the houses to make sure cleanliness in and around of the houses and be economical in using electricity and water.

She said they have also rehabilitated transgenders', gypsies' (bedes), small-ethnic groups, patients of leprosy, slum dwellers, cleaners and insolvent freedom fighters with ensuring livelihoods aimed at giving them an improved life.

"We're in such a way managing life and livelihoods for the people of every section. Our target is to ensure a beautiful life for every person," she said.

During the programme, Sheikh Hasina exchanged views with the cross-section of the people that mostly include beneficiaries apart from local public representatives, and government officials.

the function.

A video documentary on the Ashrayan Project was screened on the occasion.

The 12 new landless and homeless free districts are: Manikganj, Rajbari, Mymensingh, Sherpur, Dinajpur, Thakurgaon, Naogaon, Natore, Pabna, Kushtia, Pirojpur and Jhalakathi.

While 123 landless and homeless free upazilas are: Gosairhat in Shariatpur district; Kuliarchar, Nikli, Hossainpur, Bajitpur, Mithamoin and Karimganj in Kishoreganj; Ghatail, Nagarpur, Mirzapur, Kalihati and Basail in Tangail; Shibaloy, Harirampur and Sadar in Manikganj; Sreenagar and Tongibari in Munshiganj; Goalanda in Rajbari; Sonargaon, Rupganj, Araihazar and Sadar in Narayanganj; Boalmari, Charbhadrasan, Bhanga and Sadar in Faridpur; Iswarganj, Haluaghat, Dhobaura, Gafargaon, Muktagacha and Sadar in Mymensingh; Sreebardi and Sadar in Sherpur; Islampur and Sarishabari in Jamalpur; Pekua, Ukhia and Teknaf in Cox's Bazar; Hathazari and Anwara in Chattogram; Matlab Dakkhin and Kachua in Chandpur; Begumganj, Sonaimuri, Chatkhil, Senbug and Sadar in Noakhali; Nangalkot, Barura, Homna, Titas, Meghna and Burichang in Cumilla; Daganbhuiyan in Feni, Palashbari in Gaibandha; Badarganj in Rangpur; Bochaganj, Birganj, Chirirbandar, Parbatipur, Fulbari, Birampur, Hakimpur, Ghoraghat and Sadar in Dinajpur.

The other upazilas are - Pirganj, Ranisankail and Sadar in Thakurgaon; Domar and Jaldhaka in Nilphamari; Atrai, Badalgachi, Manda, Niamatpur, Porsha, Sapahar and Sadar in

The beneficiaries, connected to the programme virtually from Barasat Sonar Bangla Palli Ashrayan project under Terokhada upazila in Khulna district, Chakla Ashrayan-2 project under Bera upazila in Pabna and Amanullahpur Ashrayan project under Begumganj in Noakhali, prayed for long life and good health of the prime minister.

At that time, Sheikh Hasina took charge of the treatment of a house beneficiary blind woman Lily Begum, who was deserted by her husband due to her blindness.

The premier ordered authorities concerned to take proper measures for treatment of the visually impaired woman of a Bera upazila village in Pabna district.

Prime Minister's Principal Secretary M Tofazzel Hossain Miah moderated

Naogaon; Tarash, Shahjadpur and Kamarkhanda in Sirajganj; Gabtoli, Adamdighi and Sadar in Bogura; Singra, Naldanga and Sadar in Natore; Chatmohar, Bera, Faridpur, Bhangura and Sujanagar in Pabna; Jhenaidah Sadar in Jhenaidah; Kaliganj and Satkhira Sadar in Satkhira; Jashore Sadar in Jashore; Khoksha in Kushtia; Dighalia in Khulna; Kalia in Narail; Pirojpur Sadar in Pirojpur; Jhalakathi Sadar in Jhalakathi; Kalapara and Galachipa in Patuakhali; Patharghata, Betagi, Taltali in Barguna; Beanibazar, Companiganj, Golapganj, Gowainghat and Zakiganj in Sylhet, Sreemangal, Moulvibazar Sadar, Kulaura, Barlekha and Juri in Moulvibazar, Shayestaganj, Bahubal, Lakhai, Habiganj Sadar and Madhabpur in Habiganj and Shalla and Dharmapasha in Sunamganj.

Ashrayan Project is a one-off

FROM PAGE 1 COL 2

"Ratopati" carried the article on August 8, 2023 with headline "Bangladesh's Ashrayan Project as a paradigm of inclusive development for the developing world".

Following is the full text of the article:

Bangladesh's Ashrayan Project (Shelter Project for the homeless') is empowering the marginalized people through inclusive development, as this housing project plays a vital role in alleviating poverty to help the country attain at least eight targets of the Sustainable Development Goals (SDGs).

The Ashrayan Project is now being used aptly as Sheikh Hasina Model for Inclusive Development, which has giving ownership of government land in their name to the people who have no address, and build houses with electricity and sanitation facilities at government expense. In this project, homeless and landless families are provided ownership of two-room semi-paved single-family houses with electricity facility in the joint name of husband and wife with 2 percent Khas (government owned land) land settlement. Notably, the project is not only an opportunity for a man and his family to live with dignity, but also a unique example of women's empowerment by ensuring ownership of land to husbands as well as wives. Researchers can find such a unique example that no other will match.

ushered in a new era of growth towards building a Bangladesh free from poverty and hunger.

Through the project, Prime Minister Sheikh Hasina introduced a new dimension of growth and socio-economic development for the homeless populace based on the philosophy - 'No one will be left behind.'

However, 22 thousand 101 more families are going to get new houses as a gift of Prime Minister Sheikh Hasina for landless and homeless people. These houses are being provided in the second phase of the fourth phase of the Prime Minister's Office Asharyan-II project.

Prime Minister Sheikh Hasina will hand over these semi-furnished houses along with two hundred acres of land to the families for free on Wednesday. At the same time, the Prime Minister will declare 123 upazilas of the country as completely landless and homeless free. Out of this, all the upazilas of 12 districts are having this achievement.

In May 2020, Asharyan-2 project under the Prime Minister's Office was taken up to implement the declaration of Prime Minister Sheikh Hasina, 'Not a single person of Bangladesh will be homeless or landless in the Mujib year.' In January 2021, the Prime Minister handed over 63 thousand 999 single houses of the first phase of this project. At the same time, 3 thousand 715 families were rehabilitated in 743 barracks. In June of the same year, the Prime Minister handed over 53 thousand 330 houses of the second phase. The number of houses constructed in the third phase was 65 thousand 674. 39 thousand 365 houses of the fourth phase were handed over in March this year. The remaining houses of this phase will be handed over.

How big and comprehensive this campaign is can be understood in some statistics. Studies have confirmed that 5,55617 families have been given shelter in the shelter project started in 1997, where 2778085 people have been displaced. Apart from shelters, almost similar projects are Veer Nibas, Minority Resettlement, Cluster Villages, Disaster Resilient Houses, Housing Fund Houses. Together with all these projects, 414800people have become house owners along with land ownership. More than 28,000 acres of land has been allotted for homestead alone. The visible result is that 334 upazilas including all upazilas of 21 districts of the country are landless and homeless today.

Realising the sufferings of the homeless marginal and ultra-poor people, Prime Minister Sheikh Hasina, after coming to power in The Ashrayan project- home for the homeless- is seen as a "Sheikh Hasina Model" for inclusive development. So far, around 1 million families received such homes across the country, giving shelter to more than 3.5 million people. 1996, envisioned the Ashrayan project for rehabilitation of the millions.

Without increasing the statistics, the country's 334 landless and homeless free upazila shelters, if we look at similar projects, the red-green colored houses will lead us to a new one. In the meantime, we will see a different kind of trend and aesthetic impression of sustainable engineering thinking according to the landscape. In this house construction style of Asharyan project, we see, in general, two-room semi-furnished single house with toilet, kitchen and a balcony for each family, specially designed houses for riverside

Under this project, 238851 families have been given houses with land in four stages. A total of 1194035 displaced people has been resettled as an average of five members in each family. It is the largest government rehabilitation program in the world in terms of number of beneficiaries and rehabilitation methods.

Asharyan today is a unique project not only in Bangladesh but also in the world. In different countries of the world, there are various initiatives to help the backward people in different ways, but there is no precedent in the world to build a permanent these types of houses by areas, specially designed houses for small ethnic groups in hilly areas, special designed houses for small ethnic groups in other areas. Design tong houses, multi-storied buildings for climate refugees, paved barracks for coastal people, semi-paved barracks for plain areas, barracks for charanchelors (Islands areas), single houses for beggars. This variety of house construction proves that this initiative is not just a cheap initiative, it has been implemented with a very careful thought so that the beneficiary community actually gets the maximum practical benefit in their respective areas.

bdnews24.com

বাংলাদেশ

আরও ২২ হাজার পরিবার পেল নতুন ঘর

এ অনুষ্ঠানেই দেশের ১২৩টি উপজেলাকে 'সম্পূর্ণ ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত' ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

Published : 9 August 2023, 01:01 PM Updated : 9 August 2023, 01:01 PM

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আরও ২২ হাজার ১০১ পরিবার পেল নতুন ঘর।

বুধবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এসব ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে নির্মাণ হওয়া দুই শতক জমিসহ সেমিপাকা ঘরগুলো পরিবারগুলোর কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এ অনুষ্ঠানেই দেশের ১২৩টি উপজেলাকে 'সম্পূর্ণ ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত' ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে ১২টি জেলার সব উপজেলা 'ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত' ঘোষণা করা হল।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে খুলনার তেরখাদা উপজেলার খারাসাত সোনার বাংলা পল্লি, পাবনার বেড়া উপজেলার ঢালদা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন।

তিনি বলেন, "বাবা-মা ভাইবোন সব হারিয়েছি। ৮১ সালে এসে এই দেশের মানুষকেই আপনজন হিসেবে পেয়েছি। তাদের মাঝে হারানো বাবা-মা ভাইবোনকে খুঁজে পেয়েছি। আমার তো আর কিছু পাওয়ার নেই। এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করছি। দরিদ্র্য অসহায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি ও নতুন ঘর করে দিচ্ছি।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তার মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দেওয়ার এই কর্মসূচি শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় ২০২০ সালের মে মাসে।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি একক গৃহ হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে ৭৪৩টি ব্যারাকে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

ওই বছর জুনে দ্বিতীয় পর্যায়ের ৫৩ হাজার ৩৪০টি ঘর হস্তান্তর করেন সরকারপ্রধান। তৃতীয় পর্যায়ে দেওয়া হয় ৬৫ হাজার ৬৭৪টি ঘর।

এ বছরের মার্চে চতুর্থ পর্যায়ে ৩৯ হাজার ৩৬৫টি ঘর হস্তান্তর করা হয়। তাতে চার পর্যায়ে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি পরিবার জমিসহ এই ঘর পায়।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে নোয়াখালী সফরে গিয়ে আশ্রয়হীনদের প্রথম পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম সরকার গঠনের পর ১৯৯৭ সালে আশ্রয়হীনদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে প্রথম উদ্যোগ হিসাবে গ্রহণ করেন 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে শেখ হাসিনা দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বাসস্থানের নিশ্চয়তার ঘোষণা দেন। মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত এই প্রকল্পের আওতায় অবৈধ দখলে থাকা সরকারি খাস জমি উদ্ধার করে গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা খাস জমির পরিমাণ ৬ হাজার ২০০ একর, যার আনুমানিক স্থানীয় বাজার মূল্য ৩ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা।

এ ছাড়া আরও ৩২৩ একর জমি কিনে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে, যার বাজার মূল্য ২১৫ কোটি টাকা।

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা রাখতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৯ আগস্ট ২০২৩, ১৭:১২

বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তার দল দেশবাসীকে একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আরও বলেন, নৌকায় ভোট দিয়ে দেশবাসী স্বাধীনতা পেয়েছিল। নৌকায় ভোটের কারণে আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ ঘর পেয়েছে। তাই আমি বলতে চাই—আওয়ামী লীগের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রধানমন্ত্রী তার স্বপ্নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় আজ (৯ আগস্ট) আরও ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলার গৃহহীন ও

ভূমিহীনদের বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেওয়ার সময় এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, জনগণ তার দল আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনায় তার সরকারের অধীনে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তার দল ২০09 সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে সমস্ত মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে।

তিনি আরও বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তার দল সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ ও খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ভোট কারচুপির মাধ্যমে সংসদে এনেছিলেন। সামরিক একনায়ক জিয়া খুনিদের বিচার ঠেকাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তাদের বিদেশে পোস্টিং দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, কেউ যাতে আবার ভোট চুরি করতে না পারে সেজন্য আমরা একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে।

তিনি বলেন, সেই কায়েমি গোষ্ঠী (বিএনপি-জামায়াত) এখনও ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বন্দি করার চেষ্টা করছে—যেটি তারা ২০১৩-১৪ সালে সেই সময়ের জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিল।

শেখ হাসিনা দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আমাদের একটি বিরোধী দল আছে, যারা শুধু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগ করে।’

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত রাখার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কেউ যেন গৃহহীন ও ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অনেক ধনী লোক সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে, যাতে সমাজের কেউ অবহেলিত না থাকে।'

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাদের জন্যে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেসব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখে তার আত্মা শান্তি পাবে।

সূত্র: বাসস

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

উপহারের ঘরে হরিজনরা

‘শেখ হাসিনা আমাদের জীবনটা বদলে দিয়েছেন’

আরিফুল ইসলাম রিগান, কুড়িগ্রাম

০৯ আগস্ট ২০২৩, ১৩:১১

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন

‘আমরা খুব কষ্টে ছিলাম। বাপ-মা খুব কষ্ট করছেন। ভালো বাড়ি ও জমি ছিল না। সবাই আমাদের কেমন চোখে দেখে। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের এমন উপহার দিলেন, যেন আমাদের নতুন জীবন দিলেন। এতো সুন্দর পাকা ঘরবাড়ি দিয়েছেন। আমরা খুব খুশি। শেখ হাসিনা আমাদের জীবনটা বদলায় দিয়েছেন।’

কথাগুলো বলছিলেন সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত দেশের প্রথম ‘হরিজন পল্লিতে’ ঘর পাওয়া সুনীল লাল বাঁশফোর। পরিচ্ছন্নতাকর্মীর

কাজ করা সুনীল বাঁশফোরের মতো এই সম্প্রদায়ের ৩০টি পরিবার নিয়ে কুড়িগ্রামের চিলমারীর থানাহাট ইউনিয়নে তৈরি করা হয়েছে এই পল্লি। পেশায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করা এই পরিবারগুলোর নামে জমি ও ঘর দিয়ে বুধবার (৯ আগস্ট) তা আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বংশ পরম্পরায় সরকারি খাস জমিতে বসবাস করা হরিজন সম্প্রদায়ের এই পরিবারগুলো নিজেদের নামে জমি ও পাকা ঘর পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন। তাদের অভিব্যক্তির প্রতিটি বাক্যে শুধু সরকার প্রধান ও স্থানীয় প্রশাসনের বন্দনা।

স্থানীয় প্রশাসন বলছে, আশ্রয়ণ প্রকল্পে দেশে এটিই প্রথম সরকারিভাবে গড়ে ওঠা 'হরিজন পল্লি'। চিলমারী উপজেলার থানাহাট ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের ফকিরপাড়া এলাকায় এক কোটি ২৮ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রায় এক একর জমি কিনে এই পল্লি গড়ে তোলা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় এতে ৩০টি হরিজন পরিবারকে নিজেদের নামে জমি দিয়ে ঘর করে দেওয়া হয়েছে। এসব ঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮৫ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।

হরিজন যুবক সুনীল বলেন, 'আমরা যে কষ্ট করছি আমাদের সন্তানদের যেন এই কষ্ট করতে না হয়। আমাদের যেন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। সন্তানরা যেন পড়াশোনার সুযোগ পায়। তারা যেন সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে- এমন সুযোগ আমরা চাই।'

একই দাবি পল্লিতে ঘর পাওয়া গৃহিণী পারুল রানীর। নিজেদের নামে জমি ও ঘর পাওয়ায় তুষ্টি প্রকাশ করে এই নারী বলেন, ‘সরকারি জায়গায় (খাস) ছিলাম, ছোট একটা ঘর। এখানে আসি জায়গা ও ঘর পাইছি। বাচ্চা কাচ্চা নিয়া সুখে শান্তিতে থাকতে পারবো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলা তাদের জন্য যদি একটা স্কুল হইতো তাহলে ভালো হইতো। তারা শিক্ষা অর্জন করতে পারতো, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতো।’

‘আমাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী যেটা করলেন তা কল্পনাও করিনি। আমরা চাই আমাদের জন্য কর্মের ব্যবস্থা করা হোক। প্রধানমন্ত্রী আমাদের দিকে যেভাবে নজর দিয়েছেন আমাদের বাচ্চাকাচ্চার দিকেও যেন সেভাবে দেন। আমরা যেন তাদের হাতে কলম তুলে দিতে পারি- তারা যেন লেখাপড়া করে সমাজে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে। এটাই আমাদের চাওয়া,’ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রত্যাশা জানিয়ে এভাবে বলেন আরেক হরিজন যুবক রানা বাঁশফোর।

সুনীল, পারুল আর রানার মতো ঘর পাওয়া পরিবারগুলোতে এখন আনন্দের জোয়ার বইছে। পাকা ঘর, বিদ্যুৎ, পানি আর চলাচলের প্রশস্ত রাস্তা পেয়ে তারা যেন প্রথমবারের মতো মানবিক জীবন যাপনের পরিবেশ পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রশস্ত আঙিনায় তাদের সন্তানরা মুক্ত বাতাসে খেলাধুলা করার সুযোগও পাচ্ছে। অথচ কয়েক মাস আগে তারা খাস জমিতে ঝুপড়ি ঘরে ছিলেন। বসবাসের অনুপযোগী সেসব ঘরে ছিল না কোনও মানবিক কিংবা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। ছিল না কোনও আলোকিত ভবিষ্যৎ। হরিজন সম্প্রদায়ের এই পরিবারগুলোর মানবিক অধিকারের কথা বিবেচনা করে স্থানীয় প্রশাসন তাদের জন্য এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ বলেন, ‘চিলমারীর ৩০টি হরিজন পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এসব পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার জন্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নারীদের জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণ এবং পুরুষদের জন্য ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। তারা যেন সমাজের মূলধারায় মিলিত হয়ে দেশের অগ্রযাত্রায় অংশ নিতে পারেন সে উদ্যোগ নেওয়া হবে।’

প্রসঙ্গত, বুধবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীন চতুর্থ পর্যায়ে (২য় ধাপ) দেশব্যাপী উপহারের ঘর উদ্বোধন ও হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই ধাপে কুড়িগ্রামের ৯ উপজেলায় ৫০৫টি পরিবার প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার পেয়েছেন। এদের মধ্যে চিলমারীর হরিজন সম্প্রদায়ের ৩০ পরিবার ও রাজারহাটের ১৯ ঢুলি পরিবার রয়েছে।

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

‘আমাদের আঘাত দেওয়ার জন্য খালেদা জিয়া জন্মদিন উদযাপন করতো’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

০৯ আগস্ট ২০২৩, ১১:৫১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মদত দিয়ে গেছে। এমনকি ১৫ আগস্ট খালেদা জিয়ার জন্মদিন না, তারপরও জন্মদিন উপলক্ষে কেক কেটে আনন্দ-উল্লাস করতো। যেদিন আমরা শোকে ছিলাম, যেখানে আমাদের চোখের পানি ঝরে, সেদিন সে উৎসব করতো তার মিথ্যা জন্মদিন বানিয়ে। এটা আমাদের আঘাত দেওয়ার জন্য সে করে।

বুধবার (৯ আগস্ট) সকালে গণভবন থেকে দেশের তিনটি আশ্রয়ণ প্রকল্পে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে চতুর্থ ধাপের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি খুলনার তেরখাদার বারাসাত সোনার বাংলা পল্লি আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ আমানউল্যাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে যুক্ত হয়ে উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা জনগণের জন্য কাজ করি। আমরা জানি আমাদের একটা বিরোধী দল আছে। মানুষ খুন, অগ্নিসংযোগ, বাসে আগুন দেওয়া, রেলে আগুন দেওয়া, পুলিশকে মারা, সাধারণ মানুষকে হত্যা করা—এই ধরনের কাজই করে যায়। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। মার্শাল ল জারি করে দেশ পরিচালনা করা হতো, প্রতি রাতে কারফিউ থাকতো, মানুষের কথা বলার অধিকার ছিল না। সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ সমমনা দলদের নিয়ে আমরাই দিনের পর দিন আন্দোলন করেছি।

খুলনার তেরখাদায়, পাবনার বেড়ায় এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী (ছবি: ফোকাস বাংলা)

তিনি আরও বলেন, মানুষ আজ তার ভোটের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছে। ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করেছি, যাতে কেউ অন্যের ভোট চুরি করতে না পারে। সেই ব্যবস্থা আমাদেরই করা। আওয়ামী লীগই জনগণের ভোটের অধিকার সুরক্ষিত করেছে। বিএনপি-জামায়াত ৩ হাজার ৮০০ মানুষকে আগুনে পুড়িয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৫০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। কাজেই মানুষের জন্য তাদের কোনও চিন্তা নেই। তারা ক্ষমতায় থেকে লুটপাট, দুর্নীতি, এতিমের অর্থ আত্মসাৎ করা, অস্ত্র চোরাকারবারি করে গেছে। এখনও মানুষকে তারা জিম্মি করে

নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। ২০০৯ সালে থেকে ২০২৩ সাল একটা স্থিতিশীল অবস্থা, শত বাধা অতিক্রম করে, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপরদিকে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ—সব মোকাবিলা করে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, একমাত্র নৌকায় ভোট দিয়ে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে। আর নৌকায় ভোট দিয়েছে বলে আজকে ভূমিহীন মানুষ ঘর পেলেন, জীবন-জীবিকার সুযোগ পেলেন। এ দেশের সব ধরনের মানুষকে আমরা সব ধরনের সুযোগ করে দিয়েছি।

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

২২ হাজার ১০১ পরিবারের মধ্যে ঘর হস্তান্তর করলেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

০৯ আগস্ট ২০২৩, ১১:১৮

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় চতুর্থ পর্যায়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন আরও ২২ হাজার ১০১টি পরিবারের মধ্যে ভূমিসহ সেমিপাকা ঘর হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এর মধ্য দিয়ে আরও ১২টি জেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলাে। আর দেশের ২১টি জেলার সব উপজেলাসহ ৩৩৪টি উপজেলার সব ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসিত হয়েছে। এর আগে দুই দফায় আরও ৯টি জেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার (৯ আগস্ট) সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যে এসব ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী।

এ সময় খুলনার তেরখাদার বারাসাত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ আমানউল্যাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প উদ্বোধনে যুক্ত হয়ে উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

খুলনার তেরখাদায়, পাবনার বেড়ায় এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে আশ্রয়ণ প্রকল্প উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী (ছবি: ফোকাস বাংলা)

এদিন পাবনাসহ আরও ১২টি জেলা হচ্ছে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত। জেলাগুলো হলো মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি।

এর আগে দুই দফায় ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত জেলাগুলো হলো মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। ২০০৯ সালে থেকে ২০২৩ সাল একটা স্থিতিশীল অবস্থা শত বাধা অতিক্রম করে, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপরদিকে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ—সবগুলো মোকাবিলা করে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একমাত্র নৌকায় ভোট দিয়ে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে। আর নৌকায় ভোট দিয়েছে বলে আজকে ভূমিহীন মানুষ ঘর পেলেন, জীবন জীবিকার সুযোগ পেলেন। এ দেশের সব ধরনের মানুষকে আমরা সব ধরনের সুযোগ করে দিয়েছি।

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত দেশের ২১ জেলা

সাদ্দিফ অভি, পাবনা থেকে

০৯ আগস্ট ২০২৩, ০৯:০০

পাবনার বেড়ায় চাকলা আশ্রয়ণ-২ ও নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে আমানউল্যাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ছবি: গ্রাফিকস)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য–দেশের একজন মানুষও থাকবে না গৃহহীন-ভূমিহীন। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে সারা দেশে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি পরিবারকে ২ শতাংশ করে খাসজমিতে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ে অবশিষ্ট ২২ হাজার ১০১টি পরিবারকে ঘর দেওয়া হবে আজ।

এতে আরও ১২টি জেলার সব উপজেলাসহ সারা দেশের ১২৩টি উপজেলা গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত হচ্ছে। আর দেশের ২১টি জেলার সব

উপজেলাসহ ৩৩৪টি উপজেলার সব ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসিত হচ্ছে। এর আগে দুই দফায় আরও ৯টি জেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার (৯ আগস্ট) সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দেশের তিনটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

খুলনার তেরখাদার বারাসাত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ আমানউল্যাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প উদ্বোধনে যুক্ত হয়ে উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন পাবনাসহ আরও ১২টি জেলা হচ্ছে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত। জেলাগুলো হলো মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি। আর আগে দুই দফায় ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত জেলাগুলো হলো মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, আশ্রয়ণ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছে। শুধু আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছে ২৮ লাখ মানুষ। আর মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছে ১১ লাখ ৯৪ হাজার ৩৫ জন ছিন্নমূল মানুষ, যাদের জন্য ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার ও সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ মে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার সেন্ট মার্টিন পরিদর্শন করেন এবং ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার দান করা জমিতে পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করা হয়।

ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনকবলিত ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে 'আশ্রয়ণ' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

এ ছাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের ব্যারাক নির্মাণের কাজ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে এবং 'জমি আছে ঘর নেই' প্রকল্পে দুই কক্ষবিশিষ্ট একক ঘর নির্মাণের কাজটি উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের সব উপজেলায় প্রায় ২৫ হাজার স্থানে এসব ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

শুধু গৃহহীন-ভূমিহীন নয়, সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকেও দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর। এর মধ্যে মান্তা সম্প্রদায়, বেদে সম্প্রদায়, হিজড়া সম্প্রদায়, কুষ্ঠ রোগীদের জন্য রংপুরে বান্দাবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্প, তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ নকশার ঘর, দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলায় কয়লা খনির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (রাখাইন) পরিবারের জন্য বিশেষ নকশার টংঘর নির্মাণ, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, হরিজন সম্প্রদায়, বাগদী সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী পরিবার, জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বের মধ্যে একটি অনন্য প্রকল্প। কারণ পৃথিবীর আর কোনও দেশে এত বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ঘর বিতরণ করা হয়নি।

তিনি আরও বলেন, সরকার শুধু খাসজমিতে প্রকল্পের জন্য ঘর নির্মাণ করছে না, এর জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কাছ থেকে জমি কেনা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকেও অনুদান পাওয়া যাচ্ছে।

যাদের জমি আছে ঘর নেই, তাদের জন্য সরকার কবে থেকে ঘর নির্মাণ

শুরু করবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তোফাজ্জেল হোসেন জানান, সরকার এখন আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় শুধু ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বাড়ি দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর যাদের জমি আছে ঘর নেই বা ঘর জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে, তাদের জন্য ঘর নির্মাণ শুরু করবে।

পাবনা জেলা প্রশাসন জানায়, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য নির্মিত চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে পাবনার পাঁচটি উপজেলায়

৬৪৬টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। এর মধ্যে চাটমোহরে ৭৮টি, ভাঙ্গুড়ায় ৪১টি, ফরিদপুরে ১১৩টি, সুজানগরে ৫৩টি, বেড়ায় ৩৬১টি ঘর হস্তান্তর করা হবে।

জেলা প্রশাসক মু. আসাদুজ্জামান বলেন, চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে এবার পাবনার পাঁচটি উপজেলায় ঘর হস্তান্তর করা হবে। ইতোমধ্যে উপকারভোগী বাছাই করে তাদের কবুলিয়াত ও নামজারি সম্পন্ন হয়েছে।

সেই সঙ্গে তাদের দখলও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে জেলার ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া, সাঁথিয়া ও সদর উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এবার চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, ফরিদপুর, বেড়া ও

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত হলো ৩৩৪ উপজেলা, ২১ জেলা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৫ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৩

X

দেশের আরও ১২৩টি উপজেলা ও ১২ জেলাকে সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার (৯ আগস্ট) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় ২২ হাজার ১০১টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে এ ঘোষণা দেন।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আরও ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত হলো। ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করা হয়। যার ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা হলো ৩৩৪টি এবং এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২১টিতে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট ঘরের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৩৮,৮৫১টি।

সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে তিন উপজেলায় ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সুবিধাগ্রহীতাদের মাঝে বাড়িসহ জমি হস্তান্তর করেন।

প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীনরা দুই দশমিক দুই শতাংশ জমিতে ভালো মানের টিনশেড আধা-পাকা বাড়ি পেয়েছেন।

ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ১২ জেলা হলো-

প্রধানমন্ত্রী মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন। এর আগে তিনি পঞ্চগড় ও মাগুরাসহ আরও নয়টি জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত জেলা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন (আনুমানিক একটি পরিবারে পাঁচজন ব্যক্তি হিসাবে)। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প ইতো মধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে সরাসরি পুনর্বাসন করেছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

Jagonews24.com

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

‘অনেক বছর পর শান্তিতে ঘুমাইতে পারবো’

ইমরান হাসান রাব্বী , শেরপুর প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:২৬ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৩

আশ্রয়ণ ২ প্রকল্পের আওতায় শেরপুরে মাথার গোঁজার ঠাঁই পেলো ১৮৭০টি প্রান্তিক পরিবার। এর আগে নকলা, নালিতাবাড়ি ও ঝিনাইগাতী উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হলেও সদর ও শ্রীবরদী উপজেলা মুক্ত হলো আজ।

বুধবার (৯ আগস্ট) সকালে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরপুর জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করেন। উপকারভোগীদের মাঝে কবুলিয়ত রেজিস্ট্রেশন ও ঘরের চাবি তুলে দেওয়া হয়। আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঠাঁই পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এসব মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থা। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতিতেও অবদান রাখতে চায় উপকারভোগী এসব ছিন্নমূল মানুষ। এদিকে উপকারভোগীদের জন্য কর্মসংস্থানসহ জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করার কথা জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

শেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্যমতে, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনসহ দেশের প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে তৃণমূল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য একক গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে শেরপুরে।

এ কার্যক্রমের আওতায় শেরপুর জেলার পাঁচটি উপজেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পর আর্থিক সহযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে ৭৯৭টি এবং চতুর্থ পর্যায়ে ৯১৯টিসহ সর্বমোট ১৭১৬টি একক গৃহের বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং গুচ্ছগ্রাম ও অন্য উপায়ে ১৫৪টিসহ মোট ১৮৭০টি ভূমিহীন, গৃহহীন ও আশ্রয়হীন তৃণমূল ও প্রান্তিক পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

এরইমাধ্যমে জেলায় ভূমিহীন, গৃহহীন ও আশ্রয়হীন না থাকায় আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত হলো শেরপুর।

জেলার বিভিন্ন আশ্রয়ণ প্রকল্প ঘুরে দেখা গেছে, প্রতিটি আশ্রয়ণে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছেন উপকারভোগীরা। স্বামী সন্তান হারা হনুফা বেওয়া। ঢাকায় অন্যের বাড়িতে কাজ করে খাওয়ার এক পর্যায়ে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙার পর ঠাঁই হয়নি কোথাও। তারও ঠাঁই হয়েছে নালিতাবাড়ির বেলতলী আশ্রয়ণ প্রকল্পে।

হনুফা বলেন, ‘অনেক বছর পর আজকে শান্তিতে ঘুমাইতে পারবো। কোমরের ব্যথায় উঠতেই পারতাম না, এখন মাথার ওপর চাল হইছে। নিজের একটা ঘর হইছে। শেখ হাসিনা মায়েরে ধন্যবাদ জানাই।’

মৌমিতা হাজংয়েরও নেই নিজের জমি। এক সময় স্বামী সন্তান নিয়ে কষ্টের দিন কেটেছে অন্যের বাড়িতে। সেও ঠাঁই পেয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্পে। তিনি বলেন, ‘আমগরে তো মানুষ সংখ্যালঘু মনে করে। স্বামী সন্তান নিয়া কি কষ্টে থাকছি, তা বলার মত না। হাসিনা আপা একটা ঘর দিছে, এখন অন্তত সন্তানগুলারে চোখের সামনে শান্তিতে দেখতে পারমু। আপারে ভগবান ভালো রাখুক।’

শেরপুরে আশ্রয় পাওয়া সবার গল্প একই রকম। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার বাস্তবায়নে শেরপুর জেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিত হচ্ছে ১৮৭০টি ভূমিহীন, গৃহহীন ও আশ্রয়হীন তৃণমূল ও প্রান্তিক পরিবার। হরিজন ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্যও হয়েছে নিজ আবাস। দুই শতাংশ জমিসহ ঘর পেয়ে উচ্ছ্বসিত ছিন্নমূল এসব মানুষ। আশ্রয় পাওয়া এসব পরিবারের মাঝে ফিরেছে আনন্দ। পরিবার নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটছে সবারই। ঘুরে দাঁড়িয়েছে এসব মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থা। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতিতেও অবদান রাখতে চায় উপকারভোগী এসব ছিন্নমূল মানুষ।

রমিছা খাতুন বলেন, ‘স্বামী সন্তান নিয়া এক সময় মাইনসের বাড়িতে থাকতাম। কষ্টের শেষ ছিল না। এখন একটা ঘর পাইছি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, আমগোর একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিলে, আমরা খুব সুখে শান্তিতে থাকতে পারমু। নিজের আয় রোজগার নিজেরাই করতে পারমু। আর কোনো কষ্ট দুঃখ থাকবো না।’

এদিকে কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে সকল ব্যবস্থা রাখার কথা জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। নালিতাবাড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খ্রিষ্টফার হিমেল রিসিল বলেন, আমরা আশ্রয়ণের জন্য যেসব জমি নির্বাচন করেছি, তা সড়ক ও বাজারের কাছাকাছি। আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া প্রতিটা বাড়ির আঙিনায় বাড়তি জমি রয়েছে। তারা চাইলে সবজি চাষ ও ফল গাছ লাগিয়েও নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

শেরপুরের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল খায়রুম বলেন, এ পর্যায়ে সকল পরিবারকে পুনর্বাসনের পর আর কোনো পুনর্বাসনযোগ্য পরিবার না থাকায় টাস্কফোর্স কমিটি ও যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ‘ক’ শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে যদি পুনর্বাসনযোগ্য ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায়, তাদেরও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হবে।

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

আশ্রয়ণের আলোয় মাহীদের ঘুরে দাঁড়ানো

ফিচার ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০১ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৩

মো. জাকির হোসেন

'এই যে ভাই! আমগোরো সাহায্য করেন, কয়টা টেকা দেন। আরে ভাই, আমরাও মানুষ! আমরাও মা-বাবার সন্তান। পেটের টানেই আপনাগো কাছে হাত পাতছি।' কথাগুলো একজন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের। দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটের ৪ নাম্বার পন্টুনের রো রো ফেরিতে যানবাহন লোডিংয়ের সময় একটি সাদা পাইভেট গাড়ির দরজার সামনের দৃশ্য।

বলছি ২০২২ সালের জুলাই মাসের ঈদুল আজহার কথা। যাত্রী পারাপার নির্বিঘ্ন এবং ঘাটের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে গিয়ে চোখে পড়ে এ দৃশ্য। আশেপাশে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, তৃতীয় লিঙ্গের বেশ কয়েকজন দৌলতদিয়া ঘাটের আশেপাশেই একটি ভাড়া করা ঘরে বসবাস করে। খোঁজ নিই তাদের দলনেতা কে? মাহী তাদের দলনেতা।

দৌলতদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান মন্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারি, মাহী এবং তার দল পেট্রোল পাম্পের পাশে জেলা পরিষদের পুরাতন ডাক বাংলোর পেছনে থাকে। পরদিন ঈদ উপলক্ষে মাহীদের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু ঈদ উপহার দিতে যাই। ছোট্ট একটা ঘরে ১০-১২ জন থাকে। ঘরের সামনে একটা টিনশেড। সেখানে কয়েকটি গরু পালন করছে মাহীরা। বেশ বড় সাইজের। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করবে?' মাহী হাসিমুখে জানালো একটা কোরবানি দেবে। বাকি দুইটা হাটে বিক্রি করবে। একে একে মাহীর গ্রুপের সবার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ঈদ উপহার সবাই হাসিমুখে বরণ করে নিলো। কয়েকজনের চোখে আনন্দ অশ্রু। উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে জমিসহ ঘরের মালিকানা দিলে থাকবে কি না?' উৎসুক দৃষ্টিতে এবং হাসিমুখে সবাই একবাক্যে বলল, 'অবশ্যই আমরা থাকবো। আমাদের কোনো পরিচয় নাই, ঠিকানা নাই। শুনছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী যাদের ঘর-বাড়ি নাই; তাদের ঘর করে দেন।' মাহীদের আগ্রহ দেখে সবাইকে কথা দিয়ে আসি, প্রধানমন্ত্রীর উপহার আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ২ শতাংশ জমিসহ একটি করে সেমিপাকা ঘরের ব্যবস্থা করবো। এটিও জানতে চাই, আশ্রয়ণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হলে অন্য কোথাও যাবে কি না বা আশেপাশে, ঘাটে কিংবা হাটে কোনো প্রকার বিরূপ আচরণ করবে কি না? সবাই কথা দেন, থাকার ব্যবস্থা হলে তারা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি পালন করে জীবন চালিয়ে নেবে।

২০২২ সালের কোরবানি ঈদের পরদিন থেকেই শুরু করি উপর্যুক্ত খাস জমি খোঁজা। প্রথমত এমন একটি জায়গা বের করতে হবে যেটি গ্রোথ সেন্টারের কাছাকাছি। সহকারী কমিশনার (ভূমি), প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা (পিআইও), ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, সার্ভেয়ারসহ খাস জমির সন্ধান করতে করতে দৌলতদিয়া ইউনিয়নেই সন্ধান মেলে।

মহাসড়কের কাছেই। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বারসহ উপজেলা টিম সিদ্ধান্ত নিই সেখানেই মাহীদের জন্য ঘর নির্মাণ করবো। ইউপি চেয়ারম্যান আশ্বাস দেন, পরদিন থেকেই মাটি ভরাটের ব্যবস্থা নেবেন। পরের দিন সকালে চেয়ারম্যান ফোনে জানান, ভেকু দিয়ে মাটির কাজ শুরু করার সময় স্থানীয় লোকজন বাঁধা দিচ্ছে। ছুটে যাই সেখানে। সঙ্গে উপজেলা চেয়ারম্যান, গোয়ালন্দ ঘাট থানার অফিসার ইন-চার্জ, পিআইওসহ বেশ কয়েকজন। এরই মধ্যে রাজবাড়ী-১ আসনের সংসদ সদস্য এবং জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সঙ্গে কথা হয় এবং বিস্তারিত অবহিত করি। দুজনেই আশ্বাস দেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্প বাস্তবায়নে সব ধরনের সহযোগিতা দেবেন। কয়েক ঘণ্টা উপস্থিত স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলে সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়।

নির্মাণশ্রমিক নিয়োগ, ইট, রড, সিমেন্ট, বালি, কাঠ, টিন এবং অন্য মালামাল কিনে আশ্রয়ণ প্রকল্পের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগত মান বজায় রেখে শুরু হয় ঘর নির্মাণের কর্মযজ্ঞ। নিয়মমাফিক ঘর নির্মাণ কাজ প্রতিনিয়ত তদারকি হয়। আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হয় সেমিপাকা দুই কক্ষ বিশিষ্ট সাতটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভেতরেই অ্যাটাচড টয়লেট এবং রান্নাঘর। উপরে রঙিন টিন। বিদ্যুৎ সংযোগ এবং টিউবওয়েল স্থাপন করা হয় প্রতিটি ঘরে। মিলন (মাহিয়া মাহী), রোকেয়া আক্তার, অন্তরা খাতুন, রনি চৌধুরী, নিলিমা, রোকেয়া এবং আকাশ মন্ডলের নামে বন্দোবস্ত, কবুলিয়ত এবং নামজারি সম্পাদন শেষে সার্টিফিকেটসহ ঘরের চাবি এবার বুঝিয়ে দেওয়ার পালা।

ঘরের চাবি হস্তান্তরের সময় আবারো স্থানীয় মাতব্বরের আপত্তি। আশঙ্কা করা হয়, মানুষ যদি এই পাড়ার নাম দেয় 'হিজড়া পাড়া'। আবার স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার, পিআইও, নির্বাচন অফিসার, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ দীর্ঘক্ষণ আলোচনার মাধ্যমে আশঙ্কার পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশেষে হাসিমুখে সবাই মাহীদের বরণ করে নেয়। সবাই আশ্বস্ত করে, তারা মাহীদের পড়শি হিসেবেই দেখবে। আমরাও মাহীদের হাতে ঘরের চাবি বুঝিয়ে হাসিমুখে বিদায় নিই। ফেরার সময় মাহীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, তারা যেন ঘুরে দাঁড়ায় নিজেদের পরিচয়ে।

কিছুদিন আগে মাহী তার দল নিয়ে অফিসে হাজির। হাতে ব্যাগভর্তি সবজি। হাসি দিয়ে জানায়, আশ্রয়ণে বোনা প্রথম ফলন ইউএনওকে উপহার দিতে এসেছে। আমি প্রথম ক্রেতা হিসেবে হাসিমুখে ক্রয় করে নিই। মাহীর নেতৃত্বে বসবাসরত তৃতীয় লিঙ্গের সবাই এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে। পরিপাটি করে সবাই ঘর সাজিয়েছে। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি পালন করছে। সবজি চাষ করছে, ঘরের চারপাশে নানা ফলের গাছ বুনেছে। সবাই এখন জমিসহ ঘরের

মালিক। একসময়ের ভিটেমাটি ছাড়া পরিচয়হীন মাহীরা এখন জমিসহ ঘরের মালিক। পড়শিদের সঙ্গে ভাব জমেছে মাহীদের। আশ্রয়ণের বুকে পরম মমতায় গেঁথে আছে মাহীদের ঠিকানা। ঘুরে দাঁড়ানো তৃতীয় লিঙ্গের মাহীদের চোখমুখে এখন প্রত্যয়ের আভা।

যখনই তৃতীয় লিঙ্গের মাহীদের দেখতে যাই, প্রতিবারই গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মন খুলে দোয়া করে প্রধানমন্ত্রীর জন্য। প্রধানমন্ত্রীর দৃপ্ত ঘোষণা 'একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না'। এটি আজ বাস্তব। ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭টি এবং পুনর্বাসিত জনসংখ্যা ২৭ লাখ ৭৮ হাজার ৮৫ জন। প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার এ প্রকল্পের আওতায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে এরই মধ্যে ৯টি জেলা, ২১১টি উপজেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি এবং পুনর্বাসিত জনসংখ্যা ১১ লাখ ৯৪ হাজার ২৫৫ জন। এসব গৃহ নির্মাণে শ্রমিক মজুরি বাবদ ব্যয় ১ হাজার ২৫৯ কোটি টাকা এবং ব্যয়িত শ্রমঘণ্টা ১৫ কোটি ৫৫ লাখ ২১ হাজার ৭৪৭। আজ আরও ১২টি জেলা এবং ১২৩টি উপজেলাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেছেন। একই সঙ্গে গোয়ালন্দ উপজেলা এবং রাজবাড়ী জেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সুফল আজ সব প্রান্তে। মৌলিক চাহিদার অন্যতম উপাদান জমির মালিকানাসহ ঘর শুধু আশ্রয়ণের উপহারই নয়, এটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে এক বিজয় গাঁথার প্রতিচ্ছবি। মাহীদের মতো হাজারো আশ্রয়হীন এবং ঠিকানাবিহীন মানুষ আজ ২ শতাংশ জমিসহ ঘরের মালিক। সবুজের হাতছানি ঘরের চারপাশ। সতেজ এবং প্রাণোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত লাল-সবুজের বাংলাদেশ। জাতির পিতার আজন্ম স্বপ্নের সোনার বাংলা অর্জনে উন্নয়ন অভিযাত্রার মহাসড়কে বাংলাদেশ।

প্রতি মুহূর্তের খবর
risingbd.com

প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প

আরও ১২ জেলা গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক || রাইজিংবিডি.কম

প্রকাশিত: ১০:৫২, ৯ আগস্ট ২০২৩   আপডেট: ১৫:২৩, ৯ আগস্ট ২০২৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ফাইল ফটো)

প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ২২ হাজার পরিবারকে ঘর উপহার দেওয়ার মাধ্যমে আরও ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

বুধবার (৯ আগস্ট) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে এসব জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ ৪১টি জেলার ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হলো। এর ফলে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত উপজেলার সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৩৪টিতে। এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার সংখ্যা দাঁড়ালো ২১টিতে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি পরিবার ভূমিসহ স্থায়ী ঘর পেলো, যাদের থাকার জন্য নিজের কোনো জায়গা ছিল না।

২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষে তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি ঘর বিতরণ করা হয়েছে। এবার ২২ হাজার ১০১টি ঘর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে বিতরণ করা মোট ঘরের সংখ্যা হবে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেছেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে অনন্য প্রকল্প। কারণ, পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের এটি দ্বিতীয় পর্যায়। ২০২৩ সালের ২২ মার্চ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লি আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

তিনি মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করবেন। এর আগে পঞ্চগড় ও মাগুরাসহ নয়টি জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত জেলা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন (একটি পরিবারে পাঁচ সদস্য ধরে)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প ইতোমধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে সরাসরি পুনর্বাসন করেছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

প্রতি মুহূর্তের খবর
risingbd.com

ছোট্ট সুরাইয়ার স্বপ্ন পূরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক || *রাইজিংবিডি.কম*

প্রকাশিত: ১৩:০১, ৯ আগস্ট ২০২৩ আপডেট: ১৪:৩৯, ৯ আগস্ট ২০২৩

মা-বাবার সঙ্গে নদীর পাড়ে একটি ছাপড়া ঘরে থাকতো দশম শ্রেণির ছাত্রী সুরাইয়া। জোড়াতালির ছাপড়া ঘর বাতাসে উড়ে যেতো। আবার বৃষ্টি এলে ভিজতো ঘরের ভেতর। নিজেদের একটুকরো জমিও ছিলো না, ছিলো না কোনো আবাস। ছোট্ট সুরাইয়া স্বপ্ন দেখতো, একদিন চাকরি করে মা-বাবাকে ঘর বানিয়ে উপহার দেবেন। তবে এর আগেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায় এখন তাদের জমিসহ আধা পাকা বাড়ি হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনার মডেল 'আশ্রয়ন প্রকল্পে'র অধীনে ঘর পেয়ে এখন সুরাইয়ার চোখে মুখে হাসির ঝিলিক। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যেন তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

বুধবার (৯ আগস্ট) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে আরও ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এরমধ্যে একটি ঘর পেয়েছে সুরাইয়ার পরিবার।

খুলনার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর পেয়ে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে সুরাইয়া আক্তার জুঁই জানান, তারা বাবা লবণ মিলের শ্রমিক। মা অন্যের বাড়ি কাজ করেন।

সে বলে, 'নদীর পাড়ে ছাপড়া ঘরে থাকতাম। পানি পড়তো। বাবা বলতো আমরা একদিন বাড়ি বানাবো। কিন্তু বাড়ি আর বানানো হয়নি। স্বপ্ন ছিলো পড়ালেখা করে চাকরি করে একটি ঘর বানিয়ে মা-বাবাকে করে দেবো। এখন আমরা ঘর পেয়েছি, খাবার পানি পেয়েছি, বিদ্যুৎ পেয়েছি। এখন আমি ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারবো। মানুষের মতো মানুষ হতে চাই।'

এ সময় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সুরাইয়া বলেন, 'সারা জীবন আপনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকুন।' প্রধানমন্ত্রী সুরাইয়াকে পড়াশোনা করে স্বপ্ন পূরণের জন্য দোয়া করেন।

একই জায়গায় ঘর পেয়েছেন ভ্যানচালক ইমদাদুল শেখ। ভূমিহীন ইমদাদের এমন একটি সেমি পাকা বাড়ির স্বপ্ন ছিলো দীর্ঘদিনের। ঘর পেয়ে আবেগাপ্লুত ইমদাদ বলেন, নিজের কোনো জায়গা জমি, ঘর বাড়ি ছিলো না। পরের বাড়িতে থাকতাম। সারা দিন পরিশ্রম করে বাড়িতে এসে থাকতে পারতাম না। সংসার চলতো না যে ইনকাম করতাম। দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতাম। আর ভাবতাম আমার কি কোনোদিন মাথা গোজার ঠাঁই হবে না?

'দুই শতক জায়গার ওপর পাকা বাড়ি, সুপেয় পানি, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সরকারি সহায়তা পেয়েছি। আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি ভ্যান চালিয়ে দুই শতক জায়গার মালিক হবো। একটি পাকা বাড়ির মালিক হবো। আপনি আমার স্বপ্ন পূরণ করেছেন। আপনি আমার মা। মা যেমন সন্তানদের লালন-পালন করেন সেভাবে আমাদের আগলে রেখেছেন।'

ঘর পেয়ে এখন উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখেন ইমদাদ।

'আমি ভ্যান চালাই। পাশাপাশি আমার স্ত্রী ঘরের সামনে শাকসবজি চাষ করে। এখন আমার সংসার ভালো চলে। সন্তানদের কিছু দিতে পারি, তারা ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারে। আমি আপনার জন্য দোয়া করি। যতোদিন বেঁচে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকবেন।'

আজকে ঘর উপহার দেওয়ার মাধ্যমে ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণা করা হলো, যার ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৩৩৪টি এবং এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ২১টিতে।
এর ফলে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১ জন পরিবার ভূমিসহ স্থায়ী ঘর পেলো, যাদের থাকার জন্য নিজের কোনো জায়গা ছিলো না।

২৩ জানুয়ারি, ২০২১-এ প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন, ২০২১-এ দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষ-এর সময় তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মাধ্যমে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে একটি অনন্য প্রকল্প, কারণ পৃথিবীর আর কোনো দেশে এতো বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের আওতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায় এবং ২২ মার্চ, ২০২৩-এ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রী মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং এর আগে তিনি পঞ্চগড় ও মাগুরাসহ আরও নয়টি জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন (আনুমানিক একটি পরিবারে পাঁচজন ব্যক্তি হিসেবে)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প ইতিমধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে সরাসরি পুনর্বাসন করেছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক

মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

প্রতি মুহূর্তের খবর
risingbd.com

লিলিকে ঘর দিয়ে চিকিৎসারও দায়িত্ব নিলেন মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক || *রাইজিংবিডি.কম*
প্রকাশিত: ১৬:৩০, ৯ আগস্ট ২০২৩   আপডেট: ১৬:৩৩, ৯ আগস্ট ২০২৩

অন্ধ হয়ে যাওয়ায় অসহায় লিলিকে ফেলে চলে যায় স্বামী। দুই সন্তানকে নিয়ে তখন অনিশ্চয়তার চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়া লিলির সামনে যখন শুধু অন্ধকার জীবনের হাতছানি। তখনই জীবনের নতুন রূপ দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার আবেগের প্রকল্প 'আশ্রয়ণে'র মাধ্যমে ঘর পেয়েছেন লিলি। সেখানে মা-বাবা আর সন্তানদের নিয়ে থাকেন। শুধুর ঘরই পাননি লিলি, তার উন্নত চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার (৯ আগস্ট) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে আরও ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার মধ্যে পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে একটি ঘর পেয়েছেন লিলি বেগম।

সেই অনুভূতি আর তার কষ্টের অতীত জানাতে গিয়ে লিলি বলেন, 'আমি হঠাৎ করে অন্ধ হয়ে যাই। এজন্য আমার স্বামী আমাকে রেখে চলে গেছে। আমি বলেছিলাম, আপনি অন্ধ হলে আমি সারাজীবন রোজগার করে আপনাকে খাওয়াতাম। সে যাবার বেলায় বলে গেছে সন্তান বড় হলে গেলে যাবে, না গেলে না যাবে।'

আবেগাপ্লুত লিলি প্রধানমন্ত্রীকে পেয়ে বলেন, ‘আপনার সাথে কথা বলে খুবই আনন্দিত। আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু খুবই খুশি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার বাবা বাড়ির বিক্রি করে আমাকে চিকিৎসা করেছেন। চোখের চিকিৎসা করাতে গিয়ে আমার একটি পায়ের বাটি নষ্ট হয়ে যায়। আমার বাবা আর আমাকে চিকিৎসা করাতে পারেনি। পরের বাড়িতে খুব কষ্ট করে বসবাস করতাম। আমি কখনো ভাবিনি আমার ঘর বাড়ি হবে। আমি প্রতিবন্ধী ভাতা পাই।’

‘আপনি আমকে একটি ঘর উপহার দিয়েছেন। আপনার দয়া ছাড়া এত সুন্দর ঘর, বিদ্যুৎ, টিউবওয়েল কেউ উপহার দিত না। আমি রাত হলে ঘুমাতে পারতাম না। আর মা-বাবা আজকে আমার জন্য পরের বাড়িতে বসবাস করে। আমি মা-বাবার সঙ্গে সন্তান নিয়ে আপনার রাজপ্রসাদে আছি। আমার আর কোনও বাড়ি-ঘরের কষ্ট নাই। আমার বাচ্চা বলে এটা আমাদের বাড়ি, আমার মায়ের বাড়ি। আমার সন্তানের বয়স যখন সাত মাস তখন আমি অন্ধ হয়ে গেছি। ওর বয়স এখন আট বছর। লেখাপড়া করে এখন।’

প্রধানমন্ত্রীকে দোয়া করে লিলি বলেন, ‘আপনি আমাদের গর্ব অহংকার। আপনার জন্য দোয়া করি। হাজার বছর বাঁচুন, আমাদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করুন। ১৫ আগস্টে আপনার হারানো আপনজনকে যেন আল্লাহ বেহেশতে নছিব করেন।’

এসময় প্রধানমন্ত্রী লিলির কাছে জানতে চান চোখের চিকিৎসা কোথায় হয়েছে। লিলি বলেন, ‘গার্মেন্টস কাজ করতাম। বিএসএমএমইউতে চিকিৎসা করাইছি। পরে করোনা আসায় বাড়িতে চলে আসি। এখন আমি দেশে থাকি।’ তখন প্রধানমন্ত্রী লিলি চোখের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন এবং ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।
এসময় আবেগাপ্লুত লিলি বলেন, ‘আপনি আমার মা-বাবার মত দায়িত্ব পালন করলেন।’ তখন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো।’

একই আশ্রয়ণের আরেক সুবিধাভোগী ভ্যানচালক আব্দুর রাজ্জাক। অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘কোনদিনও ভাবছিলাম না যে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে পারবো। আমার সেই সৌভাগ্য হয়েছে। আমি আপনার স্বপ্নের উপহার জায়গাসহ একটি ঘর পেয়েছি। আমি একজন ভ্যানচালক।’

তিনি বলেন, ‘আমার বয়স যখন তিন মাস আমার বাবা মারা যায়। কিছুদিন পর মাও মারা যায়। আমার দাদি এখানে-সেখানে ঘুরে আমাকে বড় বানাইছে। আমার দাদা-দাদির কোনও জায়গা জমি ছিল না। বাঁধের কাছে আমরা একটা ছাপড়া দিয়ে থাকতাম। যখন বৃষ্টি আসতো আমরা ভিজতাম।’

কান্নাজড়িত কণ্ঠে রাজ্জাক বলেন, ‘আমাদের কষ্ট...আল্লাহ’র কাছে বলতাম এই কষ্ট দূর করে দাও আল্লাহ। আপনার স্বপ্নের উপহার পেয়ে আমরা খুবই খুশি। আমার পায়ের নিচে জায়গা ছিল না। মানুষ আমাদের কত অবহেলা করতো। শুধু আল্লাহ’র কাছে বলতাম একটা ব্যবস্থা করে দেও আল্লাহ। যাতে মুখে শান্তিতে দিন কাটাতে পারি। সেই ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিছে।’

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘মা আপনি আমাদের মায়ের মতো। দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাকে সারাজীবন আমাদের পাশে রাখার তৌফিক দান করুন। ক্ষমতায় থেকে আমাদের পাশে দাঁড়ান। আপনাকে দাওয়াত দিলাম। কখনও যদি সময় পান। আপনার দেওয়া ঘরের পাশে আমরা শাক-সবজি লাগাইছি। আপনি আমাদের কাছে এসে একটু ডাল-ভাত খাবেন আমাদের সাথে।’

আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর দেওয়ার এই ধাপে ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণা করা হলো, যার ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৩৩৪টি এবং এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ২১টিতে। এর ফলে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট ২ লক্ষ্য ৩৮ হাজার ৮৫১ জন পরিবার স্থায়ী ভূমিসহ ঘর পেলো, যাদের থাকার জন্য নিজের কোনও জায়গা ছিল না।

২৩ জানুয়ারি, ২০২১-এ প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন, ২০২১-এ দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষ-এর সময় তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মাধ্যমে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে একটি অনন্য প্রকল্প, কারণ পৃথিবীর আর কোনও দেশে এত বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের আওতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায় এবং ২২ মার্চ, ২০২৩-এ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রী মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং এর আগে তিনি পঞ্চগড় ও মাগুরাসহ আরও নয়টি জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন (আনুমানিক একটি পরিবারে পাঁচ জন ব্যক্তি হিসেবে)।

প্রতি মুহূর্তের খবর risingbd.com

দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করাই একমাত্র লক্ষ্য: প্রধানমন্ত্রী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক || *রাইজিংবিডি.কম*

প্রকাশিত: ১১:৫৫, ৯ আগস্ট ২০২৩ আপডেট: ১২:৫৮, ৯ আগস্ট ২০২৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ফাইল ফটো)

সার্বিকভাবে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করাই একমাত্র লক্ষ্য, এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সে লক্ষ্য নিয়ে আওয়ামী লীগ কাজ করে যাচ্ছে।

বুধবার (৯ আগস্ট) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এর মধ্যে দিয়ে আরও ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।

সরকারপ্রধান বলেন, ‘যাদের জীবনে কোনো আশা ছিল না, ভবিষ্যত ছিল না, একটি ঘর তাদের জীবনটাই পাল্টে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতা এ দেশের মানুষের প্রতি যে, আপনারা আস্থা ও বিশ্বাস রেখে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন।

সরকারের দেওয়া ঘরের যত্ন নিতে এবং সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবনমান উন্নয়নের আহ্বান জানান তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, নিজেরা ধীরে ধীরে আরও সক্ষম হবেন, জীবন-জীবিকার উন্নয়ন হবে। দেশে একটি মানুষও অবহেলিত থাকবে না। এটা জাতির পিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি।

এ সময় বিএনপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি সন্ত্রাস, বোমা-গুলি, আগুনসন্ত্রাস ছাড়া কিছু বোঝে না। মানুষের জন্য তাদের কোনো চিন্তা নেই। ক্ষমতায় থেকে লুটপাট, অস্ত্র চোরাকারাবারি, এতিমের অর্থ লুটপাট; তারা এটাই করে। এখনও তারা এটা করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ মানুষকে গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলা করে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্যের হার ৪১ থেকে ১৮ ভাগে নামিয়ে এনেছি। এ দেশে হতদরিদ্র থাকবে না। হতদরিদ্রের হার ৫ ভাগে নামিয়ে এনেছি।

আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, আস্থা-বিশ্বাস রাখবেন। একটানা ক্ষমতায় আছি বলেই সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করে যাচ্ছি। নৌকা স্বাধীনতা দিয়েছে, এখন নৌকায় ভোট দিয়েছেন বলেই গৃহহীন মানুষ ঘর পেলেন।

আজ ঘর উপহার দেওয়ার মাধ্যমে ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হলো। এর ফলে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত উপজেলার সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৩৪টিতে এবং সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলা হলো ২১টি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি পরিবার ভূমিসহ স্থায়ী ঘর পেলো, যাদের থাকার জন্য নিজেদের কোনো জায়গা ছিল না।

২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষে তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি ঘর বিতরণ করা হয়েছে। এবার ২২ হাজার ১০১টি ঘর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে বিতরণ করা মোট ঘরের সংখ্যা হবে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আরও ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেন। ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হলো। এর ফলে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত মোট উপজেলার সংখ্যা হলো ৩৩৪টি। এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার সংখ্যা দাঁড়ালো ২১টিতে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেছেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে অনন্য প্রকল্প। কারণ, পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের এটি দ্বিতীয় পর্যায়। ২০২৩ সালের ২২ মার্চ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লি আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

তিনি মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করবেন। এর আগে পঞ্চগড় ও মাগুরাসহ নয়টি জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত জেলা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন (একটি পরিবারে পাঁচ সদস্য ধরে)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প ইতোমধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে সরাসরি পুনর্বাসন করেছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে পুনর্বাসন করা হয়েছে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে।

প্রতি মুহূর্তের খবর
risingbd.com

নিজের ঠিকানা পেলো আরও ২২ হাজার পরিবার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক || *রাইজিংবিডি.কম*

প্রকাশিত: ১১:১৩, ৯ আগস্ট ২০২৩   আপডেট: ১১:১৭, ৯ আগস্ট ২০২৩

আশ্রয়ণ প্রকল্প

ফাইল ফটো

প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ঘর পেলো আরও ২২ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। এ নিয়ে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি পরিবার ভূমিসহ স্থায়ী ঘর পেলো, যাদের থাকার জন্য নিজের কোনো জায়গা ছিল না।

বুধবার (৯ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোর মাঝে ঘর বিতরণ করেন।

২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষে তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি ঘর বিতরণ করা হয়েছে। এবার ২২ হাজার ১০১টি ঘর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে বিতরণ করা মোট ঘরের সংখ্যা হবে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আরও ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেন। ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হলো। এর ফলে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত মোট উপজেলার সংখ্যা হলো ৩৩৪টি। এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার সংখ্যা দাঁড়ালো ২১টিতে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেছেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে অনন্য প্রকল্প। কারণ, পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের এটি দ্বিতীয় পর্যায়। ২০২৩ সালের ২২ মার্চ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লি আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

তিনি মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করবেন। এর আগে পঞ্চগড় ও মাগুরাসহ নয়টি জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত জেলা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন (একটি পরিবারে পাঁচ সদস্য ধরে)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প ইতোমধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে সরাসরি পুনর্বাসন করেছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে পুনর্বাসন করা হয়েছে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে।

প্রতি মুহূর্তের খবর
risingbd.com

আশ্রয়ণের ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দাওয়াত দিলেন জাহেদা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক || *রাইজিংবিডি.কম*

প্রকাশিত: ১৫:১৫, ৯ আগস্ট ২০২৩ আপডেট: ১৫:২৪, ৯ আগস্ট ২০২৩

যাদের এক টুকরো জমি ছিল না, ছিল না মাথার ওপর ছাদ, সেই মানুষগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর পেয়েছেন। মাথা গোজার ঠাঁই, জীবনের নিরাপত্তা পেয়ে তারা জীবন যুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন। কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আশ্রয় পাওয়া সেই মানুষগুলোর। তাদের চোখেমুখে এখন স্বপ্নপূরণের উচ্ছ্বাস। তেমনই একজন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুরের জাহেদা।

এক সময় খালের পাড়ে চার ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিনি বাস করতেন। প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর পেয়ে জাহেদার দু'চোখে এখন আনন্দঅশ্রু। প্রধানমন্ত্রীর সামনে এই প্রাপ্তির অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জায়েদা প্রধানমন্ত্রীকে তাদের নীড়ে আমন্ত্রণ জানান। নিজের আঙিনায় চাষ করা শাকসবজি দিয়ে একবেলা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খেতে চান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী সময় ও সুযোগ পেলে জাহেদাদের দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

বুধবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে আরো ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই প্রকল্পে একটি ঘর পেয়েছেন জাহেদা বেগম।

জাহেদার স্বামী প্রতিবন্ধী। চার ছেলে-মেয়ের কাছে তাই তিনিই বাবা, তিনিই মা। জাহেদা বলেন, 'আমার স্বামী প্রতিবন্ধী। আমি দীর্ঘদিন চার ছেলে-মেয়ে নিয়ে খালপাড়ে ছিলাম। খালের পানি খাইছি। মেঘ বৃষ্টিতে ভিজছি। আমার কষ্টের শেষ নাই!'

কষ্টের কথা বলতে গিয়ে তিনি বাষ্পরুদ্ধ হয়ে পড়েন। বলেন, 'কতো মানুষ আমারে অবহেলা কইচ্ছে। রাস্তার পাড়ে থাকায় কোনো সমাজ ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আল্লার কাছে এইটা কামনা করতাম আল্লাহ আমাদের পায়ের তলায় মাটি নাই। আমরা যদি এখন মৃত্যবরণ করি কি হবে?'

ঘর পেয়ে আনন্দের অনুভূতির কথা জানাতে গিয়ে জাহেদা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমাদের কোনো জায়গা জমি ছিল না। আপনি আমাদের ঘর দিয়েছেন, পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। পোলাপানদের জন্য খেলার মাঠ করে দিছেন। আপনারে পেয়ে আমরা খুব খুশি আছি।'

'আপনি আমাদের পাশে থাকেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে। আমাদের গর্ভধরিণী মা আমাদের এ রকম ঘর করে দিতে পারে নাই, আপনি ছাড়া আমাদের কেউ নাই। আমাগে খেয়াল রাইখবেন। আপনারে আমরা দাওয়াত করলাম। আমরা শাকসবজি রান্না করে এক জায়গায় বসে খাইতে চাই।'

আশ্রয়ণের ঘর পাওয়া সুবিধাভোগীদের আরেকজন ভ্যানচালক আবদুর রহিম। চার মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে ব্রীজের গোড়ায় মানবেতর জীবন যাপন করতেন। কষ্টের সেসব দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রহিম বলেন, বৃষ্টি আইলে ঘরে থাকতে পারি নাই। আমার চার মেয়ে বলতো- বাবা আমাদের কি কোনোদিন ঘর হবে না। আমি বলতাম হয়তো হইতেও পারে। মেয়েদেরকে পড়াইতে পারি নাই। যা রোজগার করতাম সংসারে হইতো না। আইজ আপনি জায়গা দিয়েছেন। সেই সাথে বাথরুম, পানি, বিদ্যুৎ রাস্তা দিয়েছেন। হাজার হাজার কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। মা বাবার দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণা করা হলো। ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৩৩৪টি এবং এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ২১টিতে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১ পরিবার ভূমিসহ স্থায়ী ঘর পেলো। এদের থাকার জন্য নিজের কোনো জমি ছিল না।

উল্লেখ্য ২৩ জানুয়ারি, ২০২১-এ প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন, ২০২১-এ দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষর সময় তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট বাড়ির সংখ্যা দাঁড়ালো ২,৩৮,৮৫১টি।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে একটি অনন্য প্রকল্প। কারণ পৃথিবীর আর কোনো দেশে এতো বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের আওতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায় এবং ২২ মার্চ, ২০২৩-এ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লি আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রী মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং এর আগে তিনি পঞ্চগড় ও মাগুরাসহ আরও নয়টি জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত জেলা ঘোষণা করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন (আনুমানিক একটি পরিবারে পাঁচজন ব্যক্তি হিসেবে)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প ইতিমধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে সরাসরি পুনর্বাসন করেছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

NB News Bangla24.com

একজন মানুষও যেন অবহেলিত না থাকে: প্রধানমন্ত্রী

- প্রতিবেদক, ঢাকা

- ৯ আগস্ট, ২০২৩ ১৩:০৩

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বুধবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশের একটি মানুষও যেন অবহেলিত না থাকে। আমরা তার সেই আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করার চেষ্টা করছি। এ দেশের মানুষগুলোকে আমার বাবা সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলেন।’

বাংলাদেশের একজন মানুষও যাতে অযত্ন, অবহেলায় না থাকে, সরকার সে চেষ্টাই করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বুধবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশের একটি মানুষও যেন অবহেলিত না থাকে। আমরা তার সেই আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করার চেষ্টা করছি। এ দেশের মানুষগুলোকে আমার বাবা সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলেন।’

ঘর পাওয়া লোকজনের উদ্দেশে সরকারপ্রধান বলেন, ‘আমরা প্রাথমিক সহযোগিতাটা করে দিলাম। বাকি জীবন-জীবিকা গড়ে তোলার দায়িত্ব আপনাদের। আমরা চাই, এখান থেকে আপনারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন।’

বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গ টেনে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, ‘১৫ আগস্ট বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্মদিন নয়। তারপরও জন্মদিন হিসেবে কেক কেটে আনন্দ-উল্লাস করত।

‘যেদিন আমাদের চোখের পানি পড়ে, মিথ্যা জন্মদিন বানিয়ে সেদিন তিনি উৎসব করতেন। শুধু আমাদেরকে আঘাত দেয়ার জন্য এটা করত।’

তিনি বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ছয় বছর দেশে আসতে পারিনি। দেশে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশের আরেক মীরজাফর খুনি মোশতাককে দিয়েই জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন।

‘খুনিদেরকে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদও জিয়ার পথ ধরে ক্ষমতা দখল করেছিল। পঁচাত্তরে জাতির পিতা হত্যা করার পর বাংলাদেশের জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল। প্রতি রাতে কারফিউ থাকত; মানুষের কথা বলার অধিকার ছিল না। কোনো কিছু বললেই ধরে নিয়ে গুম করা হতো; লাশও গুম করত।’

সরকারপ্রধান বলেন, ‘সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সমমনা দল নিয়ে আমরা দিনের পর দিন আন্দোলন করেছি। মানুষ আজ ভোটের অধিকার ফিরে পেয়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছে। আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটের অধিকার সুরক্ষিত করেছে।’

আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক অধিকারকে বিশ্বাস করে উল্লেখ করে দলটির সভাপতি বলেন, ‘মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত দেশে একটা স্থিতিশীল অবস্থা রয়েছে। শত বাধা অতিক্রম করে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ, সবগুলো মোকাবিলা করে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। দারিদ্র্যের হার অর্ধেকের বেশি নামিয়ে এনেছি।

‘হতদরিদ্র ২৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। ইনশাল্লাহ এই দেশে আর হতদরিদ্র থাকবে না।’

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের জন্য কাজ করে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমাদের একটা বিরোধী দল আছে। মানুষ খুন করা, অগ্নিসন্ত্রাস করা, বাসে আগুন দেয়া, রেলে আগুন দেয়া, পুলিশকে মারা, মানুষকে হত্যা করা, এ ধরনের কাজই তারা করে যায়।’

ঘর পাওয়া লোকজনের উদ্দেশে সরকারপ্রধান বলেন, ‘যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘরের আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। ঘরগুলোকে যত্ন করতে হবে।

‘এখন ডেঙ্গু দেখা গেছে, কোথাও যেন পানি জমে না থাকে। মশার প্রজনন কেন্দ্র যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। বিদ্যুৎ ব্যবহারে আপনারা সাশ্রয়ী হবেন।’

NB NewsBangla24.com

আরও ২২ হাজার ভূমিহীন পরিবার পেল নতুন ঘর

- ৯ আগস্ট, ২০২৩ ১২:০১ | আপডেট: ৯ আগস্ট, ২০২৩ ১৩:০৪

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর। ফাইল ছবি

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে বুধবার দেশের বিভিন্ন উপজেলায় ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশের আরও ২২ হাজার ১০১ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পেয়েছে ভূমিসহ নতুন ঘর।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে বুধবার দেশের বিভিন্ন উপজেলায় ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ওই সময় তিনি বলেন, ‘বাবা-মা ভাইবোন সব হারিয়েছি। একাশি সালে এসে এই দেশের মানুষকেই আপনজন হিসেবে পেয়েছি। তাদের মাঝে হারানো বাবা-মা ভাই-বোনকে খুঁজে পেয়েছি। আমার তো আর কিছু পাওয়ার নেই। এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করছি। ‘দরিদ্র, অসহায়, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি ও নতুন ঘর করে দিচ্ছি। এ দেশে কেউ ভূমি এবং গৃহহীন থাকবে না।’

তিনি বলেন, ‘এ কাজটি শুরু করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি লক্ষ্মীপুরের পোড়াগাছায় এটি করেছিলেন। তার কাজটিই আমরা এখন চালু রেখেছি।

‘বাবা নেই। যাকে পোড়াগাছায় আশ্রয়ণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই কৃষক নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাতও নেই। নিশ্চয়ই আমার বাবা জান্নাত থেকে এই কাজটি দেখছেন, খুশি হচ্ছেন।’

সরকারপ্রধান বলেন, ‘আমরা চাই, একটি মানুষও যেন অযত্নে অবহেলায় না থাকে, যে মানুষগুলোকে আমার বাবা সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন।’

জাতীয়

১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলা ভূমি-গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ১২১৫ ঘণ্টা, আগস্ট ৯, ২০২৩

ঢাকা: দেশের ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশের একজন মানুষও অবহেলিত থাকবে না-বঙ্গবন্ধুর এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকার সবার জন্য বাড়ির ব্যবস্থা করে যাচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

বুধবার (৯ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ হাজার ১০১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে জমিসহ বাড়ি হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন এবং ১২টি জেলার সব উপজেলাসহ মোট ১২৩টি

উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তিনটি গৃহনির্মাণ স্থল নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, পাবনার বেড়া এবং খুলনার তেরখাদা উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী।

এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এসব উপজেলার প্রত্যেক ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে দুই কাঠা করে জমিসহ ঘর দেওয়া হয়েছে। এসব ঘরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সেই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে জীবন জীবিকার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি। কাজেই এসব জেলা-উপজেলাকে আমি আজ ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত উন্নত জেলা-উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করছি। জাতির পিতা এ দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। দেশে একটি মানুষও অবহেলিত থাকবে না-এটাই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমরা তার সেই আকাঙ্ক্ষাটাই পূরণ করছি।

প্রত্যেকের জীবন মান আরও উন্নত হবে, জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব। আমরা জনগণের জন্য কাজ করি, আমি জানি আমাদের একটি বিরোধী দল আছে, যারা মানুষ খুন করা, অগ্নিসন্ত্রাস, বাসে আগুন, রেলে আগুন দেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে হত্যা করা- এ ধরনের কাজই করে। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সমমনা দলগুলো দিনের পর দিন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি। মানুষ ভোটের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছে। ২০১৪ সালে আমরা যখন জনগণের ভোট নিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসি, সেই সময় এ বিএনপি-জামায়াত, যে সন্ত্রাসীরা বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলা, গুলি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, তারা সেভাবেই মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। অগ্নি সন্ত্রাস করেছে, তিন হাজার ৮০০ মানুষকে তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। এর মধ্যে পাঁচজন মৃত্যুবরণ করেছে। কাজেই মানুষের জন্য তাদের কোনো চিন্তা নেই। ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতি, লুটপাট, এতিমের অর্থ আত্মসাৎ করা, অর্থ চোরাকারবারি- এ কাজগুলোই তারা করে গেছে এবং এখনও মানুষকে তারা জিম্মি করে নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করে। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। আর ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত একটি স্থিতিশীল অবস্থা, সব বাধা অতিক্রম করে, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যদিকে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলা করে জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এরই মধ্যে উন্নয়শীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। দারিদ্রের হার ১৮ ভাগ এবং হতদরিদ্র ৫ ভাগে নামিয়ে এনেছি। ইনশাআল্লাহ এ দেশে আর কোনো হতদরিদ্র থাকবে না। প্রত্যেকের জন্য অন্তত একটু জমি, ঘর এবং জীবন জীবিকার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি, করে দেব। আমি শুধু এটুকু বলব, আস্থা ও বিশ্বাস রাখবেন, এক টানা সরকারে আছি বলেই আজ ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষা, শতভাগ বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট উন্নত করা সব করে দিচ্ছি, করতে পারছি। এদেশের মানুষ নৌকায় ভোট দিয়েছে বলেই আজ আপনারা ঘর পেলেন, জীবন জীবিকার সুযোগ পেলেন, যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এসময় তিনি যারা ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়ার কাজে যুক্ত ছিলেন, তাদের ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, কৃতজ্ঞতা জানাই, এদেশের মানুষের প্রতি, যারা আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন, বিশ্বাস

রেখেছেন, আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের জন্যই জীবনটা উৎসর্গ করেছেন, সেই সঙ্গে আমার মাও। গৃহহীন মানুষগুলো ঘর পাবে, তারা সুন্দর জীবন পাবে, এটা আমার বাবার জীবনের স্বপ্ন ছিল। তিনি সব সময়ই বলতেন, আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, বাংলাদেশের মানুষ উন্নত জীবন পাবে আর সেই জন্যই আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। জিয়াউর রহমান যে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, নিজেকে নিজে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেন। খুনি মোস্তাক, বাংলাদেশের আরেক মীর জাফর আমার বাবার সঙ্গে বেইমানি করে তাকে হত্যা করে, তাকে সহায়তা করে জিয়াউর রহমান। পরে তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে। খুনিদের বিচার হবে না, সেই আইন করে। বাংলাদেশের যে কোনো একজন নাগরিক বিচার পাবে, কিন্তু আমাদের সে অধিকার ছিল না। আমরা বিচার চাইতে পারতাম না, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

এ পর্যন্ত ৩৩৪ উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত হলো। এ পর্যন্ত পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭টি পরিবারকে ঘর দিয়ে জীবন জীবিকার পথ করে দেওয়া হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে জানান। যে ১২টি জেলার সব উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত হলো, সে জেলাগুলো হলো- মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর, ঝালকাঠি।

বাংলাদেশ সময়: ১২১২ ঘণ্টা, আগস্ট ৯, ২০২৩
এসকে/এসআই

DHAKA POST

ভূমি-গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে আরও ১২ জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক
০৮ আগস্ট ২০২৩, ০৫:১৫ এএম

ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার (৯ আগস্ট) এসব বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে দেশের ১২ জেলার সকল উপজেলাসহ সারাদেশে মোট ১২৩টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় বুধবার ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তর করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে তিন উপজেলায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বাড়িসহ জমি হস্তান্তর করবেন। ওইদিন এসব বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করবেন।

ওইদিন প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সুবিধা গ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তর করা হচ্ছে।

চলতি বছরের গত ২২ মার্চ দ্বিতীয় ধাপে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তথ্য বলছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প ইতোমধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে পুনর্বাসন করেছে। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারই দেখানো পথে শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেয়।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আর পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন।

DHAKA POST

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে ঘরে ঈদ আনন্দ

নজরুল ইসলাম

নোয়াখালী থেকে

০৯ আগস্ট ২০২৩, ০৭:৩৩ পিএম

মাস দেড়েক আগে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুরে আশ্রয়ণ প্রকল্পে একটি সেমি পাকা ঘর বরাদ্দ পান হাসিনা বেগম। ঘরটিতে বসবাস শুরুর সুযোগ পেলেও আনুষ্ঠানিকভাবে দলিল বুঝে পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। প্রহর গুনছিলেন কবে আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

সব অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বুধবার (৯ আগস্ট) হাতে পেলেন কাঙ্ক্ষিত সেই দলিল। দলিলে নিজের নাম দেখে আবেগাপ্লুত হাসিনা। পাকা ঘরসহ দলিল বুঝে পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে হাসিনা বলেন, ‘কখনও ভাবি নাই একটা পাকা ঘর হবে। এটা ছিল স্বপ্নের মতো। জমি পাইছি, ঘর পাইছি, দলিল পাইছি। আমরা খুব খুশি।’

মুজিববর্ষে ভূমিহীন-গৃহহীন সব অসহায় মানুষকে নতুন ঘর উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই অংশ হিসেবে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় এবার সারা দেশে ২২ হাজার ১০১টি সেমি পাকা ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ নোয়াখালী জেলায়

৪১৮ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। এর মধ্যে বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৫০টি পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘর হস্তান্তর করা হয়।

৪১৮ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। এর মধ্যে বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৫০টি পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘর হস্তান্তর করা হয়।

বুধবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সকাল ৯টার পর আমানউল্লাহপুরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আশপাশের এলাকাজুড়ে ছিল উৎসের আমেজ। নতুন ঘর পাওয়া নারীদের পরনে ছিল টিয়া রঙের শাড়ি। আর তাদের স্বামী কিংবা আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরতরা পুরুষরা পরেছেন লাল-সবুজ রঙের পাঞ্জাবি।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রবেশ মুখের সামনে তৈরি করা সামিয়ানার নিচে পুনর্বাসিতরা অপেক্ষা করছিলেন প্রধানমন্ত্রীর জন্য। কখন স্ক্রিনে দেখা যাবে সেই মানুষটিকে, যে তাদের ঘর উপহার দিয়েছেন। ঘড়ির কাঁটা ঠিক ১০টা। প্রায় ১০ মিনিট বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে স্ক্রিনে দেখা যায় সরকারপ্রধানকে। বঙ্গবন্ধু কন্যা বক্তব্য শুরু করেন। ভূমিহীন-গৃহহীন সব অসহায় মানুষকে নতুন ঘর উপহার দেওয়ার সংগ্রামের কথা স্মরণ করেন তিনি। শোকাবহ আগস্টে নিজের পরিবার হারানোসহ দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলেন সরকারপ্রধান। প্রায় ৩০ মিনিট চলে বক্তব্য। এরপর একে একে পাবনা, খুলনা ও নোয়াখালীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঘর পাওয়াদের অনুভূতি শুনেন। তাদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি।

বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা জাহেরাকে কথা বলার সুযোগ দেয় কর্তৃপক্ষ। ঘর পাওয়া জাহেরা তার অনুভূতি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীকে তার ঘরে আমন্ত্রণ জানান।

ঘর পাওয়া হালিমা আক্তার ঢাকা পোস্টের সঙ্গে অনুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘রাস্তার পাশে থাকতাম। প্রধানমন্ত্রী একটা ঠাঁই করে দিছে। প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।’

শাহিনা আক্তার বলেন, ‘স্বামী প্রতিবন্ধী। জায়গা-জমি কিছুই ছিল না। সরকার ঘর দিছে। শেখের বেটিরে আল্লা বাঁচাইয়া রাখুক।’

আমানউল্লাহপুরে পুনর্বাসিতদের সবার ঘরে ঘরে যেন ঈদ আনন্দ। এ আনন্দের অংশীদার হয়েছে আমানউল্লাহপুর কাচিহাটা গ্রামের বাসিন্দারাও। আশ্রয়ণের ঘর হস্তান্তরের অনুষ্ঠান দেখতে এসেছে দূরদূরান্তের লোকজনও।

কাচিহাটা গ্রামের বাসিন্দা কুদ্দুস শিকদার বলেন, ‘যাদের ঘর ছিল না তারা সবাই অসহায় ছিল। রাস্তা থাকত, উদ্বাস্তু। এখন তারা জমি-ঘর সব পাইছে। তাদের আনন্দ দেখে আমাদেরও আনন্দ লাগছে।’\

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় আজ সারাদেশে ২২ হাজার ১০১টি ঘর হস্তান্তরের মাধ্যমে যে কয়টি উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীন ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে একটি বেগমগঞ্জ উপজেলা।

নোয়াখালী জেলা প্রশাসক দেওয়ান মাহবুবুর রহমান বলেন, আজ পুরো আশ্রয়ণ প্রকল্পের এলাকায় আনন্দের জোয়ার বইছে। বাসিন্দারা যে যার ঘর সাজিয়েছে। তাদের মধ্যে আনন্দ বিরাজ করছে। তারা প্রকৃত ভূমিহীন তাদেরকেই আমরা ঘর দিয়েছি। তাদের জন্য তৈরি ঘরে যেসব ব্যবস্থা করা হয়েছে, তারা খুব ভালোভাবে বসবাস করতে পারবেন।

১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার দেখানো পথে কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আর পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জনকে।

প্রধানমন্ত্রীকে কবুতর উপহার দিতে চান সালমা

নজরুল ইসলাম

নোয়াখালী থেকে

০৮ আগস্ট ২০২৩, ০৫:৫০ পিএম

লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ থানার পশ্চিম বাজার বাঁধের গোড়ায় একটি ছোট ঝুপড়ি ঘরে জন্ম সালমার। যখন থেকে তিনি বুঝতে শেখেন, তখন থেকে দেখছেন তার পরিবারের নিজস্ব ভূমি বলতে কিছু নেই। সালমা বাবাকে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, আমাদের নিজস্ব জমি বলে কি কিছু নেই?

সড়কের পাশে সরকারি জায়গায় জন্ম নেওয়া সালামার বয়স এখন ২৭ বছর। তিনি এখন তিন সন্তানের মা। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় আগামীকাল বুধবার (৯ আগস্ট) ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি পাকা ঘর হস্তান্তর করা হবে। তার একটি ঘরের মালিকানা পেয়েছেন সালমা। প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাওয়ায় সালমা খুব খুশি। বঙ্গবন্ধু কন্যার কাছ থেকে পাওয়া উপহারের প্রতি সম্মান জানাতে তাকে (প্রধানমন্ত্রীকে) একটি কবুতর উপহার দিতে চান তিনি।

মঙ্গলবার (৮ আগস্ট) নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঢাকা পোস্টের সঙ্গে কথা হয় সালমার। তিনি বলেন, আমাদের ঘর ছিল না। রাস্তায় থাকতাম। প্রধানমন্ত্রী একটি ঘর দিয়েছেন আমার নামে। প্রধানমন্ত্রীকে আমার পালা একটি কবুতর উপহার দিতে চাই। আমার ১১টি কবুতর থেকে তাকে একটি কবুতর দেব।

মুজিববর্ষে ভূমিহীন-গৃহহীন সব অসহায় মানুষকে নতুন ঘর উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই অংশ হিসেবে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় এবার সারা দেশে ২২ হাজার ১০১টি পাকা ঘর দেওয়া হবে। এ দফায় নোয়াখালী জেলায় ৪১৮টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। এর মধ্যে বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। বুধবার (৯ আগস্ট) এসব পাকা ঘর আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে পাকা ঘর পেয়েছেন জেসমিন বেগম। একসময় মেঘনা নদীতে ভিটে হারাতে হয় জেসমিনের পরিবারকে।

জেসমিন বলেন, নদী আমাদের সব নিয়ে গেছে। বাঁধের গোড়ায় (চন্দ্রগঞ্জের পশ্চিম বাজার) গত ১৭ বছর থেকে আছি। রাস্তার পাশে সরকারের জমিতে ছিলাম। এখন আমরা ঘর পেয়েছি।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে আবার সরকারপ্রধান হিসেবে দেখার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন জেসমিন।

তিনি বলেন, ‘যে আমাদের ঘর দিয়েছে, আমরা চাই তিনি আবার ক্ষমতায় আসুন। তার জন্য আমরা আল্লার কাছে দোয়া করি। আল্লা তারে বাঁচাইয়া রাখুক।’

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, এ দফায় ঘর হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে দেশের ১২ জেলার সকল উপজেলাসহ সারাদেশে মোট ১২৩টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে তিন উপজেলায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বাড়িসহ জমি হস্তান্তর করবেন। সরকারপ্রধান যে তিন উপজেলার ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন, তার মধ্যে একটি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প। এছাড়া তিনি খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সুবিধা গ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা ঘর পাওয়াদের কাছ থেকে শুনবেন তাদের অনুভূতির কথা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় এরই মধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার দেখানো পথে কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আর পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জনকে।

পাবনাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী

জেলা প্রতিনিধি, পাবনা
০৯ আগস্ট ২০২৩, ১২:০১ পিএম

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য নির্মিত ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে পাবনা জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৬৪৬টি ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাবনা জেলাকে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার (৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পাবনার বেড়ার চাকলা ইউনিয়নের চাকলা আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন সরকার প্রধান।

অনুষ্ঠানে ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে এবার পাবনার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে চাটমোহরে ৭৮টি, ভাঙ্গুড়ায় ৪১টি, ফরিদপুরে ১১৩টি, সুজানগরে ৫৩টি, বেড়ায় ৩৬১টি ঘর হস্তান্তর করা হয়। ইতোমধ্যে উপকারভোগী বাছাই করে তাদের কবুলিয়াত ও নামজারী সম্পন্ন হয়েছে। সেই

সঙ্গে তাদের দখলও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসময় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য দেন আশ্রয়ণের বাসিন্দারা।

জেলা প্রশাসক সূত্রে জানা গেছে, এর আগে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ের প্রথমধাপে ৩ হাজার ৯টি ঘর ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে প্রদান করা হয়েছে। ৪র্থ পর্যায়ে জেলায় ১ হাজার ৫১৮টি ঘর বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ১ম ধাপে গত ২২ মার্চ ৮৭২টি ঘর প্রদান করা হয়েছে। আর ২য় ধাপে প্রদান করা হলো ৬৪৬টি ঘর।

এর আগে চারটি উপজেলা ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া, সাঁথিয়া ও পাবনা সদর উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আর এবার বাকি পাঁচটি উপজেলা চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, ফরিদপুর, বেড়া, সুজানগরে এই ঘোষণা করা হলো। এর মাধ্যমে পুরো জেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হলো।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু এমপি, পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য আহমেদ ফিরোজ কবির, রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি আনিসুর রহমান, পাবনা জেলা প্রশাসক মু: আসাদুজ্জামান, পাবনা পুলিশ সুপার মুন্সি আকবর আলীসহ স্থানীয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা।

স্বপ্ন এখন শুধু সামনে এগিয়ে যাওয়ার

নজরুল ইসলাম

নোয়াখালী থেকে

চারদিকে সবুজ গাছগাছালি। পাকা সড়ক থেকে ফসলি জমির পাশ দিয়ে ইটের রাস্তা ধরে প্রায় এক মিনিট হাঁটলে মিলবে একটি তাল গাছ। সেই তাল গাছে থাকা বাবুই পাখির বাসা জানান দিচ্ছে, নিজ ঘরে থাকতে পারার সুখ কতখানি।

বলছি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের কথা। এ আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত হয়েছে ভূমিহীন-গৃহহীন ৫০টি পরিবার। যাদের নিজস্ব মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। যারা স্বপ্ন দেখত এক টুকরো ভিটের, তারা এখন জমিসহ একটি পাকা ঘরের মালিক। ঘর পাওয়া এসব মানুষরা এখন স্বপ্ন দেখছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার। সমাজে মাথা উঁচু করে চলার। মূল ধারার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজেকে জানান দেওয়ার।

নাজমা বেগম প্রধানমন্ত্রীর উপহারের একটি পাকা ঘর পেয়েছেন। তার বড় ছেলে এবার লক্ষীপুরের কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছেন।

ছেলে মোহাম্মদ ফয়সাল বলেন, ‘রাস্তায় সরকারি জায়গার ওপর থাকতাম। সব সময় ভয়ে থাকতাম কখন যে উঠাইয়া দেয়। মা অনেক কষ্ট করে পড়ালেখাটা চালাইয়া গেছে। হিসাববিজ্ঞানে অনার্সে ভর্তি হইছি। সরকার ঘর দিয়েছে। এই ঘর থেকে অনার্স পড়া শেষ করতে চাই। জীবনে বড় কিছু হতে চাই।’

২৭ বছর আগে স্বামী হারান মরিয়ম বেগম। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে ভিক্ষা করতে হয়েছে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে। বর্তমানে শারীরিকভাবে অসুস্থ মরিয়মের কথা বলতে কষ্ট হয়। পাশ থেকে বোন রোজিনা মরিয়মের জীবনের করুণ গল্প বলছেন। আর মরিয়মের চোখ দিয়ে অজোরে অশ্রু ঝরছে।

চোখের পানি ফেলতে ফেলতে মরিয়ম বলেন, 'আন্নেরা ঘর দিছেন, আল্লা আন্নেগো ভালা করোক। প্রধানমন্ত্রী আন্নের লাই দোয়া করি। আল্লা আন্নের ভালা করুক।'

পুনর্বাসিতরা বলছেন, মাথা গোঁজার ঠাঁই হওয়াকে তারা জীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হিসেবে দেখছেন। তারা এখন স্বপ্ন দেখেন সন্তানদের শিক্ষিত করার। পরিশ্রম করে পরিবর্তন করতে চান ভাগ্যের চাকার।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় বুধবার (৯ আগস্ট) সারাদেশে ২২ হাজার ১০১টি পাকা ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন নোয়াখালী জেলায় ৪১৮ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর হস্তান্তর করা হবে। এর মধ্যে বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৫০টি পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘর হস্তান্তর করা হবে।

মঙ্গলবার (৮ আগস্ট) আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় সাজ সাজ রব। ঘর পাওয়া পরিবার ছাড়াও এলাকার স্থানীয়দের মধ্যেও আনন্দ বিরাজ করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা নূর আলম বলেন, 'উদ্বাস্তুদের বাঁচার অধিকার আছে। সরকার তাদের ঘর দিছে, আমরা খুশি। তারা এখন আমাদের প্রতিবেশী। আমরা তাদের ভালোভাবে গ্রহণ করেছি। আমাদের কাজের লোকের অভাব। আমরা চাইলে তাদের কাজে লাগাতে পারব।'

আমানউল্লাহপুরের আরেক বাসিন্দা জামাল হোসেন বলেন, ‘এদের সঙ্গে তো অনেকের মিলবে না। সখ্যতা তৈরি হবে কি না সময় বলে দেবে। আপাতত, কিছুই বলা ঠিক হবে না। তবে আমাদের চাওয়া হচ্ছে, পরিবেশটা যেন নষ্ট না হয়ে যায় আবার।’

আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর পাওয়া হাসিনার স্বামী মো. রাজু বলেন, ‘আমাদের মতো অসহায় লোকদের প্রধানমন্ত্রী ঘর দিছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এলাকার লোকজন অনেকে ভালোভাবে নিচ্ছে আমাদের। আবার অনেকে বিভিন্ন রকমের কথা বলে। এক জায়গায় থাকতে গেলে সবাইরে মিলে চলতে হবে।’

আমানউল্লাহপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. বাহারুল আলম ঢাকা পোস্টকে বলেন, ‘এ আশ্রয়ণ প্রকল্প এক একর ২৩ শতাংশ জায়গার ওপর করা হয়েছে। একেক জনের ভাগে প্রায় ২ শতাংশ জায়গা পড়েছে। এখানে মোট ৫০টা ঘর আছে। বাঁধের গোড়ায় থাকা ভূমিহীন ৪৫ জনকে এখানে ঘর দেওয়া হয়েছে। গোপালপুর ইউনিয়নের চারজনকে দেওয়া হয়েছে, আর একজন আলাইয়াপুরের।’

বাহারুল আলম বলেন, ‘যার কিছুই ছিল না, যারা ভাসমান ছিল তাদের এখানে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ঘর পেয়ে তারা খুব খুশি। ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীকে বা পিছিয়ে পড়াদের এ আশ্রয়ণের মাধ্যমে মূল ধারার লোকদের সঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে আমার দিক থেকে আমি সব ধরনের সহযোগিতা করব। আমরা আশা করি, তারা সবাই মিলেমিশে চলবে।’

বেগমগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইয়াসির আরাফাত বলেন, এ আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৫০টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এ জায়গাটা প্রায় দেড় কোটি টাকায় ক্রয় করা হয়েছে। এরা আগে রাস্তার পাশে সেতুর নিচে থাকত, অস্থায়ীভাবে ছিল। তারা কখনও কল্পনা করেনি, তারা ঘর পাবে। তারা জানে প্রধানমন্ত্রী তাদের ঘর দিয়েছে। যারা ঘর পেয়েছেন তারা সব

সুবিধা মিলিয়ে বলা যায়, প্রায় ১০ লাখ টাকার মালিক হয়ে গেছে। তাদের জন্য অনেক কিছু বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তারা শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হাতের নাগালেই পাবে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ২২ হাজার ১০১টি ঘর হস্তান্তরের মাধ্যমে যে কয়টি উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীন ঘোষণা করা হবে তার মধ্যে একটি হতে যাচ্ছে বেগমগঞ্জ উপজেলা। উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, আমরা বেগমগঞ্জ উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত করব। একজন মানুষও আর গৃহহীন থাকবে না। তারপরও পরবর্তীতে যদি কোনো গৃহহীন পাওয়া যায় তাদের পুনর্বাসন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তথ্য বলছে, আশ্রয়ণ প্রকল্প ইতোমধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে পুনর্বাসন করেছে। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার দেখানো পথে কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আর পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন।

ঢাকা টাইমস

বুধবার আরও ২২ হাজার ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী, গৃহহীন মুক্ত হবে ২১ জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা টাইমস

| আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৩, ১০:৫৯ | প্রকাশিত : ০৮ আগস্ট ২০২৩, ২২:৩৫

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় বুধবার ভূমিহীন ও গৃহহীন আরও ২২ হাজার ১০১টি পরিবারে মাঝে ভূমিসহ সেমিপাকা ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এরমধ্যে দিয়ে আরও ১২টি জেলা গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত হবে। এ নিয়ে গৃহ ও ভূমিহীন মুক্ত জেলার সংখ্যা হবে ২১টি।

বুধবার সকালে সাড়ে দশটায় সরকারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যে ভূমিসহ সেমিপাকা ঘর বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী।

খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লি আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে আরও ২২ হাজার ১০১ পরিবারের হাতে জমির দলিল তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করবেন তিনি।

আশ্রয়ণ প্রকল্প উদ্বোধন করার পরে সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র জানায়, ৩৩৪টি উপজেলার ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার মোট সংখ্যা হবে ২১টি। এছাড়া আরও ৪১টি জেলার ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণা করা হবে।

পাবনার জেলা প্রশাসক মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে এবার পাবনার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে চাটমোহরে ৭৮টি, ভাঙ্গুড়ায় ৪১টি, ফরিদপুরে ১১৩টি, সুজানগরে ৫৩টি, বেড়ায় ৩৬১টি ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। এরমধ্যে দিয়ে আজ পাবনা জেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত।’

তিনি বলেন, ‘যারা ঘর পেয়েছেন তাদের দখলও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে চারটি উপজেলা ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া, সাঁথিয়া ও পাবনা সদর উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বাকি পাঁচটি উপজেলা চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, ফরিদপুর, বেড়া, সুজানগরকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হলো।’

নোয়াখালী জেলা প্রশাসক দেওয়ান মাহবুবুর রহমান বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চতুর্থ পর্যায়ে (দ্বিতীয় ধাপে) নোয়াখালীর ৪টি উপজেলার ৪১৮ জন ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিক কার্যক্রমে মুজিববর্ষ থেকে এ পর্যন্ত ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১ পরিবার পেয়েছে ঘর। বুধবার আরও ২২ হাজার ১০১ পরিবারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমির দলিল তুলে দেবেন।

প্রকল্পের তথ্য মতে জানা গেছে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের আওতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায় এবং ২০২৩ সালের ২২ মার্চ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন, ২০২১-এ দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষের সময় তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। নতুন করে ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মধ্য দিয়ে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগীর মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২,৩৮,৮৫১।

ঢাকা টাইমস

১২ জেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা টাইমস

| আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৩, ১৩:২৯ | প্রকাশিত : ০৯ আগস্ট ২০২৩, ১০:৫১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন ২২ হাজার ১০১টি পরিবারের মধ্যে ভূমিসহ সেমিপাকা ঘর হস্তান্তর করার মধ্যে দিয়ে আরও ১২টি জেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেছেন। এনিয়ে মোট গৃহ ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার সংখ্যা দাঁড়াল ২১টি।

বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যে বাড়ি হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। আজ ১২টি জেলার সব উপজেলাসহ সারাদেশের মোট ১২৩টি উপজেলা গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত হয়েছে। আর তাতে দেশের ২১টি জেলার সব উপজেলাসহ ৩৩৪টি উপজেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হলো।

যে ১২টি জেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো- মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর এবং ঝালকাঠি।

আর আগে দুই দফায় ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হওয়া জেলাগুলো হচ্ছে- মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী,পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা এবং মাগুরা।

প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

পাবনার জেলা প্রশাসক মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে এবার পাবনার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে চাটমোহরে ৭৮টি, ভাঙ্গুড়ায় ৪১টি, ফরিদপুরে ১১৩টি, সুজানগরে ৫৩টি, বেড়ায় ৩৬১টি

ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে আজ পাবনা জেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত।’

তিনি বলেন, ‘যারা ঘর পেয়েছেন তাদের দখলও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে চারটি উপজেলা ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া, সাঁথিয়া ও পাবনা সদর উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বাকি পাঁচটি উপজেলা চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, ফরিদপুর, বেড়া, সুজানগরকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হলো।’

এছাড়া আজ খুলনায় ৯৮৭টি পরিবার, নোয়াখালীতে ৪১৮ পরিবার, মানিকগঞ্জে ২২৭টি, কুষ্টিয়ায় ১৬০টি, নাটোরে ৫৬৭টি, নওগাঁয় ২০২টি, ঠাকুরগাঁয়ে ৭৫১টি, দিনাজপুরে ৪৪৫টি, ময়মনসিংহে ৭৯৫টি, শেরপুরে ১৩৫টি, রাজবাড়ীতে ১৩টি, পিরোজপুরে ৬১৯টি এবং ঝালকাঠিতে ১৮৫টি ঘর হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের ১২ জেলা গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়।

আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে একটি অনন্য প্রকল্প, কারণ পৃথিবীর আর কোনো দেশে এতো বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের আওতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায় এবং ২২ মার্চ, দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি হস্তান্তর করা হয়। ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ওই বছরের ২০ জুন দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষের সময় তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি বাড়ি হস্তান্তর করা হয়েছে। আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি।

প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীনরা দুই দশমিক দুই শতাংশ জমিতে ভালো মানের টিনশেড আধা-পাকা বাড়ি পাচ্ছেন।

ঢাকা টাইমস

শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ৩৩৪ উপজেলা

মো. খসরু চৌধুরী (সিআইপি)

| প্রকাশিত : ১০ আগস্ট ২০২৩, ১৩:৫৭

প্রধানমন্ত্রী ৯ আগস্ট দেশের আরও ১২টি জেলা ও ১৩২টি উপজেলায় চতুর্থ ধাপে আরও ২২ হাজার ১০১টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে জমিসহ নবনির্মিত স্বপ্নের নীড় স্থায়ী ঠিকানার বাড়ি হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন এবং ১২টি জেলার সব উপজেলাসহ মোট ১২৩টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন।

এ সময় তিনি বলেন, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করছি। মানুষকে উন্নত জীবন দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আজকে আমি আনন্দিত যে, আমরা এ পর্যন্ত ৩৩৪ উপজেলাকে ভূমিহীনমুক্ত করতে পেরেছি। ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫ লাখ, ৫৫ হাজার ৬১৭টি পরিবারকে ঘর দিতে পেরেছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ দূরদর্শী কাজের মাধ্যমে দরিদ্র অথবা দারিদ্র্যসীমার নিচে যারা অবস্থান করছেন, তাদের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পেশাগত উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, পুষ্টিসহ সব ক্ষেত্রে আশ্রয়ণ প্রকল্পের রয়েছে অসাধারণ ভূমিকা। যা হবে দেশের টেকসই

উন্নয়নের সহায়ক। এর মাধ্যমে নারীর ঘর তথা জমির মালিকানাও নিশ্চিত হয়েছে, যা স্বীকৃতি পেয়েছে মৌলিক ধারণা হিসাবে।

সবার জন্য বাসগৃহ নিশ্চিত হলে জনস্বাস্থ্য হবে সুরক্ষিত ও নিরাপদ। কমবে দারিদ্র্য, দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। সহজে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে সামাজিক সেবাসমূহ। উল্লেখ্য, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে গ্রাম-বাংলায় কৃষি বিপ্লব, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, কুটির শিল্পসহ আনুষঙ্গিক শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা, যোগাযোগ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁর সেই দূরদর্শী স্বপ্ন বাস্তবায়ন হচ্ছে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে।

অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। আমাদের দেশে যে মানুষের নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, তাকে মূল্যায়ন করা হয় ঠিকানাহীন মানুষ হিসেবে। এক সময় দেশে এমন ঠিকানাহীন মানুষের সংখ্যা ছিল বিশাল। এদের একাংশ দারিদ্র্যতার কারণে হারিয়েছে নিজেদের বাড়িঘরসহ সবকিছু। অন্য অংশ নদীভাঙনের শিকার। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ছিল, সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার পূরণ। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার কোনো রিজার্ভ ছিল না। দেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের দেড় কোটি ছিল গৃহহীন। যাদের ১ কোটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ৫০ লাখ মানুষ ছিল স্বদেশেই উদ্বাস্তু। সে অবস্থায়ও শূন্য হাতে বঙ্গবন্ধু গৃহহীনদের গৃহদানের প্রকল্প গ্রহণ করেন। জাতির পিতার পথ ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যেক ভূমিহীন মানুষের জন্য নিজস্ব আবাসের ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নয়নের অগ্রাধিকার হিসেবে ভূমিহীন, গৃহহীন ও শিকড়হীন মানুষকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্নের কথা বিবেচনা করে ১৯৯৭ সালে তার সরকার 'আশ্রয়ণ' নামে একটি প্রকল্প চালু করে-যার অর্থ ভূমিহীন ও আশ্রয়হীনদের জন্যে আবাসন। শেখ হাসিনার সরকার সকলের জন্যে বিনা মূল্যে আবাসন নিশ্চিত করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

সরকার ক্ষমতা গ্রহণের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা অনেক আগেই পূরণ করেছে। ইতোমধ্যেই জনগণের প্রত্যাশার চেয়েও বেশিকিছু করতে পেরেছে। গুণগত ও সংখ্যাগত দুই দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসেছে, আমরা বাইরে রপ্তানিও করতে পারি। দেশে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হয়েছে। আইটি সেক্টর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এসব ইতিবাচক পরিবর্তনগুলোকে অব্যাহত রাখতে পারলে অচিরেই দেশ সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী এবং বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল শহর থেকে গ্রামে সবাই পাচ্ছে। ঘরে বসে দেশে-বিদেশে তথ্য বিনিময়সহ। অনলাইনে প্রয়োজনীয় অনেক কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। ইন্টারনেটের কারণে বিশ্ব একেবারেই হাতের মুঠোয়। এই ইতিবাচক পরিবর্তন ও ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সত্যিই যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। বছরের প্রথম দিনেই বিনামূল্যে সকল পাঠ্যবই পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

আগে মেয়েরা পড়াশুনায় অনগ্রসর ছিল, এখন উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন প্রণোদনার কারণে মেয়েদের শিক্ষিত করার ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতনতা বেড়েছে এবং মেয়েরাও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়েছে।

দেশপ্রেমী প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের কষ্টার্জিত উপার্জন দেশে পাঠাচ্ছে। বাড়ছে রেমিটেন্স, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ হচ্ছে সুনিশ্চিত। মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে।

একসময় বাংলাদেশ এলডিসিভুক্ত ছিল। বলা হতো অনুন্নত দেশ, তারপর বলা হতো উন্নয়নকামী দেশ। নিম্ন বা গরিব দেশ থেকে এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বড় অবদান রয়েছে। আমরা যদি দক্ষ শ্রমিক বিদেশে পাঠাতে পারি তাহলে রেমিটেন্স আরো বাড়বে। গ্যাস-বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে পারলে শিল্প-কারখানা আরো গড়ে উঠবে, বিদেশি বিনিয়োগও বাড়বে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ দৃশ্যমান। এক সময় বাংলাদেশকে যারা তলাবিহীন ঝুড়ি বলতো, আজ তারাই দেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রশংসা করেন। এটাই আওয়ামী লীগের অর্জন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারী নেত্রীদের মধ্যে আইকন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীনসহ সকলের সাথে সুসম্পর্ক রেখে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে জাতীয় নির্বাচনে যে স্বপ্ন দেশের মানুষকে দেখিয়ে ছিলেন, আজকে সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও ২২,১০১ ঘর তুলে দিলেন গৃহহীনদের হাতে

১০:৫১ এএম | ০৯ আগস্ট, ২০২৩

২৫ শ্রাবণ ১৪৩০

২১ মহররম ১৪৪৫

ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব ভূমিহীনের আবাসন নিশ্চিত করার সরকারি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গৃহহীনদের আজ আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর হস্তান্তর করেছেন।

বুধবার (৯ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চ্যুয়ালি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপে এসব বাড়ি হস্তান্তর করেন।

খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লি আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে আরও ২২ হাজার ১০১ পরিবারের হাতে জমির দলিল তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ১২টি জেলাকে গৃহহীন

ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র, প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিক কার্যক্রমে মুজিববর্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১ পরিবার পেয়েছে ঘর। বুধবার আরও ২২ হাজার ১০১ পরিবারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমির দলিল তুলে দেন।

প্রকল্পের তথ্য মতে জানা গেছে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের আওতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায় এবং ২০২৩ সালের ২২ মার্চ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন, ২০২১-এ দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষের সময় তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। নতুন করে ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মধ্য দিয়ে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগীর মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২,৩৮,৮৫১।

বাংলাদেশ

১৯ টা ৪৫ মিনিট, ৮ আগস্ট ২০২৩

আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় ঘর পাচ্ছে ২২ হাজারের বেশি পরিবার

নতুন দিনের, নতুন সম্ভাবনার হাতছানি লক্ষাধিক মানুষের সামনে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় দুই শতক জমি আর আধাপাকা ঘর পাচ্ছে আরও ২২ হাজার ১০১ পরিবার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্পের একাংশ। ছবি: সময় সংবাদ

ফারুক ভূঁইয়া রবিন

বুধবার (৯ আগস্ট) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব অসহায় পরিবারকে জমিসহ ঘর বুঝিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর উপকারভোগীদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি মতবিনিময় করবেন তিনি।

কিছুদিন আগেও যাদের কাছে একটুখানি ভিটেমাটি ছিল কেবলই স্বপ্ন, সহায়হীন সেসব মানুষের কাছে আজ তা ধরা দিয়েছে বাস্তব হয়ে। এভাবে দেশের প্রতিটি গৃহহীন মানুষকে ঠিকানা করে দিতেই এগিয়ে চলছে সরকারের বিশেষ কার্যক্রম আশ্রয়ণ প্রকল্প। রাষ্ট্রের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এ দর্শন বার্তা দিচ্ছে সব নাগরিকের উন্নতি আর সমৃদ্ধি নিশ্চিতে।

তেমনই এক দম্পতি ইউসুফ আলী-সীমা বেগম। কোনো দিন কল্পনা করেননি নিজেদেরও একটি স্থায়ী ঘর হবে। থাকতেন অন্যের বাড়িতে। আজ এর জায়গা তো কাল আরেকজনের জায়গায়। এভাবেই জীবন কাটছিল তাদের জীবন।

এ দম্পতি জানান, মানুষের জায়গায় থাকতেন তারা। কোনো রকম একটি ঘর বাঁধলেও কিছু দিন পরপর সেখানে থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়া হতো। মানুষের বাড়িতে কাজ করতেন তারা। ঠিকমতো খাবারও জুটত না। আজ প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে নিজের একটি ঠিকানা হয়েছে।

দিন বদলেছে ইদ্রিস-শরিফুন দম্পতিরও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারে সুখের ঠিকানা পেলেন ববিতা। পাবনার সুজানগরের আহাম্মদপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে এমন ৫৩ অসহায় পরিবার এখন দুই শতক জমি আর দুই কক্ষের আধাপাকা ঘরের মালিক। আপনালয়ে উচ্ছ্বাসের ছাপ এসব উপকারভোগীর চোখেমুখে।

তারা জানান, আগের চেয়ে এখন অনেকটা ভালো আছেন। যে কাজই করেন-না কেন, একটু শান্তিতে এসে ঘরে ঘুমাতে পারেন। আগে পরের জায়গায় থাকতেন, অশান্তিতে ছিলেন। এখন আল্লাহর রহমতে আর প্রধানমন্ত্রীর জন্য শান্তিতে থাকতে পারছেন।

এদিকে ছিন্নমূল এসব মানুষকে কেবল জমিঘরই নয়, সহায়তা করা হচ্ছে নিজের পায়ে দাঁড়াতেও। তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে প্রশিক্ষণ-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে স্থানীয় প্রশাসন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) বলেন, ‘যারা আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধিবাসী তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে তারা যেন বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে আরও বেশি প্রশিক্ষিত হয়ে কাজ করে আয় করতে পারে, সে জন্য বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি। একই সঙ্গে তারা যেন মূল ধারায় এসে জীবনমানের উন্নয়ন করতে পারে, সেটি নিয়ে আমরা কাজ করছি।’

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় এমন ২২ হাজার ১০১ পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘর বুঝিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার সুবিধাভোগী ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষ। পাবনাসহ ১২টি জেলা ও ১২৩ উপজেলাকে ঘোষণা করা হবে ভূমিহীনমুক্ত।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, ‘৯ আগস্ট আমরা দেখতে পাব যে, বাংলাদেশে ৬৪ জেলার মধ্যে ২১ জেলার ৩৩৪ উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হবে।’

বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি এ পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় এখন পর্যন্ত ঠিকানা পেয়েছেন ২৮ লাখের বেশি মানুষ। ভূমিহীনমুক্ত হয়েছে দেশের ২১ জেলার ৩৩৪ উপজেলা।

বাংলাদেশ

১৩ টা ৬ মিনিট, ১০ আগস্ট ২০২৩

নরওয়েজিয়ান শিক্ষাবিদের নিবন্ধ

শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে অনন্য

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্পকে বিশ্বে অনন্য উল্লেখ করে নরওয়েজিয়ান শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. অ্যাটলি পিয়ারসন বলেছেন, সরকারি জমিতে স্থায়ীভাবে বাড়ি নির্মাণ করে ঠিকানাহীন মানুষকে মালিকানা দেয়ার নজির আর কোথাও নেই।

নরওয়েজিয়ান শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. অ্যাটলি পিয়ারসন (ফাইল ছবি)

মহানগর ডেস্ক

মঙ্গলবার (৮ আগস্ট) নেপালের অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'রাতোপতি'তে 'উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের আশ্রয়ণ প্রকল্প' শিরোনামে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে এমন কথাই বলেছেন তিনি।

ড. অ্যাটলি লিখেছেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বে একটি অনন্য প্রকল্প। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পিছিয়ে পড়া মানুষের সাহায্যে নানা উদ্যোগ থাকলেও সরকারি জমিতে স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করে ঠিকানাহীন মানুষকে মালিকানা এবং সরকারি খরচে বিদ্যুৎ ও স্যানিটেশন সুবিধাসহ বাড়ি নির্মাণ করে দেয়ার আর কোনো নজির নেই।

দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষণা, কূটনীতি এবং ভূ-রাজনীতিতে অভিজ্ঞ অ্যাটলি পিয়ারসন আরও লেখেন, শেখ হাসিনা মডেল ফর ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট, যা দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে

অগ্রগতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, বর্তমানে আশ্রয়ণ প্রকল্প হিসেবে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'কেউ পিছিয়ে থাকবে না' এই নীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগের মাধ্যমে গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক নতুন স্তর উদ্বোধন করেন।

নিবন্ধ অনুসারে, আজ সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও আশ্রয়ণ একটি একক প্রচেষ্টা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তার জন্য অসংখ্য উদ্যোগ নেয়া হলেও ঠিকানাবিহীনদের নামে সরকারি জমিতে

মালিকানা হস্তান্তর করে বিদ্যুৎ ও স্যানিটারি সুবিধাসম্বলিত বাড়ি নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করে স্থায়ীভাবে এ ধরনের বাড়ি নির্মাণের নজির নেই। এই উদ্যোগে গৃহহীন বা ভূমিহীন পরিবারগুলোকে ২ শতাংশ খাস (সরকারি মালিকানাধীন জমি) জমি বন্দোবস্তোসহ যৌথ নামে বিদ্যুৎসহ দুই কক্ষবিশিষ্ট আধা-পাকা একক পরিবারের একটি বাড়ি গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়।

উদ্যোগটি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই জমির মালিকানার গ্যারান্টি দেয়, যা কেবল একজন পুরুষ এবং তার পরিবারকে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার সুযোগই দেয় না বরং নারীর ক্ষমতায়নের একটি বিরল উদাহরণও সৃষ্টি করে। গবেষকরা এমন একটি একক কেস নিয়ে আসতে পারেন যা অতুলনীয়।

এই প্রচারাভিযানের আকার এবং পরিধি নির্দিষ্ট ডেটা দেখে বোঝা যেতে পারে। ১৯৯৭ সালে শুরু হওয়া আশ্রয়ে উদ্যোগ এবং যেখানে ২৭,৭৮,০৮৫ জনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, গবেষণায় দেখা গেছে যে ৫,৫৫,৬১৭টি পরিবারকে আশ্রয়ণ দেয়া হয়েছে। আশ্রয়ণ ছাড়াও বীর নিবাস, সংখ্যালঘু পুনর্বাসন, ক্লাস্টার ভিলেজ, দুর্যোগ সহনশীল বাড়ি এবং হাউজিং ফান্ড হোমের মতো কর্মসূচিগুলো কার্যত অভিন্ন। জমির মালিকানা অর্জনের পাশাপাশি, এই কর্মসূচির ফলে ৪,১৪,৮০০ ব্যক্তি বাড়ির মালিকও হয়েছেন। ২৮,০০০ একরের বেশি জমিতে শুধুমাত্র বসতবাড়ি রাখার অনুমতি রয়েছে। ফলে, সারা দেশের ২১টি জেলার সকল উপজেলাসহ ৩৩৪টি উপজেলা বর্তমানে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৭ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে গৃহহীন প্রান্তিক ও অতিদরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে আশ্রয়ণ প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে 'শেখ হাসিনা মডেল' হিসেবে বিবেচিত হয়। এ পর্যন্ত ৩৫ লাখেরও বেশি মানুষ এ ধরনের বাড়ি পেয়েছেন। দেশের কয়েক লাখ গৃহহীন মানুষের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে আশ্রয়ণ পরিকল্পনার শুরু।

আমরা যদি তুলনামূলক প্রকল্পগুলোর দিকে তাকাই তবে লাল-সবুজ রঙের ঘরগুলো আমাদের একটি নতুন বাড়ির দিকে নিয়ে যাবে। আমরা যদি পরিসংখ্যান না বাড়াই, তাহলে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য দেশের ৩৩৪টি বিনামূল্যে উপজেলা আশ্রয়কেন্দ্র।

হোম ডিজাইনের এই পরিসীমাটি দেখায় যে কর্মসূচিটি কেবল সস্তা নয়; বরং, উপকারভোগী জনগোষ্ঠী

যাতে তাদের বিভিন্ন স্থানে প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিক ব্যবহারিক সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করার জন্য এটি অত্যন্ত যত্নসহকারে পরিচালনা করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ জাতির আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেছে। একটি প্লটের উপর একটি বাড়ি বা একটি পরিবার কেবল একটি আবাসিক সুবিধা নয়। সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের সম্পত্তি, আশ্রয় এবং অনুরূপ কর্মসূচির মালিক হওয়ার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলো শক্তিশালী হতে এবং নতুন সামাজিক মর্যাদা অর্জনে সহায়তা করেছে, যাতে তারা সমাজে পুনরায় একীভূত হতে পারে। এই প্রচেষ্টা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্থায়ী আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্যানিটেশন প্রদান, সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে এবং দৃশ্যমানভাবে পরিবর্তন করেছে।

জাতিকে এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতন্ত্র ও অনন্য ধারণা তত্ত্ব ও ভাষার ঊর্ধ্বে। এই দর্শনের ব্যবহারিক দিকটিও বেশ স্পষ্ট। 'শেখ হাসিনা মডেল অব ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট' আশ্রয়কেন্দ্র এবং এ ধরনের অন্যান্য উদ্যোগের আকারে প্রকাশ পায়।

বুধবার গণভবনে জমিসহ ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপকারভোগীরা অন্য জেলা থেকে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন।

এই মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে দরিদ্রতম মানুষের উপার্জন সম্ভাবনা বৃদ্ধি, তাদের সম্মানজনক জীবনযাত্রা এবং সামাজিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা করা, জমি এবং বাড়ির মালিকানার জন্য মহিলাদের ক্ষমতায়ন, তাদের দক্ষতা এবং দক্ষতা বিকাশ, পরিবেশ রক্ষা এবং গ্রামে থেকে শহর সুবিধা নিশ্চিত করা।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নিরাপত্তা বোধ ৯৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের সামাজিক

মর্যাদা বেড়েছে ৯৮ দশমিক ৫ শতাংশ, তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে ৯৫ দশমিক ২ শতাংশ, নতুন আসবাবপত্র কেনার সক্ষমতা বেড়েছে ৭০ দশমিক ২২ শতাংশ, তাদের ইতিবাচক আচরণ বেড়েছে ৬০ দশমিক ৭৮ শতাংশ, সামাজিক সম্প্রীতি বেড়েছে ৬০ দশমিক ২১ শতাংশ এবং তাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস কেনার সক্ষমতা বেড়েছে ৫৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

শেখ হাসিনার অন্যান্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি আশ্রয়ণ প্রকল্পটি সর্বকালের সর্ববৃহৎ পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মানব বসতি স্থাপনের জন্য জাতিসংঘের হ্যাবিট্যাট প্রোগ্রামের অধীনে এই ধারণাটি অনুসন্ধান করা হচ্ছে। ২০২২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে 'শরণার্থী: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য শেখ হাসিনা মডেল’ শীর্ষক বিতর্কে অংশ নেন জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশের নীতিনির্ধারকরা।

তবে, আজ সারা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছে কিভাবে বাংলাদেশের দরিদ্র, অসম্মানজনক ও অবহেলিত নারীরা জমির অধিকার অর্জন করেছে এবং তাদের স্বামী ও সন্তানদের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব ‘বাড়ি’ হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে, তারা সম্মান, মর্যাদা, সাহস এবং জীবনের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করছে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন নাগরিকও গৃহহীন বা ভূমিহীন থাকবে না' এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ২০২০ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পরিচালিত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পটি শুরু হয়। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে এই প্রকল্পের প্রথম ধাপে ৬৩ হাজার ৯টি একক পরিবারের বাড়ি হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী।

বুধবার ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেয়া পাবনা জেলার উপকারভোগী, স্থানীয় সংসদ সদস্য ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে চারটি ধাপে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১ পরিবার বাড়ি ও জমি পেয়েছে।

সর্বশেষ বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও ২২ হাজার ১০১টি পরিবারকে নতুন ঘর বুঝিয়ে দেন। একই সঙ্গে দেশের ১২ জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।

আশ্রয়ণসহ অন্যান্য ঘরের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছেন। বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি এ পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় এখন পর্যন্ত ঠিকানা পেয়েছেন ২৮ লাখের বেশি মানুষ।

দেশের সব উপজেলার প্রায় ২৫ হাজার স্থানে এসব ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় ২৪ হাজার একর জমি।

আগামীতেও আওয়ামী লীগে আস্থা রাখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

সৌমিত্র মজুমদার, একাত্তর

প্রকাশ: ০৯ আগষ্ট ২০২৩ ১৩:৫৭:৫০ আপডেট: ০৯ আগষ্ট ২০২৩ ১৮:৫৬:১৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৫ আগস্ট খালেদা জিয়ার জন্মদিন না হলেও কেককেটে আনন্দ উল্লাস করতো। যেদিন আমাদের চোখের পানি পড়ে সেদিন তারা মিথ্যা জন্মদিন বানিয়ে উৎসব করতো। শুধুমাত্র আমাদের আঘাত দেওয়ার জন্য এটা করতো তারা।

বুধবার সকালে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

তিনি বলেন, ১৫ আগস্ট আমি এবং আমার ছোট বোন রেহানা বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম। ছয় বছর দেশে আসতে পারিনি। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল। জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশের আরেক মীরজাফর খুনি মোস্তাককে দিয়েই জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘খুনিদেরকে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। তাদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদও জিয়ার পথ ধরে ক্ষমতা দখল করেছিল।

তিনি বলেন, আমরা জনগণের জন্য কাজ করি। আর বিরোধী দল আছে যারা মানুষ পুড়িয়ে মারে, হত্যা করে। ৭৫-এর পর গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিলো। গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোট, ভাতের অধিকারের জন্য আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করেছে। আজ জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষমতায় বসে লুটপাট, ভাগবাটোয়ারা করতে জনগণকে পুড়িয়ে মারে বিএনপি। যারা এখনো কর্মসূচির নামে জনগণকে জিম্মি করছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি বোমা, গ্রেনেড হামলা ছাড়া কিছুই বোঝে না। মানুষের জন্য তাদের চিন্তা নাই। বিএনপি এখনও মানুষকে জিম্মি করে লুটপাট করার চিন্তা করে।

ঘর হস্তান্তরের উদ্বোধন ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী জানান, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বীরনিবাস, বস্তিবাসিদের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে। জলবায়ু উদ্বাস্তু, কুষ্ঠরোগী, বেদে সম্প্রদায়, ভিক্ষুক, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদেরও পুনর্বাসন করা হচ্ছে। তাদের জীবন পাল্টে গেছে। প্রতিটি শ্রেণির একটি মানুষও যেন অযত্নে অবহেলায় না থাকে সেটাই লক্ষ্য। যে মানুষগুলোকে জাতির পিতা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

বুধবার ১২টি জেলার সব উপজেলাসহ সারাদেশের ১২৩টি উপজেলা গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। চতুর্থ ধাপে ২২ হাজার ১০১টি পরিবারের মোট ১ লাখ ১০ হাজার ৫০৫ জন মানুষ পেলো মাথা গোঁজার ঠাঁই। পরিবারগুলো পেয়েছে ২ শতক জমিসহ একটি বাড়ির মালিকানা।

গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত জেলাগুলো হলো- পাবনা, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি।

আর আগে দুই দফায় ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত জেলাগুলো হলো- মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা।

নতুন ঠিকানায় ১২ জেলার ২২ হাজার গৃহহীন পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদক, একাত্তর

প্রকাশ: ০৯ আগষ্ট ২০২৩ ১০:৫২:০০ আপডেট: ০৯ আগষ্ট ২০২৩ ১৩:৪৭:৩১

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নতুন ১২ জেলায় ১২৩টি উপজেলায় জমিসহ নতুন ঘর পেয়েছেন ২২ হাজার ১০১টি পরিবার। প্রকল্পটির চতুর্থ পর্যায়ের ষষ্ঠ ধাপে অবশিষ্ট পরিবারকে জমিসহ ঘর দেওয়া হলো আজ। এর আগে প্রকল্পটির আওতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে সারাদেশে দুই লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি পরিবারকে দুই শতক করে খাসজমিতে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দেশের তিনটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর হস্তান্তর উদ্বাধন ও ১২ জেলা ৩৩৪টি উপজেলা গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, চতুর্থ পর্যায়ের ষষ্ঠ ধাপে হস্তান্তর করা ঘরগুলোতে এক লাখ ১০ হাজার ৫০৫ জন মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলো। তিন বছরে ১২ লাখ মানুষকে পুনর্বাসন করা হয়েছে, যেটি শুরু হয়েছিল ২০২০ সাল থেকে।

শেখা হাসিনা বলেন, মানুষ উন্নত ভবিষ্যৎ পাবে সেটাই ছিলো জাতির পিতার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরণে মানুষকে উন্নত জীবন দিতেই চেষ্টা করে যাচ্ছি।

সরকারপ্রধান বলেন, জিয়াউর রহমানের ধারাবাহিকতায় জনগণের ভোট চুরি করে খালেদা জিয়া, এরশাদ বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সংসদে বসায়। এভাবেই তারা খুনিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। শুধু আমাদের আঘাত দেয়া জন্য খালেদা জিয়া ১৫ আগস্ট মিথ্যা জন্মদিন পালন করতো।

প্রধানমন্ত্রী জানান, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বীরনিবাস, বস্তিবাসিদের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে। জলবায়ু উদ্বাস্তু, কুষ্ঠরোগী, বেদে সম্প্রদায়, ভিক্ষুক, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদেরও পুনর্বাসন করা হচ্ছে। তাদের জীবন পাল্টে গেছে। প্রতিটি শ্রেণির একটি মানুষও যেন অযত্নে অবহেলায় না থাকে সেটাই লক্ষ্য। যে মানুষগুলোকে জাতির পিতা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

তিনি বলেন, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারাবিশ্বের মতো মুদ্রাস্ফীতির আঘাত বাংলাদেশেও। সেজন্য এক কোটি পরিবারকে পারিবারিক কার্ড দিচ্ছি। তারা যেন স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে। দ্রব্যমূল্যের চাপে কষ্ট না পায় সেজন্য সরকার এ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিতসহ জীবিকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব রয়েছে। নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিনামূল্যে দেওয়া পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে। পাশাপাশি নিজের আঙ্গিনায় যার যতটুকু সামর্থ্য চাষাবাদ করবেন।

তিনি বলেন, আমরা জনগণের জন্য কাজ করি। আর বিরোধী দল আছে যারা মানুষ পুড়িয়ে মারে, হত্যা করে। ৭৫ এর পর গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিলো। গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোট, ভাতের অধিকারের জন্য আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করেছে। আজ জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি বোমা, গ্রেনেড হামলা ছাড়া কিছুই বোঝে না। মানুষের জন্য তাদের চিন্তা নাই। বিএনপি এখনও মানুষকে জিম্মি করে লুটপাট করার চিন্তা করে।

এদিন ১২টি জেলার সব উপজেলাসহ সারাদেশের ১২৩টি উপজেলা গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের ২১টি জেলার সব উপজেলাসহ ৩৩৪টি উপজেলার সব ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসিত হলো। এর আগে দুই দফায় আরও ৯টি জেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার ভূমিহীন-গৃহহীন ঘোষণা হওয়া ১২টি জেলা হলো- পাবনা, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি।

তার মধ্যে পাবনায় ৬৪৬, নোয়াখালীতে ৪১৮, মানিকগঞ্জে ২২৭, কুষ্টিয়ায় ১৬০, নাটোরে ৫৬৭, নওগাঁয় ২০২, ঠাকুরগাঁয়ে ৭৫১, দিনাজপুরে ৪৪৫, ময়মনসিংহে ৭৯৫, শেরপুরে ১৩৫, রাজবাড়িতে ১৩, পিরোজপুরে ৬১৯ এবং ঝালকাঠিতে ১৮৫টি ঘর হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের ১২ জেলা গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়।

আর আগে দুই দফায় ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত জেলাগুলো হলো- মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, আশ্রয়ণ প্রকল্পসহ অন্য প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছে। শুধু আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছে ২৮ লাখ মানুষ। আর মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছে ১১ লাখ ৯৪ হাজার ৩৫ জন ছিন্নমূল মানুষ, যাদের জন্য দুই লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ‘আশ্রয়ণ’ নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

শুধু গৃহহীন-ভূমিহীন নয়, সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকেও দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর। এর মধ্যে মান্তা সম্প্রদায়, বেদে সম্প্রদায়, হিজড়া সম্প্রদায়, কুষ্ঠ রোগীদের জন্য রংপুরে বান্দাবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্প, তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ নকশার ঘর, দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলায় কয়লা খনির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (রাখাইন) পরিবারের জন্য বিশেষ নকশার টংঘর নির্মাণ, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, হরিজন সম্প্রদায়, বাগদী সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী পরিবার, জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হয়েছে।

টাঙ্গাইলের ৯ উপজেলাকে গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা

যুগান্তর প্রতিবেদন, টাঙ্গাইল

০৯ আগস্ট ২০২৩, ০৬:২৬ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

টাঙ্গাইলে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে আরও ৩১৪টি ঘর ভূমি ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে। একই সঙ্গে টাঙ্গাইলে ৯ উপজেলা গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপহারের নতুন ঘর হস্তান্তরের উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী জমি ও গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করার পর টাঙ্গাইলের বাসাইলে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ঘরের দলিল হস্তান্তর করেন জেলা প্রশাসক মো. কায়ছারুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাসাইল পৌরসভার মেয়র রাহাত হাসান টিপু, বাসাইল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কাজী অলিদ ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পাপিয়া আক্তারসহ উপকারভোগীরা।

এর মধ্য দিয়ে চতুর্থপর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে ঘাটাইল উপজেলায় ৪০টি, নাগরপুরে ৩৮, সদরে ৬৭, মির্জাপুরে ৬৪, কালিহাতীতে ১৮, ভূঞাপুরে ৪২, বাসাইলে ১৫টি পরিবারের ঘর হস্তান্তর করা হলো। সব মিলিয়ে টাঙ্গাইলের নাগরপুর, মির্জাপুর, বাসাইল, কালিহাতী এবং ঘাটাইল উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হলো। এর আগে আরও চার উপজেলাকে গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়। এ নিয়ে জেলার ১২ উপজেলার মধ্যে ৯ উপজেলা গৃহহীনমুক্ত। এছাড়া বাকি আরও তিন উপজেলাকে দ্রুতই গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে।

এদিকে একই সময়ে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ৬৭টি পরিবারের মাঝে ঘরের কাগজপত্র হস্তান্তর করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ছানোয়ার হোসেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. ওলিউজ্জামান, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শাহজাহান আনছারী, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাসান বিন আলী, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অতনু বড়ুয়া, বাঘিল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. এসএম মতিউর রহমান মন্টু প্রমুখ।

নিজের ঘরে নতুন জীবনের রঙিন স্বপ্ন

আজ ২২ হাজার গৃহহীনকে ঘর দেবেন প্রধানমন্ত্রী

২১ জেলা ও ৩৪৩ উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে

হাসিবুল হাসান, পাবনা থেকে

০৯ আগস্ট ২০২৩, ১২:০০ এএম | প্রিন্ট সংস্করণ

কথায় আছে জন্মের পর থেকেই 'জীবনযুদ্ধ শুরু'। মহরম শেখের বেলায় সম্ভবত তা জন্মের আগেই শুরু হয়। তিনি যখন মায়ের পেটে তখনই তার মাকে ছেড়ে চলে যান বাবা। ফলে পৃথিবীতে আসার আগেই মহরম হয়ে যান পিতৃহারা, ঠিকানাহীন। মা চলে আসেন নানাবাড়িতে। তবে সুখ আর আসেনি তাদের জীবনে। অনিশ্চয়তার ভেলায় ভেসে চলা সেই জীবনে মাকে নিয়ে চলেছে নিরন্তর সংগ্রাম। থেকেছেন অন্যের জায়গায়। যখন যে কাজ পেয়েছেন সেটাই করেছেন। অনিশ্চয়তার সেই জীবন থেকে মহরমকে স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বছরখানেক আগে পাবনার হেমায়েতপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে জমিসহ পাকা ঘর পেয়েছেন তিনি। মা, স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে দুই রুমের সেই ঘরেই থাকেন মহরম শেখ। অতীতের স্মৃতি, কষ্ট আর সংগ্রামের সেই জীবনের কথা এভাবেই যুগান্তরের কাছে তুলে ধরেন মহরম শেখ।

Advertisement

সরেজমিন দেখা গেছে, প্রধানমন্ত্রী যে ঘর দিয়েছেন তার সামনে ছোট একটা বাগানের মতো তৈরি করেছেন মহরম। ঘরের তিন পাশেই লাগিয়েছেন নানা ধরনের গাছ। এ বিষয়ে জানালেন, আগে তো শখ থাকলেও এগুলো করতে পারতাম না। এখন নিজের জায়গা হয়েছে, তাই শখের এই কাজগুলো করতে পারছি। তিনি বলেন, এখন অনেক ভালো আছি। মেয়ে স্কুলে পড়ে। তাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের নানা স্বপ্নের কথাও জানালেন মহরম শেখ।

হেমায়েতপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের ডানদিকে ঢুকতেই চোখে পড়ে এক বয়স্ক মহিলা একাকী একটি রুমে বসে আছেন। কাছে গিয়ে কথা বলে জানতে পারলাম, তার নাম মর্জিনা খাতুন। নিজের সঠিক বয়স বলতে পারলেন না মর্জিনা। তবে মনে আছে স্বামী মারা গেছে যুদ্ধের বছর। এরপর হাসপাতালে আয়ার চাকরি করতেন মর্জিনা। এখন আর কিছুই করতে পারেন না। জায়গাজমি কিছুই ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া আশ্রয়ণ প্রকল্পে বাড়ি পেয়েছেন তিনিও। বঙ্গবন্ধুকন্যার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মর্জিনা খাতুন বলেন, আমার থাকার কোনো জায়গা ছিল না, পায়ের নিচে মাটি ছিল না। কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। এই ঘর পাওয়ার পর পায়ের নিচে মাটি পেয়েছি।

শুধু মহরম শেখ বা মর্জিনা খাতুনই নয়, তাদের মতো পাবনার হেমায়েতপুরের আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর পেয়েছেন ৬৫ পরিবার। তাদের সবার জীবনের গল্পই প্রায় একই। এসব মানুষকে স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পেয়েছেন পাকা ঘর। তাই এখন তারা নতুন ঘরে নতুন স্বপ্ন বুনছেন। সবার মুখে উজ্জ্বল হাসি। এখন আর তাদের ঘরের চিন্তা নেই। ঝড়-বৃষ্টিতে থাকতে আর কষ্ট হবে না। নতুন পাকা ঘর পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তারা।

প্রসঙ্গত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তার মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোগ নেন দেশে একটি মানুষও গৃহহীন-ভূমিহীন থাকবে না। এরই অংশ হিসাবে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি এ পর্যন্ত চার দফায় ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ বুধবার পঞ্চম ধাপে আরও ২২ হাজার ১০১টি গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারকে ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে আরও ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হবে। এ নিয়ে মোট ২১টি জেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হবে।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে খুলনার তেরখাদার বারাসাত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্যাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর হস্তান্তর করবেন। এর মধ্য দিয়ে ১২৩টি উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে। আগের ২১১টিসহ মোট ৩৪৩টি উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হবে।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে নোয়াখালী সফরে গিয়ে আশ্রয়হীনদের প্রথম পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন বঙ্গবন্ধু। তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম সরকার গঠনের পর ১৯৯৭ সালে আশ্রয়হীনদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে প্রথম উদ্যোগ হিসাবে গ্রহণ করেন 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে শেখ হাসিনা দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বাসস্থানের নিশ্চয়তার ঘোষণা দেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া জানান, সরকারি উদ্যোগে দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি ও গৃহ প্রদানের এ নজির পৃথিবীতে অনন্য। কারণ পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্যও স্থায়ী ঠিকানা : শুধু স্বাভাবিক মানুষই নয়, প্রধানমন্ত্রী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্য। তাদের (তৃতীয় লিঙ্গ) স্বীকৃতির পর নিজেদের স্থায়ী ঠিকানাও করে দিচ্ছেন শেখ হাসিনা। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পাবনা সদরের হেমায়েতপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর পেয়েছেন ১০ জন। তারা হলেন-মিতুল, সুমি, ভাবনা, মিষ্টি, নদী, টুকটুকি, ঐশি, বেলা, মোকলেছুর রহমান, রিপ্তি। মিতুল তাদের 'গুরু মা'। সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, ১০ জনকে ঘর দেওয়া হলেও থাকেন ১২ জন। এক পাতিলে রান্না করে খান সবাই। হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরু আছে। সবাই মিলে আঙিনায় চাষ করছেন নানা ধরনের সবজি।

‘গুরু মা’ মিতুল বলেন, আমরা তো পরিবার ছাড়া। আগে কেউ ঘর ভাড়া দিতে চাইত না। আমাদের কোনো মেহমান এলে ওই বাসায় নেওয়া যেত না। বেশি মানুষ এলে ওপরের ভাড়াটিয়ারা কমপ্লেইন দিত। দুর্বিষহ জীবন ছিল। প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্বীকৃতির পরে স্থায়ী ঠিকানাও দিয়েছেন। এখন আমরা অনেক ভালো আছি। আমরা জোরে মন খুলে হাসতে পারছি, কথা বলতে পারছি, আমাদের কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে মিশতে পারছি। এখন নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখা এই মানুষগুলো বললেন, আঙিনায় নিজেরা নানা ধরনের সবজি লাগাই, হাঁস, মুরগি, গুরু, ছাগল আছে, সবাই মিলে পালি। সাতটি সেলাই মেশিন দিয়েছে সরকার। কয়েকজন সেই কাজও জানে। জেলা প্রশাসকের কাছে লেখাপড়া শেখার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষগুলো। বললেন, আমরা চাই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে হোক কিংবা অন্য যেভাবেই হোক, আমরা একটু বাংলা ও আরবি পড়াশোনা করব।

সিলেটের ৯ উপজেলা ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা

সিলেট ব্যুরো

০৯ আগস্ট ২০২৩, ০৯:২১ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

ফাইল ছবি

সিলেট জেলায় আরও ৫৯৭ পরিবারকে ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে জেলার আরও ৫টি উপজেলাকে ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ নিয়ে জেলায় ৯টি উপজেলা ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত হলো।

বুধবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে আনুষ্ঠানিকভাবে সিলেটের অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশের একজন মানুষও যাতে ভূমি ও গৃহহীন না থাকেন সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। এরই অংশ হিসেবে বুধবার চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে সিলেট বিভাগে ২ হাজার ২৮৭ ভূমি ও গৃহহীন পরিবার পায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার। যাদের মধ্যে শুধু সিলেট জেলায় পায় ৫৯৭ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার।

সিলেট জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে সারা দেশে ২২ হাজার ১০১ জন ভূমি ও গৃহহীন পান প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর। এর মধ্যে সিলেট বিভাগের ৪ জেলায় ২ হাজার ২৮৭টি ঘর দেওয়া হয়। আর সিলেট জেলায় দেওয়া হয় ৫৯৭টি ঘর।

বুধবার এসব ঘর হস্তান্তর করা হয়। সিলেটে ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি সকালে ঘর হস্তান্তরের উদ্বোধন করেন।

৪র্থপর্যায়ের ২য় ধাপে সিলেট জেলায় ৫৯৭টি 'ক' শ্রেণির ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর প্রদান করা হয়। এর মধ্যে সিলেট সদর উপজেলায় ১৭৫, বালাগঞ্জে ৪৬, বিয়ানীবাজারে ১৮, বিশ্বনাথে ৭১, কোম্পানীগঞ্জে ১৫, গোলাপগঞ্জে ৮৮, জকিগঞ্জে ৩০ এবং ওসমানীনগর উপজেলায় ৩০টি ঘর দেওয়া হয়। চতুর্থপর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে ঘর দেওয়ার মাধ্যমে জেলার গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোয়াইনঘাট, জকিগঞ্জ ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় কোনো ভূমি ও গৃহহীন রইল না। তাই এসব উপজেলাকে 'ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত' ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত' ঘোষণা করা হয়। সব মিলিয়ে সিলেট জেলায় মোট ৫৫৫৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প: আরো ২২,১০১ ছিন্নমূল পরিবার ঘর পাচ্ছে আজ

*** ছিন্নমূলদের ঘরে এ যেন ঈদের আনন্দ * নিজের ঘরে স্বাধীনভাবে থাকবেন কাশেম-ববিতা-রত্নারা**

মোবারক আজাদ, পাবনা থেকে

০৯ আগস্ট, ২০২৩ ০৪:০৪শেয়ার

সারি সারি লাল-সবুজের ঘর। এই ঘরগুলো আজ হস্তান্তর করা হবে। গতকাল পাবনার সুজানগর উপজেলার আহম্মদপুর থেকে তোলা। ছবি : কালের কণ্ঠ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা, কেউ আর গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না। এর ধারাবাহিকতায় আজ বুধবার প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে আরো ১২টি জেলায় ২২ হাজার ১০১টি ছিন্নমূল পরিবারের মাঝে ২ শতাংশ জমিসহ ঘর হস্তান্তর করবেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১টি জেলার আরো ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে, ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৩৩৪ এবং এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২১।

আজ যাঁদের ঘর দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে অনেকে কিছুদিন ধরে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তাঁদের নতুন ঠিকানায় ঠাঁই পেতেছেন।

তাঁদের মধ্যে পাবনার সুজানগর উপজেলার আহম্মদপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. কাশেম শেখ (৪৭) একজন। পেশায় তিনি ভ্যানচালক ও দিনমজুর। জন্মের পর থেকে নিজের জমি দূরের কথা, মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু ছিল না।

আজ এখানে, কাল ওখানে করে ২৫ বছর মানুষের বাড়িতে ছাপরা ঘরে থেকেছেন। ছয় ছেলেমেয়ের সংসার নিয়ে শিকার হয়েছেন অনেক লাঞ্ছনার। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নতুন ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কাশেম শেখ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পরের জায়গায় থাকা, থাকা হলো! কটু কথাবার্তা শুনতে হতো প্রতিনিয়ত এবং ছেলেমেয়েদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। এখন তারা নিজেদের মতো করে খেলতে পারছে, স্কুলে যেতে পারছে।

'

নিজের ঘরটি (৪৮ নম্বর) দেখিয়ে তিনি বলেন, 'এমন পাকা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর হবে আমাদের কল্পনা করিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য লাখো-কোটি দোয়া, উনার ইচ্ছায় আল্লাহর রহমতে আমাদের ঠিকানা হলো।'

কাশেম শেখের মতো আহম্মেদনগর ইউনিয়নের আরো ৫৩টি ছিন্নমূল ও উদ্বাস্তু পরিবারকে আজ ২ শতক জমিসহ ঘর দেওয়া হবে।

এর মধ্যে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া দুই সন্তানের জননী ববিতা আক্তার (২৮) জানান, বিচ্ছেদের পর দুই সন্তান ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কয়েক বছর মানুষের বাড়িতে, রাস্তার কিনারায় কাটিয়েছেন। এখন জমিসহ ঘর পেয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন।

ববিতা বলেন, 'এখন মা-মেয়ে কাঠের মিলে কাজ করেও সুন্দরভাবে চলতে পারি। আগে কত রোদে পুড়েছি, আর বৃষ্টিতে ভিজেছি বলে শেষ করতে পারব না। আগের তুলনায় অনেক শান্তিতে আছি।' তাঁর পাশের ঘরের বাসিন্দা রত্নাও জমিসহ ঘর পেয়ে আগের চেয়ে অনেক ভালো আছেন বলে জানান।

এই আশ্রয়ণে ঘর পাওয়া রাজমিস্ত্রি সাব্বির বলেন, 'আগে ঠিকানা ছিল না, তাই যেখানেই থাকতাম কেমন যেন অপরাধীর মতো লাগত। কে কখন তুলে দেয়, এ ভয়ে। সে ভয় প্রধানমন্ত্রী দূর করেছেন। দিনশেষে আমাদের একটা ঠিকানা হইছে।'

দুই সন্তানের মা হোছনা (৪৫) জানালেন, আধাপাকা ঘরটি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। থাকার কক্ষের সঙ্গে রান্নাঘর। পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থাও ভালো। বিদ্যুৎ ও পানি আছে। সব মিলিয়ে পরিবার নিয়ে এখন খুব ভালোভাবে থাকতে পারবেন।

কাশেম, ববিতা ও সাব্বিরদের মতো আপন ঠিকানা পাওয়া সবার ঘরে ঘরে যেন ঈদের আনন্দ বইছে।

পাবনার সুজানগর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. তরিকুল ইসলাম কালের বলেন, 'এখানে যারা ঘর পেতে যাচ্ছেন সবার মাঝে আনন্দের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক চাহিদা ও কর্মসংস্থানের বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোর দীর্ঘদিনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হবে।'

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের আওতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায়। এর আগে ২২ মার্চ, ২০২৩-এ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হয়।

২৩ জানুয়ারি, ২০২১-এ প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন, ২০২১-এ দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষের সময় তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি ঘর বিতরণ করা হয়েছে। আজকের ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মুজিববর্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ৩১ মাসে মোট ঘরের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে দুই লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১।

গত সোমবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল খুলনার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন।

রাঙ্গুনিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেলেন ১৫ পরিবার

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৩, ১০:৪০ পিএম

অনলাইন সংস্করণ

রাঙ্গুনিয়ায় সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর পাওয়া বাসিন্দারা দলিল হাতে অতিথিবৃন্দের সঙ্গে। ছবি: কালবেলা

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার আরও ১৫ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজেলার সরফভাটা সিঙাপুর ও চন্দ্রঘোনা বনগ্রাম এলাকায় নির্মিত এই পাকাঘরগুলো বুধবার (৯ আগস্ট) সকালে হস্তান্তর করা হয়।

এদিন কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে রাঙ্গুনিয়াসহ সারা দেশের ২২ হাজার ১০১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে জমিসহ বাড়ি হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অনুষ্ঠানে রাঙ্গুনিয়া প্রান্তে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বজন কুমার তালুকদার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আতাউল গনি ওসমানী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ জামশেদুল আলম, রাঙ্গুনিয়া থানার ওসি চন্দন কুমার চক্রবর্তী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. দেব প্রসাদ চক্রবর্তী, উপজেলা প্রকৌশলী মো. দিদারুল আলম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরুল কায়েস, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মুহাম্মদ হাসান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বাবুল কান্তি চাকমা প্রমুখ।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ জামশেদুল আলম জানান, 'সারা দেশের কেউ ভূমিহীন ও গৃহহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা বাস্তবায়নে রাঙ্গুনিয়ায় ৩৮২ জনের একটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এরমধ্যে এখন পর্যন্ত ২ শতাংশ জমির সঙ্গে ঘর পেয়েছেন ২৯৬টি পরিবার। উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নে বাকি ৮৬টি ঘর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে এগুলোও হস্তান্তর করা হবে।'

জানা গেছে- রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা, বেতাগী ইউনিয়ন, রাজানগর, কোদালা, শিলক, সরফভাটা, পোমরাসহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের এসব ঘর দেওয়া হয়েছে। দুই কক্ষবিশিষ্ট এসব ঘরে রান্নাঘর ও টয়লেট সংযুক্ত রয়েছে। দেওয়া হয়েছে টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগসহ বাসিন্দাদের জীবন-মান উন্নয়নে নানা সরকারি সুযোগ-সুবিধা।

গাংনীতে ভূমিহীনদের মাঝে চতুর্থ পর্যায়ে ঘর প্রদান

মেহেরপুর প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৩, ১০:৫৭ পিএম

অনলাইন সংস্করণ

গাংনীতে ভূমিহীনদের মাঝে চতুর্থ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর হস্তান্তর। ছবি: কালবেলা

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন আরও ২২ হাজার ১০১টি পরিবারের মধ্যে ভূমিসহ সেমিপাকা ঘর হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার (৯ আগস্ট) সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যে ভূমিসহ সেমিপাকা ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী।

এর মধ্য দিয়ে দেশের আরও ১২টি জেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলো। এ নিয়ে গৃহ ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার সংখ্যা ২১টি।

এর অংশ হিসেবে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ৩১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি ও দলিল প্রদান করা হয়।

গাংনী উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় এবং ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও গাংনীর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নাদির হোসেন শামীমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন- মেহেরপুর- ২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মেহেরপুর মো. শামীম হাসান।

কালবেলা

লালমনিরহাটের প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেল ৩৪৮ পরিবার

লালমনিরহাট প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৩, ১০:৫১ পিএম

অনলাইন সংস্করণ

লালমনিরহাটে গৃহহীনদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর হস্তান্তর। ছবি: কালবেলা

আশ্রয়ণ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে লালমনিরহাটের ৩৪৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার দুই শতাংশ জমিসহ ঘর পেয়েছেন। আজ বুধবার (৯ আগস্ট) সকালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এ উপলক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ হল রুমে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- পৌরসভার মেয়র রেজাউল করিম স্বপন, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান সুজন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জান্নাত আরা ফেরদৌস, বিশিষ্ট সমাজ সেবক কবি ফেরদৌসি রহমান বিউটি, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফা বেগম লাকী, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা জেলা কমান্ডার মেছবাহ উদ্দিন, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মসিউর রহমান প্রমুখ।

এর আগে গত ৭ আগস্ট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ উল্লাহ জানান- জেলায় হালনাগাদ গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ৪ হাজার ৭১জন, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্যায়ে ৩ হাজার ৭৭টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আর চতুর্থ পর্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় ধাপে পর্যায়ক্রমে ৯৯১টি পরিবারকে

পুনর্বাসন করা হবে।

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ৩০ জুনের মধ্যে লালমনিরহাট জেলাকে গৃহহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষে সরকার কাজ করছে।

তবে অভিযোগ উঠেছে, জেলার মধ্যে সকল উপজেলা গৃহহীনদের তালিকা অনুযায়ী চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে গৃহ নির্মাণ শেষ করলেও লালমনিরহাট সদর উপজেলায় শেষ হয়নি। লালমনিরহাট সদর উপজেলা তালিকাভুক্ত ৭৫টি গৃহনির্মাণের কাজ এখনো শেষ করা হয়নি।

এ বিষয়ে লালমনিরহাট সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জান্নাত আরা ফেরদৌস বলেন, গৃহ নির্মাণের জন্য সদর উপজেলার বরাদ্দ পেতে একটু বিলম্ব হয়েছে। তবে বাকি ৭৫টির কাজ চলমান রয়েছে। দ্রুততম সময়ে আমরা নির্মাণ শেষ করব।

দেশের আরও ১২ জেলা ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা

কালবেলা প্রতিবেদক
০৯ আগস্ট ২০২৩, ১১:৩০ এএম

অনলাইন সংস্করণ

গণভবনে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি : সংগৃহীত

দেশের আরও ১২ জেলা ও ১২৩ উপজেলাকে ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার (৯ আগস্ট) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেন তিনি।

২২ হাজার ১০১ পরিবারকে ঘর বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ২১ জেলা ও ৩৩৪ উপজেলা ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত হলো।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের একটি মানুষও ভূমিহীন থাকবে না। ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থাও করেছে সরকার। ভূমিহীন ও গৃহহীন যারা জমিসহ ঘর পেয়েছেন, তাদের পরিবারও উন্নত জীবন পাবেন।

নতুন করে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হওয়া জেলাগুলো হলো- মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণা করা হয়, ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা ৩৩৪টি এবং এই ১২ জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার মোট সংখ্যা ২১টিতে দাঁড়িয়েছে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের আওতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায় এবং গত ২২ মার্চ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ওই বছর ২০ জুন দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষের সময় তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মাধ্যমে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি।

আজ গৃহহীন মুক্ত হচ্ছে আরও ১২ জেলা

কালবেলা প্রতিবেদক
০৯ আগস্ট ২০২৩, ০৯:৪৬ এএম

অনলাইন সংস্করণ

পুরোনো ছবি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার (৯ আগস্ট) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় আরও ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করবেন। এ সময় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তর করা হবে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণা করা হবে, যার ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৩৩৪টি এবং এই ১২ জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২১টিতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেবেন।

সোমবার (৭ আগস্ট) বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে একটি অনন্য প্রকল্প, কারণ পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের আওতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায় এবং গত ২২ মার্চ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ওই বছর ২০ জুন দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষের সময় তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মাধ্যমে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি।

মুখ্য সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন। প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীনরা দুই দশমিক দুই শতাংশ জমিতে ভালো মানের টিনশেড আধা-পাকা বাড়ি পাবেন।

তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করবেন এবং এর আগে তিনি পঞ্চগড় ও মাগুরাসহ আরও ৯টি জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত জেলা ঘোষণা করবেন।

মুখ্য সচিব বলেন, নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে এসব এলাকায় কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন হলে তাদের জমিসহ বাড়ি দেওয়া হবে। জমির মালিকানা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দেওয়া হয়।

তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেন, সরকার শুধু খাস জমিতে প্রকল্পের জন্য বাড়ি নির্মাণ করছে না, বাড়ি নির্মাণের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কাছ থেকে জমি কেনা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকেও অনুদান পাওয়া যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

যাদের বাড়ি নেই, জমি আছে, তাদের জন্য সরকার কবে থেকে বাড়ি নির্মাণ শুরু করবে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন সরকার এই প্রকল্পের আওতায় শুধু ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বাড়ি দিচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর যাদের বাড়ি নেই বা যাদের বাড়ি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে তাদের জন্য বাড়ি নির্মাণ শুরু করবে।

নলডাঙ্গাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নলডাঙ্গা (নাটোর) প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৩, ১০:৫৪ পিএম

অনলাইন সংস্করণ

নলডাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর হস্তান্তর। ছবি: কালবেলা

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন আরও ২২ হাজার ১০১টি পরিবারের মধ্যে ভূমিসহ সেমিপাকা ঘর হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার (৯ আগস্ট) সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যে ভূমিসহ সেমিপাকা ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী।

এর মধ্য দিয়ে দেশের আরও ১২টি জেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত হলো। এ নিয়ে গৃহ ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার সংখ্যা ২১টি।

এর অংশ হিসেবে নাটোরের নলডাঙ্গায় আরও ১০৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ সেমিপাকা বাড়ি হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ নিয়ে কয়েক ধাপে মোট ৪৮৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বাড়ি হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে নলডাঙ্গা উপজেলাকে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণা করা হয়।

এ সময় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন- নাটোর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নুর আহমেদ মাছুম, উপজেলা সরকারী ভূমি কমিশনার ও ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা রাকিবুল হাসান, উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আলীম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা হাসিবুল হাসান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস শুকুর প্রমুখ।

নলডাঙ্গা উপজেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ আওয়াতায় প্রথম পর্যায়ে ৪০টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০টি, তৃতীয় পর্যায়ে ১২৭টি, চতুর্থ পর্যায়ের প্রথম ধাপে ২০০টি গৃহহীন পরিবার দুই রুম বিশিষ্ট সেমিপাকা বাড়ি পেয়েছেন। চতুর্থ পর্যায়ে দ্বিতীয় ধাপে আরও ১০৮টি বাড়ি হস্তান্তরসহ মোট ৪৮৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে নলডাঙ্গা উপজেলাকে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণা করা হলো।

০৯ আগষ্ট ২০২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১২ টি জেলা ও ১২৩ টি উপজেলায় ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা এবং ৪র্থ ধাপে ২য় পর্যায়ে জমিসহ ২২ হাজার ১০১টি পরিবারকে গৃহ প্রদান সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদসমূহ

সূচিপত্র

০৯ আগষ্ট ২০২৩

জাতীয় দৈনিক

দৈনিক ইত্তেফাক	২২৫
দৈনিক সমকাল	২২৭
দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন	২২৮
নিউইয়র্ক বাংলা	২৩০
দৈনিক ভোরের কাগজ	২৩৩
দৈনিক আজকালের খবর	২৩৫
দৈনিক আমার সংবাদ	২৩৮
দৈনিক পুর্বকোণ	২৩৯
দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ	২৪০
দি ডেইলী সান	২৪৩
দি এশিয়ান এজ	২৪৫
দি নিউনেশন	২৪৭
বাংলাদেশ পোস্ট	২৩৯

অনলাইন মিডিয়া

বাংলা ট্রিবিউন	২৫০
জাগো নিউজ২৪.কম	২৫৫
রাইজিং বিডি.কম	২৫৯
ঢাকা পোস্ট	২৬১
ঢাকা টাইমস	২৬৬
বার্তা২৪	২৬৯
সময় নিউজ	২৭১
যুগান্তর	২৭৩

দৈনিক ইত্তেফাক

আশ্রয়ণের ঘরে বদলে গেছে ৪১ লাখ হতদরিদ্রের জীবন

- আরো ২২ হাজার গৃহহীন ঘর পাচ্ছে আজ
- ভূমিহীনমুক্ত হচ্ছে ৩৪৩ উপজেলা

আশ্রয়ণের ঘরে বদলে

১৬ পৃষ্ঠার পর

উপকারভোগীর সংখ্যা ও পুনর্বাসনের পদ্ধতি বিবেচনায় এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন (এক পরিবারের সদস্য আনুমানিক পাঁচ জন হিসাবে)। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প ইতিমধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে সরাসরি পুনর্বাসন করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে নোয়াখালী সফরে গিয়ে আশ্রয়হীনদের প্রথম পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পাবনার বেড়া উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে এখন পিচঢালা সড়ক। গ্রামের বাড়িগুলো বেশির ভাগই টিনের। উপজেলার মাসুমদিয়া ইউনিয়নে এমনই এক গ্রাম ফকিরকান্দি। এ গ্রামে ঢুকতেই চোখে পড়ে একসঙ্গে অনেক লাল-নীল-সবুজ রঙের আধাপাকা ঘর। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় তৈরি হয়েছে এসব ঘর। এখানে যারা ঘর পেয়েছেন, তাদের অনেকেই থাকতেন অন্যের জায়গায় ঘর তুলে। এই ঘর তাদের দিচ্ছে আপন ঠিকানা।

ইত্তেফাকের এ প্রতিবেদক কথা বলেন এই আশ্রয়ণের বাসিন্দাদের সঙ্গে। আশ্রয়ণের বাসিন্দা মনজার মোল্লা (৫৫) জানান, ঘর পেতে এক টাকাও খরচ হয়নি তার। ঘরের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। ৪০ বছর বয়সি মর্জিনা খাতুন, তার স্বামী গফুর প্রামাণিক পেশায় তাঁতশ্রমিক। তারা এখন মাটিচাপার আশ্রয়ণের বাড়ির মালিক। একসময় বসবাস করতেন অন্যের বাড়িতে। অবহেলা আর বঞ্চনায় দিন কেটেছে। এখন তাদের দিন বদলেছে। নিজ ঘরের বারান্দায় তাঁত পেতে পালাক্রমে স্বামী-স্ত্রী কাপড় তৈরি করছেন। মর্জিনা বলেন, 'এখন অনেক ভালো আছি।' রুস্তম মিয়া ৪০ বছর মাছ ধরে জীবন কাটিয়েছেন। মাছ পেলে চুলা জ্বলে, না পেলে অনাহারে থাকতে হয়। স্ত্রী সকিনা বেগমকে নিয়ে থাকতেন যমুনা নদীর পাড়ে কুঁড়েঘরে। জীবনের শেষ বেলায় এসে নিজের জায়গা হলো তার। অতীতের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'নিজের ঘর হবে, কখনো ভাবিনি। তা-ও আবার পাকাঘর। এটা তো স্বপ্নের চেয়েও অনেক বেশি।' যে জমি পেয়েছেন সেখানে শসা, বরবটি, পুঁইশাকসহ বিভিন্ন সবজির চাষ করেছেন।

মাসুমদিয়া আশ্রয়কেন্দ্রের বাসিন্দা কমলা বিবি বলেন, 'আমাদের দুর্দিন দূর হয়েছে। এখন আমরা সুখে আছি।' একই অনুভূতি ২৫ বছর বয়সি মর্জিনা বেগমের। রবিউল ইসলাম ক্লাস সেভেনে পড়ে। স্বপ্ন দেখে একদিন অনেক বড় হবে। বাবা আফজাল হোসেন আর মা রোকসানা বেগমের সঙ্গে আশ্রয়ণের একটি ঘরে থাকে সে। জীবনের পরিবর্তনটা এখানে কেমন? প্রশ্ন করতেই রবিউলের জবাব, 'বিদ্যুৎ আছে, মাথার ওপর ছাদ আছে, এখানকার পরিবেশও খুব ভালো। আগের চাইতে পড়াশোনা অনেক ভালো হচ্ছে।'

আরেক উপকারভোগী ভূমিহীন তসলিমার এখন একটাই স্বপ্ন—ছেলেমেয়েদের মানুষ করা। স্বামী রিকশা-ভ্যান চালিয়ে ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে। ছেলেমেয়েদের সুবিধা হয়েছে। তারা এখন বিদ্যুতের আলোয় পড়াশোনা করে।' ইসমাইল হোসেনের ছেলে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। ছেলেকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন।

ইসমাইল স্মৃতিচারণ করেন পুরোনো দিনের, 'চরনাকালিয়া গ্রামে আমরা থাকতাম। নদীভাঙনে সব গেছে। অনেক দিন এখানে সেখানে থেকেছি। আজ টিন আর এটা ওটা দিয়ে ঝুপড়ি করে থাকতাম।'

নতুন ভারেঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আবু সাইদ বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পের জমি ক্রয় ও বাড়ি বরাদ্দে কোনো অনিয়ম হয়নি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বাড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বেড়া উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ৩৬১টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

বুধবার

সমকাল

ঘর পাচ্ছেন উদ্বাস্তু ময়ূরীরা

আজ নতুন করে ২২ হাজার ১০১ পরিবারকে বাড়ি দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে আরও ১২৩ উপজেলা

১৪ বছরে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আশ্রয়ণ : মর্যাদাহীন মানুষের শান্তিনিকেতন

মনজুরুল আহসান বুলবুল

[illegible]

[illegible]

বৈচিত্র্য প্রমাণ করে, এই উদ্যোগ কোনো দায়সারা উদ্যোগ মাত্র নয়। উপকারভোগী জনগোষ্ঠী প্রকৃতই যাতে তাদের অঞ্চলভেদে সর্বোচ্চ ব্যবহারিক সুবিধা পায় সেটিই বাস্তবায়ন করা হয়েছে তারও বিভিন্ন উদ্ভাবনা করে। এক টুকরা জমিতে একটি বাড়ি বা একটি পরিবারের আবাসন সুবিধা নয় শুধু আশ্রয়ণ দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আশ্রয়ণ ও সমধর্মী উদ্যোগগুলো পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করেছে যেমন, তেমনি জমির মালিকানায় আসায় নারীদের সুযোগ করে দিয়ে এই নারীদের প্রতিষ্ঠিত করেছে সামাজিক মর্যাদার অনন্য উচ্চতায়, তাদের সহায়তা করেছে মূলধারায় ফিরে আসতে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মোচনে, স্থায়ী আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, সামাজিক সমতা নিশ্চিত করা, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে এ উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে এনেছে ব্যাপক ও দৃশ্যমান পরিবর্তন।

৬. দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব এবং মৌলিক এই দর্শন শুধু তাত্ত্বিকভাবে বা কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এই দর্শনের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিকও শক্তিশালীভাবেই দৃশ্যমান। 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল'-এর একটি দৃশ্যমানরূপ আশ্রয়ণ ও সমধর্মী প্রকল্পগুলো। এই মডেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : একেবারে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি, তাদের সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, জমিসহ ঘরের মালিকানায় নারীর ক্ষমতায়ন, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি, দক্ষতা ও উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

এই মডেলের পরিবর্তনের সূচক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে : আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে আগের জীবনের চেয়ে এই প্রকল্পে আসার পর নিরাপত্তাবোধ বেড়েছে ১৮ দশমিক ৮৭ ভাগ, তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে ১৮ দশমিক ৫ ভাগ, জীবনযাপনের মান বেড়েছে ২৫ দশমিক ১ ভাগ, ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে ২২ দশমিক ২৫ ভাগ, ধর্মীয় জীবনে ইতিবাচক উন্নতি হয়েছে ৭৮ দশমিক ৭৭ ভাগ, নতুন আসবাবপত্র কেনার সক্ষমতা বেড়েছে ৭৩ দশমিক ২২ ভাগ, ইতিবাচক আচরণে উন্নতি হয়েছে ৬৩ দশমিক ৭৮ ভাগ, সামাজিক সম্প্রীতি বেড়েছে ৬৩ দশমিক ২১ ভাগ, ইলেকট্রনিক ডিভাইস কেনার সক্ষমতা বেড়েছে ৫৬ দশমিক ৭৮ ভাগ, সঞ্চয়ের হার বেড়েছে ৪৪ ভাগ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বেড়েছে ৩৫ দশমিক ৫ ভাগ। ১৯২২ সালের জুলাই ২২ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য বলছে : প্রকল্পের আঙিনায় কৃষিজ পণ্য উৎপাদন হয়েছে সাড়ে ৩ হাজার টন, মাছ উৎপাদন ৭২০ টন, গবাদিপশু পালন করা হচ্ছে ১ লাখ ৩৩ হাজার এবং হাঁস-মুরগি-কবুতরের সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ [সূত্র : আইএমইডি পরিবীক্ষণ, ২০২২]। আর কোনো পর্যালোচনা না করেই বলি, এটিই হচ্ছে দৃশ্যমান উন্নয়ন, এটিই হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। এর সঙ্গে যে কথাটি উল্লেখ করতেই হবে : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আরও কয়েকটি উদ্যোগের মতো আশ্রয়ণ প্রকল্পটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে বিশ্বের নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি কেড়েছে। UN Habitat বলে পরিচিত জাতিসংঘের United Nations Human Settlements Program এ এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে, ২০২২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত 'আশ্রয়ণ : অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশের পদস্থ নীতিনির্ধারকেরা।

৭. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই যে পথচলা তা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের পদরেখা ধরেই। বঙ্গবন্ধুই হচ্ছেন তাঁর আত্মবিশ্বাস ও সাহসের উৎস।

আমরা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইনি, ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে পা রেখেই বলেছিলেন : ...কবিগুরু তুমি বলেছিলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি। কবিগুরু, আজ তুমি এসে দেখে যাও বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে...।

আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে বেগম রোকেয়া তাঁর 'স্বপ্ন' প্রবন্ধে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন বিশেষত নারীদের নিজগৃহ না থাকার জন্য।

আশ্রয়ণসহ সমধর্মী প্রকল্পগুলোর দৃশ্যমান সাফল্য হাতে নিয়ে শেখ হাসিনাও আজ দৃপ্ত বলতে পারেন, হে মহীয়সী বেগম রোকেয়া, আজ আপনি এসে দেখে যান, বাংলার হতদরিদ্র, সম্বলহীন, মর্যাদাহীন নারীরাও আজ জমির মালিক হয়েছে, স্বামী পরিজন নিয়ে গড়ে তুলেছে একেবারে নিজস্ব 'আরাম বিরামের শান্তিনিকেতন'। এ প্রকল্প তাদের দিয়েছে সম্মান, মর্যাদা, জীবনযুদ্ধের লড়াইয়ে জয়ী অমিত শক্তি ও আত্মবিশ্বাস।

■ লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

আশ্রয়ণ প্রকল্প যেন লাল সবুজের বাংলাদেশ --আব্রাহাম লিংকন

বাসস
প্রকাশিত : ২১ মার্চ, ২০২৩, ০৪:২৯ বিকাল

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিরা লাখ লাখ বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সে সব দুর্গতদের অনেককেই কাঠামো ও পাকা ইট দিয়ে ঘর নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। গুচ্ছগ্রামের আঁকাসামগ্রীতে এখনো সেরকম দুয়েকটি ঘর রয়েছে। বঙ্গবন্ধু অভিযানের পুনর্নির্মাণ শেষ করার আগেই খুন হয়েছিলেন। দুঃখীদের বেদনা বঙ্গবন্ধু যেমন বুঝেছিলেন, তেমনি তাঁর কন্যা শেখ হাসিনাও অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমিহীন জীবনের কষ্টগুলোকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার সময় থেকেই। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু শুধু খুন হননি, একই সাথে খুন হয়েছিল সবকার সময়ের সংস্কৃতি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের একমাত্র পথ হয়ে ওঠে খুন ও বন্দুকের নল। সামরিক শাসকরা রাষ্ট্র পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে বাতিল করেছিলেন। সাংবিধানের মৌল নীতি তারা বদলিয়েছেন। বিরোধীদলীয়দের বিনা বিচারে খুন করাকে প্রথা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ রকম সংকটময় পরিস্থিতিতে ১৯৮১ সালের ১৭ মে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পরিবার-পরিজনহীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। সাহসের সাথে, তাঁকে লড়তে হয়েছে বাংলাদেশবিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তির বিরুদ্ধে। দুর্নীতির কারণে তলিয়ে থাকা দেশটিকে টেনে তুলে প্রায় শূন্য থেকে উন্নয়নশীলে পৌঁছে দেয়ার কঠিন লক্ষ্য অর্জন করেছেন। বারবার তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুভয় তাঁকে স্পর্শ করেনি। বাধা পেয়েছেন, সে বাধা উপেক্ষা করে সামনে এগিয়েছেন। তিনি নিরন্তর ছুটে চলেছেন দেশ ও জনগণের জন্য। ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও তাঁর আলস্য নেই, বিরাম নেই।

তিনি সরকারে বা বিরোধী দলে যে অবস্থানেই থাকুন সর্বদাই নিপীড়িত, অধিকার ও নিপীড়ন থেকে নিজেদের সাথে শামিল থাকেন। তাঁর ভাবনায় সর্বক্ষণ দেশ ও দেশের জনগণের কল্যাণ। একজন সফলরাষ্ট্রনায়ক হিসেবে শেখ হাসিনার বড় অর্জন অনেক। যেমন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার বদল পদ্ধতির স্থায়ীকরণ, সমুদ্র বিজয়, পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনা, ছিটমহলের ৫১ হাজার মানুষের মুক্তি, ১০ হাজার একর বাড়তি জমি লাভ করা, নিম্ন আয় থেকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, পদ্মা ব্রিজ, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল, উড়াল সড়ক, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প, ফোরলেন, সড়কসহ যোগাযোগ সহজলভ্যতা আরো। কিন্তু সবচেয়ে প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য আশ্রয়ণ প্রকল্প আর লাখ লাখ গৃহহীন মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করে সুখসমাচার। এটি এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। অকল্পনীয় কল্যাণকর কাজ। আসলে কাজের শুরু বিবেচনা করাও একজন নেতার বড় দক্ষতা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম চিন্তিত করেছেন নাগরিকদের বাসা চাহিদার সমস্যা। তারপর তাদের মাথার উপর একটি নিরাপদ ছাদ দিয়েছেন। আমরা কি একবারও চিন্তা করতে পেরেছিলাম, পরিবেশিত ভেসেছেনা কুঁড়েঘরের ছাদে মাথার উপরে লাল সবুজের ছাদ? ১৯৭২ সালে উপকূলের লক্ষ্মীপুরে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের বাস্তবিক উদ্যোগ প্রতিফলিত লাল সবুজের ঘরের কারিগর। আসলে শেখ হাসিনা একজন অসাধারণ মানুষ।

তিনি শুধু স্বপ্ন দেখেন না, নিজের মতো যে স্বপ্নে বাস্তবায়ন করতেও সক্ষমতা দেখিয়েছেন। অর্থনীতিবিদরা যখন পদ্মা ব্রিজ করার সামর্থ্যের প্রশ্ন তুলেছিলেন, কূটনীতিবিদরা যখন বিশ্ব মোড়লদের চোখ রাঙানির সামনে পরিবর্তনে চিন্তিত, তখন আপন সাহস আর দৃঢ়তায় সুনাম ক্ষুণ্ন পরিহাসের বিরুদ্ধে যেভাবে তিনি সফলতার পথ খুলেছেন। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪১ লাখ ৪৬ হাজার গৃহহীন মানুষকে শেখ হাসিনার সরকার পাকা ও আধাপাকা নতুন বাড়ি দিয়েছেন। যেখানে বিভিন্ন প্রকারের একক ঘরের মাধ্যমে ৩,৯০,০৪৪টি পরিবার, ব্যারাক হাউজের মাধ্যমে ১,৬০,৫৭০টি পরিবার, ৯,১৪৮টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবার, গুচ্ছগ্রামে ১,১৮,৪৬৬টি পরিবার বসবাস করছে। এর বাইরে ভূমিহীন যারা নিজ ঘর পেয়েছে ১০০,০০৬টি পরিবার। আবাসন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৭,২৩৩টি বীর নিবাস করেছেন। ২০১৩-২০২৪ এই ১০ বছরে ১৯,৭৮,২২০ জন গৃহহীনকে আধাপাকা ঘরে জায়গা দিতে সক্ষম হয়েছে সরকার। সব মিলিয়ে ৮,২৯,৬০৩টি বাড়ি এবং ৪১ লাখ ৪৬ হাজার ৩৫ জন মানুষকে মাথা গোঁজার পাকা ঠাঁই করে দিয়েছেন। এ জন্য সরকার ১৯ হাজার একর জমি ভূমিহীন ও গৃহহীনদের কাছে সারা জীবনের জন্য হস্তান্তর করেছেন। এলাকা বিবেচনা করলে ২৬ হাজার স্থানে এমন ঘর তৈরি হয়েছে। দেশের সব জেলার ৪৬৪টি উপজেলায় এ প্রকল্প। তন্মধ্যে ২১টি জেলা ও ৩৩৪টি উপজেলা শতভাগ ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হয়েছে। ৯/৮/২০২৩ তারিখে নতুন করে ২২ হাজার ১০১টি ঘর গৃহহীনদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী হস্তান্তর করলেন।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞ যেমন রাষ্ট্রের সক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে, তেমনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিন্তা ও নকশার সফলতাও। সেদিকে আমরা বলছি 'আশ্রয়ণ : অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল'। নিশ্চয়ই একদিন এই মডেল পৃথিবীর বহু দেশ, বহু প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করবে। সমার্থকভাবে তাঁর এ মেধাস্বত্বটিকে ১০ এপ্রিল ২০২৩ কপি রাইটের আওতায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতের এ কাজটি দেশের মুখ্যমানদের উপকরণ হয়েও থাকবে। শেখ হাসিনার করা এই ঘরগুলো শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়, এগুলো মানুষ হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মমর্যাদার প্রতীক। এখন সেটা থাকবে প্রাসঙ্গিকতা উঠলে। বিশেষত যারা 'ক' শ্রেণিভুক্ত অতিদরিদ্র। সবার দুই শতক জমি ও বাড়ি দেয়া হয়েছে তাদের জন্য কার্যকর। বাড়িগুলো দেয়ার সময় আরেক ঐতিহাসিক বিষয় লক্ষণীয় হচ্ছে। আশ্রয়ণে জমির মালিকানা ও ঘরের দলিলে নারী ও পুরুষকে সমানাধিকার দেয়া হয়েছে। এই প্রথম, রাষ্ট্র নারী ও পুরুষের ভূমিতে সমানাধিকার দিয়েছে, যা আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের (অনুচ্ছেদ ২৮(২)) নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পুনর্বাসনে স্থানীয় পরিবেশ ও মাটির প্রকৃতিকে বিবেচনা করা হয়েছে। চরের ও দুর্গম অঞ্চলের জন্য পৃথক ডিজাইন ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ঘরের অংশগুলো আলাদাভাবে স্থানান্তরের সুবিধা রাখা হয়েছে। নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়টিকেও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

এই নির্মাণ প্রক্রিয়ায় জমি হস্তান্তরে স্থানীয় প্রশাসন, প্রকৌশলী সংস্থা এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ফলে জনসম্মিলিত সুফল মিলেছে। এখানে শুধু বাড়িই বানানো হচ্ছে তা নয়, এর সাথে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রথম পাঁচ কোটি টাকা অনুদান দিয়ে শুরু করা হয়। পরে এর সাথে দেশের বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী 'হাউস কনস্ট্রাকশন ফান্ড ফর অর্ফানেজ ফাউন্ডেশন' নামে একটি ব্যাংক হিসাব চালু করেন। যেখান থেকে জমি কিনে অনুদান সংগ্রহ করা হয়েছে। ভূমিহীনদের শুধু জমি ও ঘর দেয়া হয়েছে তা নয়, তাদের বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ জল ও পয়ঃ স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি ঢাকা শহরেও বস্তিবাসীর জন্য বহুতল আবাসন নির্মিত হয়েছে। কাজের দৃষ্টি থেকেও প্রামাণিকভাবে শেখ হাসিনা তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার সম্পাদক ওবায়দুল কাদের হোসেন ভূঁইয়ার কাছে লেখা চিঠির উদ্ধৃতি করি।

১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর লিখিত চিঠিতে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী মুক্তিযোদ্ধাকে লিখেছিলেন, "বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অঙ্গীকারীদের সম্মিলিত মোকাবিলা করে জয়ী হতে হবে এবং দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন করে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। অনুপ্রেরণাবোধে এগিয়ে যাও। তোমরা জয় করো। আমি আছি।" (সূত্র : উইকিপিডিয়া)। এ চিঠি দেশ নিয়ে শেখ হাসিনার সেদিনের ভাবনাকে স্পষ্ট করেছে। যেখানে দরিদ্র মানুষের মুক্তির কথাকে তিনি অগ্রাধিকারভাবে লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার প্রতিফলন আশ্রয়ণের মত বড় এবং ভূমিহীনদের গৃহ দানের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি পিতার দর্শন থেকে একচুলও সরে আসেননি। আজকে যদি আশ্রয়ণের ঘরগুলো ঘুরে দেখতেন দেখতেন তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে মানুষের বসবাস। আর একটু লক্ষ করে যদি ঘরগুলোতে থাকা মানুষগুলোর কাছে যান নিশ্চিত সেখানে দেখতে পাবেন মানুষগুলোর কৃতজ্ঞতায় ভরা হাসিমাখা বদন। লেখক : রাজনীতিক

মূল্য ৭ টাকা

বুধবার

THE DAILY BHORER KAGOJ

ভোরের কাগজ

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি

আমানউল্লাহপুর : ভাসমানরা পেল ঠিকানা

সন্তানরা শিক্ষিত হবে, স্বপ্ন শাহিনা আক্তারের

ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের বসবাসের জন্য প্রস্তুত নোয়াখালীর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঘর —ভোরের কাগজ

আয়েশা উদ্দীন, বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী) থেকে : মেঘনা নদীর পাড়ে ছিল বাড়ি। দশ বছর আগে নদীর বুকে বিলীন হয়ে যায় ঘর-ভিটা। সেই থেকে ঠিকানাবিহীন ভাসমান বাকপ্রতিবন্ধী মঞ্জুরী বেগম। স্বামী শেখ আহমেদের সঙ্গে কুঁড়েঘরে ঘর বেঁধে নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর সদরের চন্দ্রগঞ্জ বেড়িবাঁধের দিকে। হঠাৎ একদিন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান স্বামী। তখন তার গর্ভে একটি সন্তান। স্বামীহারা আশ্রয়হীন মঞ্জুরীর জন্ম দেন এক বোবা সন্তান। ভাসমান হয়ে পড়েন মঞ্জুরী। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ ও ভিক্ষা করে বোবা মেয়েকে নিয়ে জীবন চালাতেন। এখন তিনি প্রধানমন্ত্রী-আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ১০ নম্বর বাড়ির মালিক।

মঞ্জুরীর মতো এমন ভূমি ও গৃহহীন ৫০ পরিবারের স্থায়ী ঠিকানা হলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে। প্রতিটি পরিবার পেয়েছে দুই শতাংশের দুই শতাংশে জমিতে টিনশেড আধা-পাকা বাড়ি।

দশ নম্বর বাড়ির সামনে গতকাল দুপুরে দেখা হয় মঞ্জুরী বেগম ও তার বোন রোজিনা বেগমের সঙ্গে। রোজিনা বেগম বলেন, আমার বোন ও তার মেয়ে দুজনেই প্রতিবন্ধী। মেয়ে গর্ভাবস্থায় থাকার সময় তার স্বামী মারা যায়। কাজ ও ভিক্ষা করে নিজেরা চলত। নিজেদের জায়গা-জমি-ঘরবাড়ি কিছুই নেই।

আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে সরেজমিন দেখা যায়, বাড়ি পাওয়া নারী-পুরুষরা ঘর গোছাতে ব্যস্ত। এখানে ৪৬ নম্বর ঘরে বোবা স্বামীকে নিয়ে ঘর সাজানোর নতুন স্বপ্ন দেখেন শাহিনা আক্তার (৩০)। তিনটি ছেলেকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চান তিনি। শাহিনা আক্তার বলেন, আমার স্বামীর কোনো ভিটেমাটি নেই। কোনো রকমে ভিন্ন জায়গায় থাকতাম। এই বাড়ি পেয়ে আমি অনেক খুশি হয়েছি। আমার ছেলে দুটি নিয়ে এই জায়গায় থাকতে চাই। আমার মা-বাপ নেই— একটা ভাইও নেই। আমি দর্জি দিয়ে সংসার চালাই। এই ঘর পেয়ে আশায় বুক বেঁধেছি। বোবা স্বামী নিয়ে ঘর-সংসার করব। ছেলেগুলো স্কুলে পাঠাব।

▶ এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সন্তানরা শিক্ষিত

● শেষের পাতার পর

পড়াশোনার জন্য এখানেই নিয়ে আসব। এই ঘরটা পেয়ে আমার ছেলেগুলোকে মানুষ করতে পারব। ছেলে দুটিকে পড়াশোনা করাতে চাই।

এই প্রকল্পের ৩০ নম্বর ঘরে থাকেন খোরশেদ আলম। সেমি পাকা তিন রুমের নতুন ঘর। সামনের দরজায় টাঙানো সুন্দর নকশা করা পর্দা। তিনি বলেন, আগে কাঁচাঘর ছিল। প্রধানমন্ত্রী পাকা ঘর দিয়েছেন। কখনো স্বপ্ন দেখিনি একটি পাকা বাড়িতে থাকব।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের পাশের গ্রামের বাসিন্দা মকবুল হোসেন ভোরের কাগজকে বলেন, এখানে যারা ঘর পেয়েছেন তাদের কারোর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল না। অনেককে দেখতাম, বস্তি ও বাস্তুহারাদের এলাকায় (মাইজদি চৌমুহনী এলাকা) থাকত। ব্রিজ ও রাস্তার পাশে পলিথিন দিয়ে থাকতো। ওরাই এখানে ঘর পেয়েছে। এই মানুষরা স্থায়ী আশ্রয় পেল। রাস্তা, নলকূপ তৈরি করে দিল সরকার।

তবে এই এলাকার পানি আর্সেনিকযুক্ত। তাই নলকূপ থাকলেও সুপেয় পানির অভাব। তাই এই প্রকল্পে আর্সেনিক 'রিমুভেবল' প্ল্যান্ট বসানোর আবেদন জানান ১ নম্বর আমান উল্লাহপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বাহরুল আলম। ভোরের কাগজকে তিনি বলেন , সবচেয়ে বেশি ভূমিহীন মানুষ বাস করে আমাদের ইউনিয়নে। আমার ইউনিয়নের ৪৫ জন ভূমিহীনকে এখানে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তাদের জনসম্পদে রূপান্তর করতে চাই। এজন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুই বিষয়ের উপর আমরা জোর দেব। তবে এই একালার পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি। সুপেয় পানির অভাব আছে। তাই আর্সেনিক দূরীকরণে একটি প্ল্যান্ট স্থাপনের আবেদন জানাচ্ছি।

এই বিষয়ে বেগমগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইয়াসির আরাফাত বলেন, দেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। চার পর্যায়ে এই উপজেলায় ২৫৪টি বাড়ি নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ে এই প্রকল্পের আওতায় ৫০টি ঘর নির্মাণ করা হয়। এর মাধ্যমে এই উপজেলায় কোনো গৃহহীন থাকবে না। এরপরও যদি কোনো ভূমিহীন কিংবা গৃহহীন পাওয়া যায়, তাহলে পর্যায়ক্রমে তাদেরও পুনর্বাসন করা হবে। বাড়ি পাওয়া মানুষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়েও নজর দেয়া হবে জানিয়ে তিনি বলেন, শুধু বাড়ি নয়- কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। সুপেয় পানির জন্য নলকূপ বসানো হয়েছে। তবে ভূ-প্রকৃতিগত কারণে এই অঞ্চলে আর্সেনিক বা আয়রণমুক্ত পানি পাওয়া যায় না। এই সমস্যার সমাধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আর্সেনিক সমস্যা থাকলে গভীর নলকূপ বসানো হবে বলে জানান তিনি।

মুক্ত চিন্তার দৈনিক
আজকালের খবর
The Daily Ajkaler khobor www.ajkalerkhobor.com

আপন ঠিকানা পেলো ১৯ ঢুলি

■ ইউসুফ আলমগীর, কুড়িগ্রাম

বিয়ে, জন্মদিন, পূজা-অর্চনা কিংবা আনন্দ আয়োজনে যারা বাদ্য বাজিয়ে অন্যকে আনন্দ দেন তাদের জীবনই ছিল যেন বিষাদের ছায়া। জীর্ণ কুঁড়েঘরে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে উৎকণ্ঠার যাপিত জীবন। এমন ১৯ ঢুলি পরিবার এখন পাকা বাড়ির মালিক। হয়েছে তাদের আপন ঠিকানা। সরেজমিন কুড়িগ্রামের খড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়নের ঢুলি আশ্রয় কেন্দ্রে গেলে দেখা মেলে ষাটোর্ধ্ব বয়সের অনিল চন্দ্র বিশ্বাসের। যার একমাত্র পেশা বাদ্য বাজনা। অর্ধশতক ধরে ঢাকের তালে নিজে মেতেছেন ও অন্যকে মেতেছেন। তার পিতা বাজিয়েছেন, পিতার পিতা কিংবা দাদার দাদাও করেছেন একই কাজ। বংশপরম্পরায় বাদ্য বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। শুধু অনিল চন্দ্র বিশ্বাসই নন, এই গ্রামের সকলেই বংশপরম্পরায় বাজনা বাজিয়ে চলেছেন।

জানা যায়, বিয়ে, অন্ন এবং দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাক পড়লেই তাদের ঢাকে কাঠি পড়ে, সানাইয়ে ওঠে সুরের লহরি। সেই আয়ে স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের খাবারের সংস্থান। সামান্য আয়ের কারণে জীর্ণ বাসস্থানে মাথাগুঁজে থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। তবে এখন সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর সহযোগিতায় ঘর পেয়ে কেটেছে ভয়-শঙ্কা।

অনিল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বাদ্য বাজাই-ঢাক বাজাই। কোথাও অনুষ্ঠানে ডাক পড়লে যাই। যা আয় হয় তা দিয়ে সংসার চালানোটাই কঠিন সেখানে পাকাবাড়ি ছিল আমাদের স্বপ্নের মতন। সেই বাড়ি দিয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

এ পল্লীর অমল, প্রদীপ, সজল, রণজিত জানান, আমরা যাই অন্যদের বাজনা বাজাতে। তখন বাড়িঘর ছেড়ে দুই-চারদিন থাকতে হয়। কিন্তু সেই অন্যকে আনন্দ দিলেও শঙ্কায় থাকতাম আমাদের পরিবার পরিজন নিয়ে। এখন আর সেই দিন নাই। নতুন পাকা বাড়ি আমাদের জীবন বদলে দিয়েছে। এখন প্রাকৃতিক দুর্যোগেও ভাবি না কেন তা নিয়ে অন্তত শান্তিতে

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

আপন ঠিকানা পেলো ১৯ চুলি

শেষ পৃষ্ঠার পর

ঘুমাতে পারছি। সেই সঙ্গে গ্রামের মধ্যে পাকা মন্দিরও করে দিছে সরকার। এখন আমাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডও এখানেই পরিচালিত হয়।

একই রকম আনন্দের কথা জানান শান্তনা রানীসহ একাধিক মহিলা। তারা বলেন, বাড়ির গার্জিয়ান যখন কাজে চলে যেত আমরা ভয়ে ভয়ে রাত পার করতাম। কিন্তু পাকা বাড়িতে এখন আর সেই কষ্ট নাই। সেই সাথে ছাগল, হাঁস-মুরগি পালনসহ শাক-সবজিও চাষ করা সম্ভব হয়েছে। বাচ্চারা পাশের স্কুলে লেখা-পড়া সুযোগ পাইছে।

এ ব্যাপারে রাজারহাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার নূরে তাসনিম জানান, এটি একটি ইউনিক প্রকল্প। কারণ এ রকম জনগোষ্ঠী যারা মানুষকে আনন্দ দেয়, মানুষের বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে তাদের পারফর্মেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে সরব করে রাখেন। দিন শেষে তাদের থাকার জায়গাটি জরাজীর্ণ এবং অন্যের জায়গায় আশ্রিত হিসেবে থাকেন। তখন তাদের যে দুঃখ-দুর্দশা ছিল সেখান থেকে তাদের মুক্তি দেয়ার চেষ্টা এবং সাচ্ছন্দের জীবন পান সেই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে এই প্রকল্পটি ডিজাইন করা হয়। সেখানে বর্তমানে ১৯টি পরিবার বসবাস করছেন। তাদের জীবনে স্বস্তির আবহ তৈরি হয়েছে।

কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ জানান, জাতির পিতার বিখ্যাত উক্তি 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সবাইকে সাথে নিয়েই সামনে এগিয়ে যাওয়া'। সেই লক্ষ্যকে ধারণ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকেও এগিয়ে নেবার প্রচেষ্টা সদাসয় সরকারের রয়েছে। এরই আলোকে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর অধীনে কুড়িগ্রামের রাজারহাটের ঘড়িয়াল ডাঙার ১৯টি চুলি সম্প্রদায় পরিবারকে দেয়া হয়েছে পাকা বাড়ি। তাদের হয়েছে স্থায়ী ঠিকানা। সরকারের এমন অনন্য উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পেরে আমরাও গর্বিত।

আজ বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপের ঘর হস্তান্তর করবেন। এতে কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলায় প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ঘর পাচ্ছেন সমাজের অবহেলিত হরিজন সম্প্রদায়। উপজেলা জুড়ে অস্থায়ীভাবে ভাসমান হরিজনদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে হরিজন পল্লি। এতে করে উপজেলার প্রায় দেড় শতাধিক হরিজনের স্থায়ী আবাস হয়েছে। ৯ আগস্ট বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনলাইন উদ্বোধনের মাধ্যমে ঘর হস্তান্তর করবে স্থানীয় প্রশাসন।

জেলার চিলমারী উপজেলা শহরে প্রায় এক একর জমি কিনে বাড়ি করে দেয়া হয়েছে। সাজানো গোছানো হরিজন পল্লির ৩০টি ঘরে আশ্রয় হবে প্রায় দেড় শতাধিক হরিজন সনসার। এছাড়াও জেলার ৯টি উপজেলায় মোট ৫০৫টি পরিবারকে দেয়া হবে এই বাড়ি। এর মধ্যে রয়েছে কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নের জয়কুমর আবাসনে এক সাথে ২০০টি বাড়ি। এটি জেলার সর্ববৃহৎ আশ্রয়ণ প্রকল্প। মোট চার ধাপে রাজারহাট উপজেলায় ১৯টি চুলি পরিবারসহ মোট ৪ হাজার ৫৫৩ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পেল এই পাকা বাড়ি।

গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে সাতক্ষীরা ও ফরিদপুরের ১০ উপজেলা

● নিউজ ডেস্ক

আশ্রয়ণ প্রকল্পের চতুর্থ দফায় ঘর প্রদানের মাধ্যমে সাতক্ষীরা ও ফরিদপুরের ১০ উপজেলাকে আজ গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে দুই জেলা প্রশাসন সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এসব ঘর উদ্বোধন করবেন। ফরিদপুর থেকে হারুন-অর-রশীদ জানান, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় ফরিদপুরের সদর উপজেলায় ৭৩১টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে ফরিদপুরের সদর উপজেলা, ভাঙ্গা উপজেলা, চরভদ্রাসন ও বোয়ালমারী উপজেলাকে গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে।

আজ বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশের বিভিন্ন উপজেলার নতুন বরাদ্দপ্রাপ্তদের মাঝে গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন এবং দেশের অন্যান্য উপজেলার সাথে ফরিদপুর সদর উপজেলাসহ জেলার অন্য 'ক' শ্রেণির ৪টি উপজেলাকে গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন। সোমবার ফরিদপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন ঢালী তার কার্যালয়ে পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে সাতক্ষীরা

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উপহারে ভাগ্য বদলেছে ফরিদপুর সদরের সাত শতাধিক পরিবারের। তাদের কেউ থাকতেন রাস্তা বা রেললাইনের পাশে, কেউ অন্যের বাড়ি বা জমিতে লাঞ্ছিত, কেউবা নদী ভাঙনে বিপর্যস্ত। তাদের ছিল না নিজের কোন ঠিকানা কিংবা কোন মাথা গোঁজার ঠাঁই। ছিন্নমূল এসকল মানুষের অসহায়ত্বকে উপলব্ধি করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে তিনি ঘোষণা দেন দেশের কোন মানুষ আশ্রয়হীন থাকবেনা।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন ঢালী প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় ফরিদপুর সদর উপজেলায় ১ম পর্যায়ে ৩১২টি, ২য় পর্যায়ে ১৫৩টি ও ৩য় পর্যায়ে ২৬৬টি গৃহ নির্মাণ করে উপকারভোগীদেও কাছে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ঈশানগোপালপুর ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর ও চকভবানীপুর, নর্থচ্যানেল ইউনিয়নের জয়নাল মাতুব্বরের ডাঙ্গী, দুলু মাতুব্বরের ডাঙ্গী, আলিয়াবাদ ইউনিয়নের মতিয়ারের কুম, মাচ্চর ইউনিয়নের চড়িপুর, দুর্গাপুর রাজাপুর, খলিলপুর, শিবরামপুর মালারডাঙ্গী, শ্যামসুন্দরপুর, চরকৃষ্ণনগর, গোবিন্দপুর, কানাইপুর ইউনিয়নের ইব্রাহিমদী, কোমরগোপালপুর, ফুরসা, রশিকনগর, রায়কান্দি খাসকান্দি, ভাটিখোলা, কৈজুরী ইউনিয়নের বনগ্রাম, কবিরপুর, কৃষ্ণনগর গান্ধবাড়িয়া, কৃষ্ণনগর কবরস্থানের সামনে, গেরদা ইউনিয়নের পসরা ও চাঁদপুর ইউনিয়নের চতরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের এসব গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি জানান, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ও উপকারভোগীদের চলাচলের সুবিধার্থে রাস্তা নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। তাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। গঠন করা হয়েছে সমবায় সমিতি। প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে অসহায় এসব মানুষ যেন তাদের আশার প্রদীপ ফিরে পেয়েছেন। থমকে যাওয়া জীবনে গতির সঞ্চার হয়েছে। বেশিরভাগ উপকারভোগীর জীবিকার ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের সন্তানেরা পড়াশোনা করতে পারছে।

বুধবার

দৈনিক আমার সংবাদ

নাটোরে আশ্রয়ণের ঘর পাচ্ছে ১০০ পরিবার

মো. মনজুর-ই-মওলা সাব্বির, নাটোর ▶▶

আজ নাটোর সদর উপজেলার আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১০০ বাড়ি জমির দলিলসহ উপকারভোগীদের কাছে হস্তান্তর বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সারমিনা সাত্তার। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় নাটোর সদর উপজেলায় এই বাড়িগুলো হস্তান্তর করা হবে। ইতোমধ্যে সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রণয়ন শেষে তাদের অনুকূলে দলিলের নাম খারিজের কাজ শেষ হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিং এ এসব তথ্য জানান তিনি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সারমিনা সাত্তার জানান, ইতোপূর্বে চারটি পর্যায়ে ৯৮৯টি পরিবারকে জমির দলিলসহ বাড়ি হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজেলায় ১০০টি বাড়ির নির্মাণকাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। চারটি পর্যায়ে উপজেলায় দুই শতাংশ করে জমির ওপরে মোট এক হাজার ৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। এসব বাড়ি নির্মাণে মোট ২৭ কোটি ৮৩ লাখ ৬৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরও বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদের জন্য জীবনমানের উন্নয়নে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক এবং যোগ্যতানুযায়ী আয়বর্ধক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টিতে পাশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেয়া হচ্ছে।

দৈনিক পূর্বকোণ

ভূমি-গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে আনোয়ারা-হাটহাজারী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চট্টগ্রামে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হচ্ছে আনোয়ারা ও হাটহাজারী উপজেলাকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ দুই উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন শূন্য ঘোষণা করবেন। এর আগে চট্টগ্রামে ছয়টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন শূন্য উপজেলা ঘোষণা করা

● ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৪র্থ ক.

ভূমি-গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে

● ৮ম পৃষ্ঠার পর

হয়েছিল। তাছাড়া, চট্টগ্রামে চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে ২৪৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে দুই শতাংশ জমিসহ ঘর দেওয়া হবে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান এসব তথ্য জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মাসুদ কামাল, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওমর ফারুক, মাসুদ রানা প্রমুখ। জেলা প্রশাসক বলেন, প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের ভূমিহীন ও গৃহহীন (৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপ) ২৪৪টি পরিবারকে জমিসহ ঘরের মালিকানা হস্তান্তর করবেন। সরকারি উদ্যোগে দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি ও গৃহ প্রদানের এ নজির পৃথিবীর বুকে অনন্য।

এত সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে জমিসহ ঘর দেওয়ার নজির পৃথিবীর কোথাও নেই। 'মুজিব শতবর্ষে একজন লোকও গৃহহীন থাকবে না' প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ- ২ প্রকল্পের অধীনে সারাদেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ঘর প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে পটিয়া, কর্ণফুলী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, বোয়ালখালী, রাউজান উপজেলাকে হালনাগাদ যাচাই-বাছাইকৃত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোকিত বাংলাদেশ

উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বাংলাদেশের 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'

নন্দিতা রায়

আফ্রিকার নাইজেরিয়ার জনপ্রিয় পত্রিকা 'নাইজেরিয়ান ভয়েজে' গতকাল প্রকাশিত নিবন্ধে ড. অ্যান্টনি পিয়ারসন বলেছেন উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য বাংলাদেশের আশ্রয়ণ প্রকল্প দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। নিবন্ধ অনুসারে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে, বাংলাদেশের আশ্রয়ণ প্রকল্প ('গৃহহীনদের জন্য আশ্রয় প্রকল্প' নামেও পরিচিত) সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করছে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) কমপক্ষে আটটি লক্ষ্য পূরণে দেশটিকে সহায়তা করছে। শেখ হাসিনা মডেল অব ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট, যা দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অগ্রগতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, বর্তমানে আশ্রয়ণ প্রকল্প হিসাবে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'কেউ পিছিয়ে থাকবে না' এই নীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই উদ্যোগের মাধ্যমে গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক নতুন স্তর উন্মোচন করেন। তবে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আরো ২২ হাজার ১০১টি পরিবার নতুন ঘর পাবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে এসব বাড়ি দেওয়া হচ্ছে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে এসব আংশিক সুসজ্জিত বাড়ি ও ২০০ একর বিনামূল্যে জমি দেওয়া হবে। একই সঙ্গে দেশের ১২৩টি উপজেলাকে সম্পূর্ণ ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই কৃতিত্ব ১২টি জেলার সব উপজেলার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন নাগরিকও গৃহহীন বা ভূমিহীন হবে না' এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ২০২০ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পরিচালিত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পটি শুরু হয়। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে এই প্রকল্পের প্রথম ধাপে ৬৩ হাজার ৯টি একক পরিবারের বাড়ি হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী। এটি চলার সময়, ৭৪৩ ব্যারাকে ৩ হাজার ৭১৫ পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য রাখা হয়েছিল। একই বছরের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় পর্যায়ের ৫৩ হাজার ৩৩০টি বাড়ি হস্তান্তর করেন। তৃতীয় পর্যায়ে ৬৫ হাজার ৬৭৪টি

বাড়ি নির্মাণ করা হয়। চলতি বছরের মার্চ মাসে চতুর্থ ধাপের ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি হস্তান্তর করা হয়। এই পর্যায় থেকে অবশিষ্ট বাসস্থানগুলো কীভাবে বিতরণ করা হবে তা নির্ধারণ করা হবে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সাতটি ধাপে ২৩৮৮৫১ পরিবার বাড়ি ও জমি পেয়েছে। ১১৯৪০৩৫ পুনর্বাসন হয়েছে, প্রতিটি পরিবারে গড়ে পাঁচজন। প্রাপকের সংখ্যা এবং পুনর্বাসনের ধরন অনুসারে, এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারী পুনর্বাসন প্রোগ্রাম। আজ সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি একক প্রচেষ্টা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তার জন্য অসংখ্য উদ্যোগ নেয়া হলেও ঠিকানাবিহীনদের নামে সরকারি জমিতে মালিকানা হস্তান্তর করে বিদ্যুৎ ও স্যানিটারি সুবিধাসম্বলিত বাড়ি নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান

করে স্থায়ীভাবে এ ধরনের বাড়ি নির্মাণের নজির নেই। এই উদ্যোগে গৃহহীন বা ভূমিহীন পরিবারগুলোকে ২ শতাংশ খাস (সরকারি মালিকানাধীন জমি) জমি বন্দোবস্তসহ যৌথ নামে বিদ্যুৎসহ দুই কক্ষবিশিষ্ট আধা-পাকা একক পরিবারের বাড়ি অধিগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, উদ্যোগটি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই জমির মালিকানার গ্যারান্টি দেয়, যা কেবল একজন পুরুষ এবং তার পরিবারকে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার সুযোগই দেয় না বরং নারীর ক্ষমতায়নের একটি বিরল উদাহরণও সরবরাহ করে। গবেষকরা এমন একটি একক কেস নিয়ে আসতে পারেন যা অতুলনীয়।

এই প্রচারাভিযানের আকার এবং পরিধি নির্দিষ্ট ডেটা দেখে বোঝা যেতে পারে। ১৯৯৭ সালে শুরু হওয়া আশ্রয়ের উদ্যোগ এবং যেখানে ২৭, ৭৮, ০৮৫ জনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, গবেষণায় দেখা গেছে যে ৫, ৫৫, ৬১৭টি পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র ছাড়াও বীর নিবাস, সংখ্যালঘু পুনর্বাসন, ক্লাস্টার ভিলেজ, দুর্যোগ সহনশীল বাড়ি এবং হাউজিং ফর্ড হোমের মতো কর্মসূচিগুলো কার্যত অভিন্ন। জমির মালিকানা অর্জনের পাশাপাশি, এই কর্মসূচির ফলে ৪, ১৪, ৮০০ ব্যক্তি বাড়ির মালিকও হয়েছেন। ২৮,০০০ একরের বেশি জমিতে শুধুমাত্র বসতবাড়ি রাখার অনুমতি রয়েছে। ফলে সারা দেশের ২১টি জেলার সব উপজেলাসহ ৩৩৪টি উপজেলা বর্তমানে ভূমিহীন ও গৃহহীন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৭ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে গৃহহীন প্রান্তিক ও অতিদরিদ্র মানুষের দুর্ভোগের কথা স্বীকার করার পর থেকে আশ্রয়ণ প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য একটি 'শেখ হাসিনা মডেল' হিসেবে বিবেচিত হয়। এ পর্যন্ত ৩৫ লাখেরও বেশি মানুষ এ ধরনের বাড়ি পেয়েছেন, যা সারা দেশে প্রায় ১০ লাখ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে লাখ লাখ মানুষের পুনর্বাসনের

জন্য আশ্রয়ণ উদ্যোগের কল্পনা করা হয়েছিল। আমরা যদি তুলনামূলক প্রকল্পগুলোর দিকে তাকাই তবে লাল-সবুজ রঙের ঘরগুলো আমাদের একটি নতুন বাড়ির দিকে নিয়ে যাবে। আমরা যদি পরিসংখ্যান না বাড়াই, তাহলে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য দেশের ৩৩৪টি বিনামূল্যে উপজেলা আশ্রয়কেন্দ্র। অন্তর্বর্তীকালে,

আমরা পরিবেশের ওপর নির্ভর করে টেকসই প্রকৌশল চিন্তার একটি বৈচিত্র্যময় নান্দনিক ছাপ এবং প্রবণতা লক্ষ করব। সাধারণভাবে, আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাড়ি নির্মাণ শৈলীতে প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি বাথরুম, রান্নাঘর এবং বারান্দাসহ দুটি কক্ষের আধা-সুসজ্জিত

একক বাড়ি রয়েছে, পাশাপাশি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা ঘর, পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা বাড়ি এবং অন্যান্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা ঘর রয়েছে। টং বাড়ি, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য বহুতল কাঠামো, তীরে বসবাসকারীদের জন্য পাকা ব্যারাক, সমতল অঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য আধা-পাকা ব্যারাক, চরণক্ষেপারদের জন্য ব্যারাক (দ্বীপের অঞ্চল) এবং ভিক্ষুকদের জন্য একক বাড়ি তৈরি করুন। হোম ডিজাইনের এই পরিসীমাটি দেখায় যে প্রোগ্রামটি কেবল সস্তা নয়; বরং, উপকারভোগী জনগোষ্ঠী যাতে তাদের বিভিন্ন স্থানে প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিক ব্যবহারিক সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করার জন্য এটি অত্যন্ত যত্নসহকারে পরিচালনা করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প জাতির আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেছে। একটি প্লটের ওপর একটি বাড়ি বা একটি পরিবার কেবল একটি আবাসিক সুবিধা নয়। সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের সম্পত্তি, আশ্রয় এবং অনুরূপ কর্মসূচির মালিক হওয়ার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে পিছিয়েপড়া গ্রামগুলো শক্তিশালী হতে এবং নতুন

সামাজিক মর্যাদা অর্জনে সহায়তা করেছে, যাতে তারা সমাজে পুনরায় একীভূত হতে পারে। এই প্রচেষ্টা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্থায়ী আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্যানিটেশন প্রদান, সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে এবং দৃশ্যমানভাবে পরিবর্তন করেছে। জাতিকে এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতন্ত্র ও অনন্য ধারণা তত্ত্ব ও ভাষার ঊর্ধ্বে। এই দর্শনের ব্যবহারিক দিকটিও বেশ স্পষ্ট। 'শেখ হাসিনা মডেল অব ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট' আশ্রয়কেন্দ্র এবং এ ধরনের অন্যান্য উদ্যোগের আকারে প্রকাশ পায়। এই মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে দরিদ্রতম মানুষের উপার্জন সম্ভাবনা বৃদ্ধি, তাদের সম্মানজনক জীবনযাত্রা এবং সামাজিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা করা, জমি এবং বাড়ির মালিকানার জন্য মহিলাদের ক্ষমতায়ন, তাদের দক্ষতা এবং দক্ষতা বিকাশ, পরিবেশ রক্ষা এবং গ্রাম থেকে শহর সুবিধা নিশ্চিত করা। আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা তাদের নিরাপত্তা বোধ ৯৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে ৯৮ দশমিক ৫ শতাংশ, তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে ৯৫ দশমিক ২ শতাংশ, নতুন আসবাবপত্র কেনার সক্ষমতা বেড়েছে ৭০ দশমিক ২২ শতাংশ, তাদের ইতিবাচক আচরণ বেড়েছে ৬০ দশমিক ৭৮ শতাংশ, সামাজিক সম্প্রীতি বেড়েছে ৬০ দশমিক ২১ শতাংশ, তাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস কেনার সক্ষমতা

বেড়েছে ৫৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ এবং সার্ভিস বেড়েছে ৫৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ৩,৫০,০০০ টন কৃষিপণ্য, ৭২০ টন মাছ, ১, ৩০,০০০ গবাদি পশু এবং ১,০০০,০০০ মুরগি, কবুতর [২০২২ সালের মিডিয়া সূত্র অনুসারে] সবই ২২ জুলাই, ১৯২২ পর্যন্ত অ্যাক্সেসযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনার অন্যান্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি আশ্রয়ণ প্রকল্পটি সর্বকালের সর্ববৃহৎ পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মানব বসতি স্থাপনের জন্য জাতিসংঘের হ্যাবিট্যাট প্রোগ্রামের অধীনে এই ধারণাটি অনুসন্ধান করা হচ্ছে। ২০২২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে 'শরণার্থী: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য শেখ হাসিনা মডেল' শীর্ষক বিতর্কে অংশ নেন জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশের নীতিনির্ধারকরা। তবে আজ সারা বিশ্বের দর্শনার্থীরা দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে বাংলাদেশের দরিদ্র, অসচ্ছলজনক ও অবহেলিত নারীরা জমির অধিকার অর্জন করেছে এবং তাদের স্বামী ও সন্তানদের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব 'বাড়ি' নির্মাণ করেছে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে, তারা সম্মান, মর্যাদা, সাহস এবং জীবনের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে।

লেখক : দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক গবেষণা, কূটনীতি এবং ভূ-রাজনীতি বিশ্লেষক।

TRUE AND IMPARTIAL
daily sun

Bangladesh's 'Ashrayan Project' a Paradigm of Inclusive Development

Dr. Atle [illegible]

Bangladesh's Ashrayan Project (Shelter Project for the homeless) is empowering the marginalized people through inclusive development, as this housing project plays a vital role in alleviating poverty to help the country attain at least eight targets of the Sustainable Development Goals (SDGs).

The Ashrayan Project is now being used aptly as Sheikh Hasina Model for Inclusive Development, which has ushered in a new era of growth towards building a Bangladesh free from poverty and hunger.

Through the project, Prime Minister Sheikh Hasina introduced a new dimension of growth and socio-economic development for the homeless populace based on the philosophy 'No one will be left behind.'

However, 23 thousand [illegible] more landless are going to get new houses as a gift of Prime Minister Sheikh Hasina for landless and homeless people. These houses are being provided in the second phase of the fourth phase of the Prime Minister's Office Ashrayan-2 project.

Prime Minister Sheikh Hasina is scheduled to hand over these semi-furnished houses along with two hundred acres of land to the families for free on Wednesday (today). At the same time, the Prime Minister will declare 123 upazilas of the country as completely landless and homeless free. Out of this, all the upazilas of 12 districts are having this achievement.

In May 2020, Ashrayan-2 project under the Prime Minister's Office was taken up to implement the declaration of Prime Minister Sheikh Hasina, 'Not a single person of Bangladesh will be homeless or landless in the Mujib year.' In January 2021, the Prime Minister handed over 63 thousand 999 single houses of the first phase of this project. At the same time, 3 thousand 715 families were rehabilitated in 743 barracks. In June of the next year the Prime Minister handed over 53 thousand 330 houses of the second phase. The number of houses constructed in the third phase was 65 thousand 474. 39 thousand 365 houses of the fourth phase were handed over in March this year. The remaining houses of this phase will be handed over.

Under this project, 238,851 families have been given houses with land in five stages. A total of 1,194,055 displaced people have been resettled at an average of five members in each family. It is the largest government rehabilitation program in the world in terms of number of beneficiaries and rehabilitation methods.

Ashrayan today is a unique project not only in Bangladesh but also in the world. In different countries of the world, there are various initiatives to help the backward people in different ways, but there is no precedent in the world to build a permanent these types of houses by giving ownership of government land in their name to the people who have no address, and build houses with electricity and sanitation facilities at government expense. In this project, homeless and landless families are provided ownership of two-room semi-paced single family houses with electricity facility in the joint name of husband and wife with 2 percent Khas (government owned land) land settlement. Namely, the project is not only an opportunity for a start and his family to live with dignity but also a unique example of women's empowerment by ensuring ownership of land to husbands as well as wives. No countries can find such a unique example that no other will match.

How big and comprehensive this campaign is can be understood in some statistics. Studies have confirmed that 555,617 families have been given shelter in the shelter project started in 1997, where 2,778,085 people have been displaced. Apart from shelters, almost similar projects are Veer Nibas, Minority Resettlement, Cluster Villages, Disaster Resilient Houses and Housing Fund Houses. Together with all these projects, 531,000 people have become home owners along with land ownership. More than 20,000 acres of land has been allotted for homestead alone.

So far around 1 million families received such homes across the country, giving shelter to more than 5.5 million people. Without increasing the statistics, the country's [illegible] landless and homeless free upazila shelters. If we look at similar projects, the red-green coloured houses will lead us to a new era. In the meantime, we will see a different kind of trend and aesthetic impression of sustainable engineering thinking according to the landscape. In this house construction style of Ashrayan project, we see, in general, two-room semi-furnished single house with toilet, kitchen and a balcony for each family, specially designed houses for char/tidal areas, specially designed houses for small ethnic groups in hilly areas, and specially designed houses for small ethnic groups in other areas. Under the scheme, tong houses, multi-storied buildings for climate refugees, panel barracks for coastal people, panel barracks for plain areas, barracks for [illegible] and single houses for beggars have been built. This variety of house construction proves that this initiative is not just a charity initiative; it has been implemented with a very careful thought so that the beneficiary community actually gets the maximum practical benefit in their respective areas.

A house or a family on a piece of land is not only a housing facility but shelter has also ushered in massive changes in the socio-economics of the country. Shelters and similar initiatives have empowered the backward communities as well as established them at greater heights of social status by empowering destitute women in land ownership, helping them to return to the environment. By eradicating hunger and poverty, providing permanent housing, education, health,

sanitation, ensuring social equity, rehabilitating climate refugees, this initiative has brought massive and visible change to the rural economy.

Prime Minister Sheikh Hasina's own and original philosophy in moving the country forward is not limited to theory or words. The practical aspect of this philosophy is also strongly visible. Shelters and similar projects are a visible form of the 'Sheikh Hasina Model of Inclusive Development'. The features of this model are: Increasing the earning power of the poorest people, establishing their respectable livelihood and social status, empowering women in land and house ownership, building self-confidence and self-esteem among them, skills and development, environmental protection, and ensuring village-to-city facilities.

Analysing the indicators of change in this model, it has been found that the beneficiaries of the shelter project have increased their sense of security by 98.87 percent, their social status has increased by 98.5 percent, the standard of living has increased by 95.2 percent, ability to buy new furniture increased 70.22 percent, positive behaviour improved 88.70 percent, social harmony increased 80.21 percent, ability to buy electronic devices increased 56.78 percent, Savings rate increased by 44 percent and cultural activities increased by 35.5 percent.

Without further ado, we must say that this is visible and inclusive development. It must be mentioned that the asylum project, like several other initiatives of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, has caught the attention of the world's policy makers as the largest rehabilitation project in the world. The project is being discussed in the United Nations Human Settlements Program known as UN Habitat. In the 77th session of the United Nations, held on September 21, 2022, policy makers from various countries including the United Nations participated in the discussion titled 'Refuge: Sheikh Hasina Model for Inclusive Development'.

However, today, people around the world can come and see, the poor, dishonourable and neglected women of Bangladesh have also become land owners, and have built their very own 'houses' with their husbands and families. This project has given them respect, dignity, strength and confidence.

The writer is a Norwegian academic and analyst with experience in South Asian affairs research, diplomacy and geopolitics.

THE ASIAN AGE

BUILDING HOMES AND HOPES

Sheikh Hasina's Ashrayan Project

Dr. Rashid Askari

Prime Minister Sheikh Hasina's rehabilitation initiative through the Ashrayan Project is a development landmark in history. This monumental effort stands out for its sheer scale and ambition and sets a new benchmark for addressing homelessness and transforming lives.It is a comprehensive development program that aims to provide housing and other assistance to the poor and marginalized in Bangladesh. The project was launched in 1997 by Prime Minister Hasina, and since then it has helped to improve the lives of millions of people.Rehabilitating over 8,32,712 homeless families is an achievement of remarkable proportions, underscoring the government's unwavering commitment to inclusive development. The magnitude of this endeavour highlights Sheikh Hasina's determination to tackle a deeply entrenched societal issue comprehensively and decisively.

The rehabilitation of homeless families is one of the most important aspects of the Ashrayan Project. These families often live in abject poverty, and they are often forced to live on the streets or in slums. The Ashrayan Project provides them with a safe and secure place to live.The Project's uniqueness lies in its holistic approach. Unlike previous housing programs, this initiative extends far beyond the physical construction of houses. It encompasses education, healthcare, skills training, social integration and other essential services, ensuring that beneficiaries are not only provided shelter but are equipped with the tools to break free from the cycle of poverty. This multifaceted strategy sets a new precedent in addressing homelessness, demonstrating that sustainable change requires a comprehensive and long-term vision. The project's impact extends beyond its immediate beneficiaries. By addressing homelessness comprehensively, Bangladesh demonstrates its commitment to social equity and inclusivity. This sends a powerful message to society, encouraging collective responsibility and motivating further initiatives to eradicate homelessness at its root causes.

Moreover, the project's success can be attributed to its data-driven and technology-enabled approach. The meticulous identification of beneficiaries using advanced techniques ensures that resources are directed precisely where they are needed most. This precision in targeting is an innovation that distinguishes the Ashrayan Project from traditional welfare programs, making it a trailblazing model for efficient and effective social interventions.

Prime Minister Sheikh Hasina's emphasis on community involvement and empowerment is another dimension that makes this rehabilitation move unparalleled. By engaging beneficiary families in decision-making processes and encouraging active participation, the project fosters a sense of ownership and pride. This approach transforms beneficiaries from passive recipients of aid into active agents of change, creating a sense of community cohesion that is crucial for sustainable development.

The Ashrayan Project's impact resonates far beyond Bangladesh's borders. Its success has garnered international attention and admiration, positioning the country as a leader in innovative and compassionate solutions to complex societal challenges. The project's uniqueness has the potential to inspire other nations to adopt similar comprehensive and inclusive approaches to addressing homelessness and poverty.

Furthermore, the Ashrayan Project aligns seamlessly with the government's broader development agenda. As beneficiaries gain access to education and skill development, they contribute to a more skilled and productive workforce. This, in turn, strengthens the nation's human capital and enhances its global competitiveness, driving sustainable economic growth.

Additionally, the Ashrayan Project's alignment with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) underscores its role in propelling Bangladesh towards the status of a welfare country. By directly contributing to SDG 1 (No Poverty), SDG 3 (Good Health and Well-being), and SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), the Ashrayan Project exempli-

A portion of houses built for destitute people in Bangladesh under the Ashrayan Project. -Collected

fies a global commitment to leaving no one behind. The Ashrayan Project's holistic approach serves as a beacon for countries striving to achieve these ambitious goals and underscores the profound impact of visionary leadership in shaping a more equitable world. The rehabilitation of homeless families is also a way to improve the overall quality of life in Bangladesh. When people have a place to live and access to basic necessities, they are more likely to be healthy, happy, and productive members of society. This will have a positive impact on the economy and the overall well-being of the country.Moreover, the holistic approach contributes to breaking the cycle of poverty. Through education and skills training, beneficiaries are empowered to access better livelihood opportunities, reducing their vulnerability and dependence on charitable aid. As these families experience social and economic upliftment, they contribute positively to the broader economy, fostering a virtuous cycle of progress.

The rehabilitation of homeless families is not only a humanitarian gesture, but it is also a sound economic investment. When these families have a place to live and access to basic necessities, they are able to become more productive members of society. They are also less likely to engage in criminal activity or become a burden on the state.

Ashrayan Project is a transformative initiative that holds the promise of making Bangladesh a country with no homeless people. By providing homes, education, and skills, the project empowers families to get rid of the vicious circle of poverty, fostering economic growth, social cohesion, and inclusivity. This visionary move not only impacts individual lives but also shapes the nation's trajectory towards sustainable development and a future where homelessness is a relic of the past.

Sheikh Hasina's rehabilitation initiative through the Ashrayan Project stands as an unparalleled historical achievement. It not only transforms the lives of hundreds of thousands of homeless families, but also serves as a beacon of hope and inspiration for a world grappling with complex social challenges. As Bangladesh continues to build upon the successes of the Ashrayan Project, it demonstrates to the world its commitment to the welfare of its citizens. The project's innovative and holistic approach serves as a role model for other nations aspiring to achieve a similar status, showcasing the transformative potential of comprehensive social interventions.

Sheikh Hasina's visionary leadership has gone down in history as a transformative leader who has redefined the way we address homelessness and poverty. And her Ashrayan Project holds the promise of propelling Bangladesh towards the status of a welfare state. As the project continues to create positive impacts on individual lives and communities, it sets the stage for a future where the well-being of every citizen is a central tenet of the nation's progress.

Dr. Rashid Askari is a freethinking writer, academic, translator and former vice chancellor of Islamic University Bangladesh.

Wednesday
August 9, 2023
Dhaka, Shrabon 25, 1430 BS
Muharram 22, 1445 H
12 Pages, Taka 12

The New Nation

Independent Daily
www.thedailynewnation.com

Over 8, 141 families to get new houses in Sylhet, Rajshahi, Rangpur

Sylhet Bureau

Nearly 2287 homeless and landless families are going to get new houses tomorrow under the Ashrayan-2 project in Sylhet Division.

Prime Minister Sheikh Hasina will hand over houses 2287 people in Sylhet Division on Wednesday, according to a press release issued on Tuesday morning by the Prime Minister's Office.

The PM will inaugurate the handover ceremony of the fourth phase of the project through a virtual ceremony from the Gono Bhaban.

The handover of the houses, along with the land, is part of the government's initiative to provide houses to all landless and homeless families on the occasion of "Mujib Year" as the prime minister promised that "no one will remain without a home in Bangladesh".

The beneficiaries will be given semi-permanent houses along with the land under the Ashrayan-2 project.

The houses have a kitchen, a toilet and a place for raising poultry and growing vegetables in the yard.

Earlier on January 23, 2021 the government had provided 63,999 houses in the first phase, and 53,330 houses on June 20, 2021 in the second phase under Ashrayan-2 project.

In the first stage of the third phase, 32, 904 houses were handed over on April 26 last year while 26,229 more were handed over in the second stage on July 21.

BSS from Rajshahi reports: Some 1,822 more landless and homeless families will get houses as gifts by the generosity of Prime Minister Sheikh Hasina in five districts in Rajshahi division on Wednesday.

A total of three districts-Naogaon, Natore and Pabna are also going to be declared as free of landless and homeless people in the division.

Earlier on the first stage of fourth phase on March 22 last, Rajshahi,Chapainwabganj and Joypurhat districts were declared as free of landless and homeless people.

He said there were 31,930 homeless and landless families in 'KA' class in eight districts under the division. Already, 28,907 of those were rehabilitated in the first, second, third and first stage of the fourth phase and the beneficiary figure will stand at 30,729 tomorrow.

For tomorrow, houses were allocated to 1,822 families in the division. Of them, 202 in Naogaon, 567 in Natore, 646 in Pabna, 255 in Sirajganj, 82 in Bogura and 70 in Joypurhat districts.

Imtiaz Hossain said 41 upazilas were declared as freed from landless and homeless people in the earlier four phases. With tomorrow's distribution, 64 out of total 67 upazilas will be freed from homeless and landless people in the division.

Main thrust of the initiative is to improve the standard of living, ensure basic education, health care and skill development on income generating activities of the beneficiary people.

On behalf of Ashrayan Project-2 of the Prime Minister's Office, the Department of Disaster Management (DDM) has built the houses.

Kolpona Kisku, a widow of Dewpur village under Pabn upazila, is living in the new house at Kastadanga Ashrayan Project with her two sons Bishwajit and Durjoy. Bishwajit is now a third year student in Rajshahi University (RU).

"We are very happy to receive such a gift from the Prime Minister Sheikh Hasina. We are grateful to her," Kolpona said while expressing her gratitude to the government.

BSS from Rangpur adds: A number of 4,032 more homeless people will get new houses as gifts from Prime Minister Sheikh Hasina in the fourth phase (second installment) of Asrayan-2 project in the division tomorrow.

"Each of the selected 4,032 families will get a new house built at a cost of around Taka four lakh in the division tomorrow," Divisional Commissioner Md. Habibur Rahman told BSS.

The newly constructed abodes will be handed over aiming at providing houses to every landless and homeless people across the division as elsewhere in the country.

"Prime Minister Sheikh Hasina is expected to launch handing over ownership of the new houses distributing keys and land registration documents to the homeless families through a videoconferencing from Ganabhaban," Rahman said.

The government has allocated over Taka 256.87 crore for construction of 9,029 houses in all eight districts of Rangpur division in the fourth phase of Asrayan-2 project.

Earlier, the government allocated

They will get the houses in the second stage of the fourth phase of Ashrayan-2 project to mark the Mujib Barsha. On March 7, 2020, Prime Minister Sheikh Hasina had announced that none will remain homeless in Bangladesh.

Md. Imtiaz Hossain, additional commissioner (Revenue) of Rajshahi Division,told BSS that the Premier will launch distribution of the houses with land ownership documents and keys to the beneficiary families virtually Wednesday.

The floors and walls of the houses are brick-built as the roofs were made of corrugated sheet. The houses were made colorfully and eye-catching. The disaster resistant houses reveal the images of laudable and lasting development activities of the government.

At the initiative of Prime Minister Sheikh Hasina, the government has provided the homeless people with the houses to alleviate their poverty through giving shelters and human resource development activities.

Taka 368.97 crore for construction of 15,956 houses in the third phase, Taka 224.18 crore for 13,130 houses in the first phase and Taka 239.69 crore for construction of 12,436 houses in the second phase here.

Under the Asrayan-2 project, 13,130 homeless families have got houses in the first phase, 12,436 families in the second phase, 15,956 families in the third phase and 5,408 families in the first installment of the fourth phase in Rangpur division, Rahman added.

Bangladesh Post

4,032 homeless to get houses in Rangpur division today

BSS

A number of 4,032 more homeless people will get new houses as gifts from Prime Minister Sheikh Hasina in the fourth phase (second installment) of Asrayan-2 project in the division today.

"Each of the selected 4,032 families will get a new house built at a cost of around Taka four lakh in the division today," Divisional Commissioner Md. Habibur Rahman told BSS.

The newly constructed abodes will be handed over aiming at providing houses to every landless and homeless people across the division as elsewhere in the country.

"Prime Minister Sheikh Hasina is expected to launch handing over ownership of the new houses distributing keys and land registration documents to the homeless families through a videoconferencing from Ganabhaban," Rahman said.

The government has allocated over Taka 256.87 crore for the construction of 9,029 houses in all eight districts of Rangpur division in the fourth phase of Asrayan-2 project.

Earlier, the government allocated Taka 368.97 crore for construction of 15,936 houses in the third phase, Taka 224.18 crore for 13,130 houses in the first phase and Taka 239.69 crore for construction of 12,436 houses in the second phase here.

Under the Asrayan-2 project, 13,130 homeless families have got houses in the first phase, 12,436 families in the second phase, 15,936 families in the third phase and 5,408 families in the first installment of the fourth phase in Rangpur division, Rahman added.

Meanwhile, the selected homeless families in the installment of the fourth phase are excitedly waiting to get colorful abodes with corrugated iron sheets on roofs, two bedrooms, one kitchen, one hygienic sanitary latrine, one utility space and veranda.

Talking to reporters, Deputy Commissioner of Rangpur Mohammad Mobasswer Hasan said Prime Minister Sheikh Hasina will distribute 678 houses in the second installment of the fourth phase to homeless families tomorrow in the district.

Earlier, 4,486 new houses, including 1,275 under the first phase, 991 under the second phase and 1,073 under third phase of Asrayan-2 project, were distributed to homeless and landless families of all eight upazilas in Rangpur.

Asrayan Project is one of the prime minister's 10 special initiatives aimed at ensuring shelter for all homeless people to assist them rebuild life, improve living standard, health care and develop skill on income generating activities.

The government began distributing the brick-built tin-shed semi-pucca houses among landless and homeless families marking the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in the Mujib Year to ensure shelters for all.

"In order to build a smart and developed Bangladesh where no one will lag behind, various government departments are providing training and support to resettled families to make them self-reliant through income-generating activities," Hasan said.

1,822 more homeless families to get PM's housing gifts in Rajshahi

BSS

Some 1,822 more landless and homeless families will get houses as gifts by the generosity of Prime Minister Sheikh Hasina in five districts in Rajshahi division today.

They will get the houses in the second stage of the fourth phase of Ashrayan-2 project to mark the Mujib Barsha. On March 7, 2020, Prime Minister Sheikh Hasina had announced that none will remain homeless in Bangladesh.

Md. Imtiaz Hossain, additional commissioner (Revenue) of Rajshahi Division, told BSS that the Premier will launch distribution of the houses with land ownership documents and keys to the beneficiary families virtually today (Wednesday).

A total of three districts-- Naogaon, Natore and Pabna- are also going to be declared as free of landless and homeless people in the division.

Earlier on the first stage of fourth phase on March 22 last, Rajshahi, Chapainwabganj and Joypurhat districts were declared as free of landless and homeless people.

He said there were 31,930 homeless and landless families in 'KA' class in eight districts under the division. Already, 28,907 of those were rehabilitated in the first, second, third and first stage of the fourth phase and the beneficiary figure will stand at 30,729 tomorrow.

For today, houses were allocated to 1,822 families in the division. Of them, 202 in Naogaon, 567 in Natore, 646 in Pabna, 255 in Sirajganj, 82 in Bogura and 70 in Joypurhat districts.

বাংলা ট্রিবিউন

মোংলায় আশ্রয়ণের ঘর পাচ্ছেন আরও ১০০ জন

মোংলা প্রতিনিধি

০৮ আগস্ট ২০২৩, ১২:৩৮

ঘর হস্তান্তর উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের কক্ষে সংবাদ সম্মেলন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে বাগেরহাটের মোংলায় আরও ১০০ জন ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষ জমিসহ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর পেতে যাচ্ছেন। বুধবার (৯ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব ঘরের উদ্বোধন করবেন।

এ উপলক্ষে মঙ্গলবার (৮ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের কক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের তৃতীয় ধাপে ঘর হস্তান্তের জন্য সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপংকর দাশ।

তিনি জানান, চতুর্থ পর্যায়ের তৃতীয় ধাপে বুধবার উপজেলার চাঁদপাই ইউনিয়নের পাকখালী গ্রামে ১০০ জন ভূমিহীন-গৃহহীনের মধ্যে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হবে। এ ছাড়া এ উপজেলায় এর আগে ৫৯৫ জন ভূমিহীন-গৃহহীনের মধ্যে দুই কক্ষের রঙিন টিনের সেমিপাকা আশ্রয়ণের ঘর দেওয়া হয়েছে।

এদিকে মোংলায় আরও যারা ভূমিহীন-গৃহহীন রয়েছে, তাদের তালিকা করে পর্যায়ক্রমে তাদেরও ঘর দেওয়া হবে বলে জানান ইউএনও দীপংকর দাশ।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. জাফর রানা সমবায় কর্মকর্তা জোবায়ের হোসেন ও চাঁদপাই ইউপি চেয়ারম্যান মোল্লা তরিকুল ইসলামসহ স্থানীয় সাংবাদিকরা।

বাংলা ট্রিবিউন

‘মা-বাবা যা করেননি, তা আমাদের জন্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী’

সাদ্দিফ অভি, পাবনা থেকে

০৮ আগস্ট ২০২৩, ২১:১৮

প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর উপহার পেয়ে মিতুল এখন স্বাবলম্বী

পরিবার থেকে আরও ১২ বছর আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন পাবনার সদর উপজেলার হিজড়া সম্প্রদায়ের মিতুল। ব্যক্তিপরিচয় ভিন্ন হওয়ায় সমাজ থেকে বাইরে ছিলেন দীর্ঘদিন। হিজড়া হওয়ায় বাঁকা চোখে দেখতো লোকে, এমনকি করতে পারেননি লেখাপড়াও। তাই ছিটকে পড়েন সমাজের মূলধারা থেকে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর উপহার পেয়ে মিতুল এখন স্বাবলম্বী। তার সঙ্গে আরও ১২ জন হিজড়া পেয়েছেন মাথা গোঁজার ঠাঁই। পাবনা সদর উপজেলার হেমায়েতপুর ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্পে ১০টি ঘর পেয়েছেন তারা। মিতুলের সঙ্গে আরও থাকছেন সুমি, ভাবনা, মিষ্টি, নদী, টুকটুকি, ঐশীসহ আরও কয়েকজন।

বুধবার (৯ আগস্ট) পাবনাসহ আরও ১২টি জেলা হচ্ছে ভূমিহীন

গৃহহীনমুক্ত। এরই সঙ্গে দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসিত জেলা হচ্ছে ২১টি ও উপজেলা হচ্ছে ৩৩৪টি।

জেলাগুলো হলো, মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, জয়পুরহাট, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, কুষ্টিয়া, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার (৯ আগস্ট) গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি দেশের তিনটি আশ্রয়ণ প্রকল্পে যুক্ত হয়ে নতুন ১২টি জেলা ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন। এদিন সারা দেশে আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর হস্তান্তর করবেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত ঘর পেয়েছেন ২৮ লাখ মানুষ। দেশের সব উপজেলায় প্রায় ২৫ হাজার স্থানে এসব ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। শুধু গৃহহীন ভূমিহীন নয়, সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকেও দেওয়া হয়েছে উপহারের ঘর।

এরমধ্যে মান্তা সম্প্রদায়, বেদে সম্প্রদায়, হিজড়া সম্প্রদায়, কুষ্ঠ রোগীদের জন্য রংপুরে বান্দাবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্প, তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের ঘর, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কয়লা খনির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পুনর্বাসন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (রাখাইন) পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের টংঘর নির্মাণ, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, হরিজন সম্প্রদায়, বাগদী সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী পরিবার, জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হয়েছে।

মিতুলসহ আরও ১১ জন পাবনার সদর উপজেলার হেমায়েতপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভেতর দেওয়া উপহারের ঘরে থাকছেন। প্রায় এক বছর আগে এই ঘরগুলো পেয়েছেন তারা। প্রকল্পের সারিবদ্ধ ঘরের এলাকার ভেতরেই জীবিকার তাগিদে তারা করছেন কৃষিকাজ এবং হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন।

মিতুল বলেন, আমরা সেলাইয়ের কাজ জানি, কেউ কেউ নাচগান করে, যার যেমন যোগ্যতা সেই অনুযায়ী কাজ করে আয়-রোজগার করি। আমরা

সদরে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতাম। কিন্তু আমাদের সেখানে বেশি দিন থাকতে দেয়নি বাড়ির মালিক। এরপর জেলা প্রশাসকের কাছে গিয়ে ঘরের জন্য আবেদন করি। তখন মুজিববর্ষ উপলক্ষে এই ঘরগুলো দেওয়া হয়। আমাদের ঘর দেওয়ার পরও প্রশাসনের সবাই অনেক খোঁজ-খবর রাখেন।

তিনি আরও বলেন, এখানে আমাদের মতো আমরা থাকি। আশপাশের কারও সঙ্গে কোনও সমস্যা হয় না। সবার সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক। আশপাশের মানুষ এসে খোঁজ নেয় আমাদের। আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস লাগলে নিয়ে যায়। এখানে থেকে একটা উপলব্ধি হয়েছে যে বাবা-মা যা করেনি, তা প্রধানমন্ত্রী করেছেন আমাদের জন্য।

মিতুলের প্রতিবেশী ফারুক জানান, ওরা এখানে থাকে, তাতে আমাদের কোনও সমস্যা হয় না। আমাদের সঙ্গে মিলেমিশেই থাকে। আসা-যাওয়ার পথে দেখা হয়, হাসিমুখেই সবাই কথা বলে।
প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, শুধু পাবনা নয়, বরগুনা সদর উপজেলার খেজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্পে তৃতীয় লিঙ্গের হিজড়া সম্প্রদায়ের ২২ জনকে, নাটোর সদর উপজেলায় তৃতীয় লিঙ্গের হিজড়া সম্প্রদায়ের ৫০ জনকে ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৪১ জনকে দুই রুমবিশিষ্ট সেমিপাকা একক ঘরে ও সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় বাস্তবায়িত হাটিকুমরুল আশ্রয়ণ প্রকল্পটিতে চারটি সেমি পাকা ব্যারাকে ২০ জন তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি এসব ঘর তাদের হস্তান্তর করেন। পাশাপাশি তাদের জীবনমান উন্নয়নে দেওয়া হয়েছে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে গরুর খামার ও সেলাই মেশিনের কাজ। তাছাড়া হাঁস-মুরগি, কবুতর পালন ও শাকসবজি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর আগে ২০১১-১২ অর্থবছরে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলায় বাঙ্গিবেচা ব্রিজ-সংলগ্ন মানবপল্লি বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে ২৫টি পাঁচ ইউনিটবিশিষ্ট সিআই সিট ব্যারাকে ১২৫ জন তৃতীয় লিঙ্গের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তাদের জীবনমান উন্নয়নে দেওয়া হয়েছে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ।

আশ্রয়ণ প্রকল্প

বুধবার আরও ২২ হাজার ভূমিহীন পাচ্ছে সেমিপাকা ঘর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ এএম, ০৮ আগস্ট ২০২৩

X

ফাইল ছবি

আরও ভূমিহীন ২২ হাজার ১০১ পরিবার পাচ্ছে ভূমিসহ সেমিপাকা ঘর। বুধবার (৯ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে এসব পরিবারের হাতে জমির দলিল তুলে দেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিক কার্যক্রমে মুজিববর্ষ থেকে এ পর্যন্ত ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১ পরিবার পেয়েছে ঘর।

সোমবার (৭ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ পর্যায়ে ২২ হাজার ১০১টি সেমিপাকা ঘর প্রস্তুত করা হয়েছে। ৯ আগস্ট, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমিসহ একক গৃহ হস্তান্তর করবেন। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সেরে মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত হবেন খুলনার তেরখাদা বারাসাত সোনার বাংলা পল্লি আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ আমানউল্যাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের এই কার্যক্রমে।

গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে আনোয়ারা-হাটহাজারী

নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৩

X

ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে চট্টগ্রামের আনোয়ারা ও হাটহাজারী উপজেলা। চট্টগ্রাম জেলায় চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে এ দুই উপজেলার ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৪৪ পরিবার পাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর। এসব পরিবারকে দুই শতাংশ জমিসহ ঘর দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে এ দুই উপজেলা ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে।

মঙ্গলবার (৮ আগস্ট) দুপুরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরেন জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল বুধবার এ দুই উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন বলেও জানান জেলা প্রশাসক।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন (৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপ) ২৪৪ পরিবারকে জমিসহ ঘরের মালিকানা হস্তান্তর করা হবে। এত সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে জমিসহ ঘর দেওয়ার নজির পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

‘মুজিব শতবর্ষে একজন লোকও গৃহহীন থাকবে না’ প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সারাদেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ঘর প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ১ম পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি সারাদেশে ৬৩ হাজার ৯৯৯ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ ঘর বরাদ্দ প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

সারাদেশের ন্যায় চট্টগ্রাম জেলায় ১ম পর্যায়ে এক হাজার ৪৪৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ঘর দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ২য় পর্যায়ে ২০২১ সালের ২০ জুন সারাদেশে ৫৩ হাজার ৩৩০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ সরকারি অর্থায়নে ঘর দেওয়া হয়। ২য় পর্যায়ে চট্টগ্রাম জেলায় ৬৪৯ পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ঘর দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক বলেন, ১ম ও ২য় পর্যায়ের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী ৩য় পর্যায়ে গত বছরের ২৬ এপ্রিল সারাদেশে ৩২ হাজার ৯০৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ ঘর বরাদ্দ প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। চট্টগ্রাম জেলায় ৩য় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে এক হাজার ২১৬ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ঘর দেওয়া হয়। পরবর্তীতে একই বছর ২১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী সারাদেশে ৩য় পর্যায়ে (২য় ধাপ) ২৬ হাজার ২২৯ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ ঘর বরাদ্দ প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম জেলায় ২য় পর্যায়ে (২য় ধাপ) ৫৮৭ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ঘর দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার ৮টি উপজেলা পটিয়া, কর্ণফুলী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, বোয়ালখালী ও রাউজান

উপজেলাকে হালনাগাদ যাচাই-বাছাই করা তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ১ম, ২য় এবং ৩য় পর্যায়ের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী ৪র্থ পর্যায়ে ২য় ধাপে আগামীকাল (৯ আগস্ট) সারাদেশে ২২ হাজার ১০১ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ ঘর বরাদ্দ প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন।

আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান জানান, জেলায় ৩য় পর্যায়ের অবশিষ্ট ১৫৯টি এবং ৪র্থ পর্যায়ের ৮৯৩টিসহ মোট এক হাজার ৫২ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ঘর দেওয়া হয়। চতুর্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে ২৪৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমিসহ ঘর দেবেন। এর মধ্যে দিয়ে চট্টগ্রামের আরও দুই উপজেলা আনোয়ারা ও হাটহাজারীকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. মাসুদ কামালসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প

ঘর পাচ্ছে আরও ২২ হাজার পরিবার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক || *রাইজিংবিডি.কম*

প্রকাশিত: ১৪:২১, ৮ আগস্ট ২০২৩

ফাইল ফটো

গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জমিসহ ঘর উপহার দিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্প। এর আওতায় ঘর পেতে যাচ্ছে আরও ২২ হাজার পরিবার। বুধবার (৯ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোর মাঝে ঘর বিতরণ করবেন।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১ পরিবার ভূমিসহ স্থায়ী নীড় পেয়েছে, যাদের থাকার জন্য নিজের কোনো জায়গা বা ঘর ছিল না।

২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষে তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি ঘর বিতরণ করা হয়েছে। এবার ২২ হাজার ১০১টি ঘর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে বিতরণ করা মোট ঘরের সংখ্যা হবে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে আরও ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন। ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণা করা হবে। এর ফলে গৃহহীনমুক্ত মোট উপজেলা হবে ৩৩৪টি এবং সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলা হবে ২১টি।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেছেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে অনন্য প্রকল্প। কারণ, পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের এটি দ্বিতীয় পর্যায়। ২০২৩ সালের ২২ মার্চ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

মুখ্য সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে তিন উপজেলায় ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সুবিধাগ্রহীতাদের মাঝে বাড়িসহ জমি হস্তান্তর করবেন। প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লি আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন। প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীনরা ২ দশমিক ২ শতাংশ জমিতে ভালো মানের আধা-পাকা বাড়ি পাবেন।

তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করবেন। এর আগে তিনি পঞ্চগড় ও মাগুরাসহ নয়টি জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত জেলা ঘোষণা করেন।

নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে এসব এলাকায় কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন হলে তাদের জমিসহ বাড়ি দেওয়া হবে, জানিয়ে তিনি বলেন, জমির মালিকানা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দেওয়া হয় এবং জমির রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশনও স্বামী-স্ত্রীর নামে দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, সরকার শুধু খাস জমিতে প্রকল্পের জন্য বাড়ি নির্মাণ করছে না, বাড়ি নির্মাণের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কাছ থেকে জমি কেনা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকেও অনুদান পাওয়া যায়।
যাদের বাড়ি নেই, জমি আছে, তাদের জন্য সরকার কবে থেকে বাড়ি নির্মাণ শুরু করবে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন সরকার এই প্রকল্পের আওতায় শুধু ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বাড়ি দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর যাদের বাড়ি নেই বা যাদের বাড়ি জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে, তাদের জন্য বাড়ি নির্মাণ শুরু করা হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেন। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন (একটি পরিবারে পাঁচ সদস্য ধরে)।

ভূমি-গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে আরও ১২ জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক
০৮ আগস্ট ২০২৩, ০৫:১৫ এএম

ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার (৯ আগস্ট) এসব বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে দেশের ১২ জেলার সকল উপজেলাসহ সারাদেশে মোট ১২৩টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় বুধবার ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তর করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে তিন উপজেলায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বাড়িসহ জমি হস্তান্তর করবেন। ওইদিন এসব বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করবেন।

ওইদিন প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং পাবনার বেড়া

উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সুবিধা গ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তর করা হচ্ছে। চলতি বছরের গত ২২ মার্চ দ্বিতীয় ধাপে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তথ্য বলছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প ইতোমধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে পুনর্বাসন করেছে। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারই দেখানো পথে শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেয়।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আর পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন।

প্রধানমন্ত্রীকে কবুতর উপহার দিতে চান সালমা

নজরুল ইসলাম

নোয়াখালী থেকে

০৮ আগস্ট ২০২৩, ০৫:৫০ পিএম

লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ থানার পশ্চিম বাজার বাঁধের গোড়ায় একটি ছোট ঝুপড়ি ঘরে জন্ম সালমার। যখন থেকে তিনি বুঝতে শেখেন, তখন থেকে দেখছেন তার পরিবারের নিজস্ব ভূমি বলতে কিছু নেই। সালমা বাবাকে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, আমাদের নিজস্ব জমি বলে কি কিছু নেই?

সড়কের পাশে সরকারি জায়গায় জন্ম নেওয়া সালামার বয়স এখন ২৭ বছর। তিনি এখন তিন সন্তানের মা। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় আগামীকাল বুধবার (৯ আগস্ট) ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি পাকা ঘর হস্তান্তর করা হবে। তার একটি ঘরের মালিকানা পেয়েছেন সালমা। প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাওয়ায় সালমা খুব খুশি। বঙ্গবন্ধু কন্যার কাছ থেকে পাওয়া উপহারের প্রতি সম্মান জানাতে তাকে (প্রধানমন্ত্রীকে) একটি কবুতর উপহার দিতে চান তিনি।

মঙ্গলবার (৮ আগস্ট) নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঢাকা পোস্টের সঙ্গে কথা হয় সালমার। তিনি বলেন, আমাদের ঘর ছিল না। রাস্তায় থাকতাম। প্রধানমন্ত্রী একটি ঘর দিয়েছেন আমার নামে। প্রধানমন্ত্রীকে আমার পালা একটি কবুতর

উপহার দিতে চাই। আমার ১১টি কবুতর থেকে তাকে একটি কবুতর দেব।

মুজিববর্ষে ভূমিহীন-গৃহহীন সব অসহায় মানুষকে নতুন ঘর উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই অংশ হিসেবে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় এবার সারা দেশে ২২ হাজার ১০১টি পাকা ঘর দেওয়া হবে। এ দফায় নোয়াখালী জেলায় ৪১৮টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। এর মধ্যে বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। বুধবার (৯ আগস্ট) এসব পাকা ঘর আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে পাকা ঘর পেয়েছেন জেসমিন বেগম। একসময় মেঘনা নদীতে ভিটে হারাতে হয় জেসমিনের পরিবারকে।

জেসমিন বলেন, নদী আমাদের সব নিয়ে গেছে। বাধের গোড়ায় (চন্দ্রগঞ্জের পশ্চিম বাজার) গত ১৭ বছর থেকে আছি। রাস্তার পাশে সরকারের জমিতে ছিলাম। এখন আমরা ঘর পেয়েছি।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে আবার সরকারপ্রধান হিসেবে দেখার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন জেসমিন।
তিনি বলেন, ‘যে আমাদের ঘর দিয়েছে, আমরা চাই তিনি আবার ক্ষমতায় আসুন। তার জন্য আমরা আল্লার কাছে দোয়া করি। আল্লা তারে বাঁচাইয়া রাখুক।’

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, এ দফায় ঘর হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে দেশের ১২ জেলার সকল উপজেলাসহ সারাদেশে মোট ১২৩টি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে তিন উপজেলায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বাড়িসহ জমি হস্তান্তর করবেন। সরকারপ্রধান যে তিন উপজেলার ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন, তার মধ্যে একটি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প। এছাড়া তিনি খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সুবিধা গ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা ঘর পাওয়াদের কাছ থেকে শুনবেন তাদের অনুভূতির কথা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় এরই মধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার দেখানো পথে কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আর পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জনকে।

ঢাকা টাইমস

শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ৩৩৪ উপজেলা

মো. খসরু চৌধুরী (সিআইপি)

| প্রকাশিত : ১০ আগস্ট ২০২৩, ১৩:৫৭

প্রধানমন্ত্রী ৯ আগস্ট দেশের আরও ১২টি জেলা ও ১৩২টি উপজেলায় চতুর্থ ধাপে আরও ২২ হাজার ১০১টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে জমিসহ নবনির্মিত স্বপ্নের নীড় স্থায়ী ঠিকানার বাড়ি হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন এবং ১২টি জেলার সব উপজেলাসহ মোট ১২৩টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন।

এ সময় তিনি বলেন, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করছি। মানুষকে উন্নত জীবন দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আজকে আমি আনন্দিত যে, আমরা এ পর্যন্ত ৩৩৪ উপজেলাকে ভূমিহীনমুক্ত করতে পেরেছি। ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫ লাখ, ৫৫ হাজার ৬১৭টি পরিবারকে ঘর দিতে পেরেছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ দূরদর্শী কাজের মাধ্যমে দরিদ্র অথবা দারিদ্র্যসীমার নিচে যারা অবস্থান করছেন, তাদের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পেশাগত উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, পুষ্টিসহ সব ক্ষেত্রে আশ্রয়ণ প্রকল্পের রয়েছে অসাধারণ ভূমিকা। যা হবে দেশের টেকসই

উন্নয়নের সহায়ক। এর মাধ্যমে নারীর ঘর তথা জমির মালিকানাও নিশ্চিত হয়েছে, যা স্বীকৃতি পেয়েছে মৌলিক ধারণা হিসাবে।

সবার জন্য বাসগৃহ নিশ্চিত হলে জনস্বাস্থ্য হবে সুরক্ষিত ও নিরাপদ। কমবে দারিদ্র্য, দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। সহজে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে সামাজিক সেবাসমূহ। উল্লেখ্য, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে গ্রাম-বাংলায় কৃষি বিপ্লব, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, কুটির শিল্পসহ আনুষঙ্গিক শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা, যোগাযোগ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁর সেই দূরদর্শী স্বপ্ন বাস্তবায়ন হচ্ছে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে।

অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। আমাদের দেশে যে মানুষের নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, তাকে মূল্যায়ন করা হয় ঠিকানাহীন মানুষ হিসেবে। এক সময় দেশে এমন ঠিকানাহীন মানুষের সংখ্যা ছিল বিশাল। এদের একাংশ দারিদ্র্যতার কারণে হারিয়েছে নিজেদের বাড়িঘরসহ সবকিছু। অন্য অংশ নদীভাঙনের শিকার। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ছিল, সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার পূরণ। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার কোনো রিজার্ভ ছিল না। দেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের দেড় কোটি ছিল গৃহহীন। যাদের ১ কোটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ৫০ লাখ মানুষ ছিল স্বদেশেই উদ্বাস্তু। সে অবস্থায়ও শূন্য হাতে বঙ্গবন্ধু গৃহহীনদের গৃহদানের প্রকল্প গ্রহণ করেন। জাতির পিতার পথ ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যেক ভূমিহীন মানুষের জন্য নিজস্ব আবাসের ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নয়নের অগ্রাধিকার হিসেবে ভূমিহীন, গৃহহীন ও শিকড়হীন মানুষকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্নের কথা বিবেচনা করে ১৯৯৭ সালে তার সরকার 'আশ্রয়ণ' নামে একটি প্রকল্প চালু করে-যার অর্থ ভূমিহীন ও আশ্রয়হীনদের জন্যে আবাসন। শেখ হাসিনার সরকার সকলের জন্যে বিনা মূল্যে আবাসন নিশ্চিত করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

সরকার ক্ষমতা গ্রহণের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা অনেক আগেই পূরণ করেছে। ইতোমধ্যেই জনগণের প্রত্যাশার চেয়েও বেশিকিছু করতে পেরেছে। গুণগত ও সংখ্যাগত দুই দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসেছে, আমরা বাইরে রপ্তানিও করতে পারি। দেশে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হয়েছে। আইটি সেক্টর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এসব ইতিবাচক পরিবর্তনগুলোকে অব্যাহত রাখতে পারলে অচিরেই দেশ সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী এবং বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল শহর থেকে গ্রামে সবাই পাচ্ছে। ঘরে বসে দেশে-বিদেশে তথ্য বিনিময়সহ। অনলাইনে প্রয়োজনীয় অনেক কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। ইন্টারনেটের কারণে বিশ্ব একেবারেই হাতের মুঠোয়। এই ইতিবাচক পরিবর্তন ও ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সত্যিই যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। বছরের প্রথম দিনেই বিনামূল্যে সকল পাঠ্যবই পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

আগে মেয়েরা পড়াশুনায় অনগ্রসর ছিল, এখন উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন প্রণোদনার কারণে মেয়েদের শিক্ষিত করার ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতনতা বেড়েছে এবং মেয়েরাও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়েছে।

দেশপ্রেমী প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের কষ্ঠার্জিত উপার্জন দেশে পাঠাচ্ছে। বাড়ছে রেমিটেন্স, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ হচ্ছে সুনিশ্চিত। মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে।

একসময় বাংলাদেশ এলডিসিভুক্ত ছিল। বলা হতো অনুন্নত দেশ, তারপর বলা হতো উন্নয়নকামী দেশ। নিম্ন বা গরিব দেশ থেকে এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বড় অবদান রয়েছে। আমরা যদি দক্ষ শ্রমিক বিদেশে পাঠাতে পারি তাহলে রেমিটেন্স আরো বাড়বে। গ্যাস-বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে পারলে শিল্প-কারখানা আরো গড়ে উঠবে, বিদেশি বিনিয়োগও বাড়বে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ দৃশ্যমান। এক সময় বাংলাদেশকে যারা তলাবিহীন ঝুড়ি বলতো, আজ তারাই দেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রশংসা করেন। এটাই আওয়ামী লীগের অর্জন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারী নেত্রীদের মধ্যে আইকন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীনসহ সকলের সাথে সুসম্পর্ক রেখে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে জাতীয় নির্বাচনে যে স্বপ্ন দেশের মানুষকে দেখিয়ে ছিলেন, আজকে সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও ২২,১০১ ঘর তুলে দিলেন গৃহহীনদের হাতে

১০:৫১ এএম | ০৯ আগস্ট, ২০২৩

২৫ শ্রাবণ ১৪৩০

২১ মহররম ১৪৪৫

ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব ভূমিহীনের আবাসন নিশ্চিত করার সরকারি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গৃহহীনদের আজ আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর হস্তান্তর করেছেন।

বুধবার (৯ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপে এসব বাড়ি হস্তান্তর করেন।

খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লি আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে আরও ২২ হাজার ১০১ পরিবারের হাতে জমির দলিল তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র, প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিক কার্যক্রমে মুজিববর্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১ পরিবার পেয়েছে ঘর।

বুধবার আরও ২২ হাজার ১০১ পরিবারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমির দলিল তুলে দেন।

প্রকল্পের তথ্য মতে জানা গেছে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের আওতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায় এবং ২০২৩ সালের ২২ মার্চ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করা হয়।

২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন, ২০২১-এ দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষের সময় তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। নতুন করে ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মধ্য দিয়ে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগীর মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২,৩৮,৮৫১।

বাংলাদেশ

১৯ টা ৪৫ মিনিট, ৮ আগস্ট ২০২৩

আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় ঘর পাচ্ছে ২২ হাজারের বেশি পরিবার

নতুন দিনের, নতুন সম্ভাবনার হাতছানি লক্ষাধিক মানুষের সামনে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় দুই শতক জমি আর আধাপাকা ঘর পাচ্ছে আরও ২২ হাজার ১০১ পরিবার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্পের একাংশ। ছবি: সময় সংবাদ

ফারুক ভূঁইয়া রবিন

বুধবার (৯ আগস্ট) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব অসহায় পরিবারকে জমিসহ ঘর বুঝিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর উপকারভোগীদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি মতবিনিময় করবেন তিনি।

কিছুদিন আগেও যাদের কাছে একটুখানি ভিটেমাটি ছিল কেবলই স্বপ্ন, সহায়হীন সেসব মানুষের কাছে আজ তা ধরা দিয়েছে বাস্তব হয়ে। এভাবে দেশের প্রতিটি গৃহহীন মানুষকে ঠিকানা করে দিতেই এগিয়ে চলছে সরকারের বিশেষ কার্যক্রম আশ্রয়ণ প্রকল্প। রাষ্ট্রের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এ দর্শন বার্তা দিচ্ছে সব নাগরিকের উন্নতি আর সমৃদ্ধি নিশ্চিতে।

তেমনই এক দম্পতি ইউসুফ আলী-সীমা বেগম। কোনো দিন কল্পনা করেননি নিজেদেরও একটি স্থায়ী ঘর হবে। থাকতেন অন্যের বাড়িতে। আজ এর জায়গা তো কাল আরেকজনের জায়গায়। এভাবেই জীবন কাটছিল তাদের জীবন।

এ দম্পতি জানান, মানুষের জায়গায় থাকতেন তারা। কোনো রকম একটি ঘর বাঁধলেও কিছু দিন পরপর সেখানে থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়া হতো। মানুষের বাড়িতে কাজ করতেন তারা। ঠিকমতো খাবারও জুটত না। আজ প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে নিজের একটি ঠিকানা হয়েছে।

দিন বদলেছে ইদ্রিস-শরিফুন দম্পতিরও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারে সুখের ঠিকানা পেলেন ববিতা। পাবনার সুজানগরের আহাম্মদপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে এমন ৫৩ অসহায় পরিবার এখন দুই শতক জমি আর দুই কক্ষের আধাপাকা ঘরের মালিক। আপনালয়ে উচ্ছ্বাসের ছাপ এসব উপকারভোগীর চোখেমুখে।

তারা জানান, আগের চেয়ে এখন অনেকটা ভালো আছেন। যে কাজই করেন-না কেন, একটু শান্তিতে এসে ঘরে ঘুমাতে পারেন। আগে পরের জায়গায় থাকতেন, অশান্তিতে ছিলেন। এখন আল্লাহর রহমতে আর প্রধানমন্ত্রীর জন্য শান্তিতে থাকতে পারছেন।

এদিকে ছিন্নমূল এসব মানুষকে কেবল জমিঘরই নয়, সহায়তা করা হচ্ছে নিজের পায়ে দাঁড়াতেও। তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে প্রশিক্ষণ-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে স্থানীয় প্রশাসন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) বলেন, 'যারা আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধিবাসী তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে তারা যেন বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে আরও বেশি প্রশিক্ষিত হয়ে কাজ করে আয় করতে পারে, সে জন্য বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি। একই সঙ্গে তারা যেন মূল ধারায় এসে জীবনমানের উন্নয়ন করতে পারে, সেটি নিয়ে আমরা কাজ করছি।'

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় এমন ২২ হাজার ১০১ পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘর বুঝিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার সুবিধাভোগী ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষ। পাবনাসহ ১২টি জেলা ও ১২৩ উপজেলাকে ঘোষণা করা হবে ভূমিহীনমুক্ত।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, '৯ আগস্ট আমরা দেখতে পাব যে, বাংলাদেশে ৬৪ জেলার মধ্যে ২১ জেলার ৩৩৪ উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হবে।'

বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি এ পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় এখন পর্যন্ত ঠিকানা পেয়েছেন ২৮ লাখের বেশি মানুষ। ভূমিহীনমুক্ত হয়েছে দেশের ২১ জেলার ৩৩৪ উপজেলা।

প্রধানমন্ত্রী হস্তান্তর করবেন ৯ আগস্ট

জমিসহ ঘর পাচ্ছে ২২ হাজার ১০১ গৃহহীন পরিবার

যুগান্তর প্রতিবেদন

০৮ আগস্ট ২০২৩, ১২:০০ এএম | প্রিন্ট সংস্করণ

জমিসহ ঘর পাচ্ছে ২২ হাজার ১০১টি পরিবার। ৯ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এসব ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এসব তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১২টি জেলার ১২৩টি উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা দেবেন তিনি। তবে দেশের তিন জেলার তিনটি উপজেলায় আশ্রয়হীন মানুষের মাঝে গৃহ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত হবেন প্রধানমন্ত্রী। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত জানান প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পরিচালক (যুগ্মসচিব) আবু সালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান উপস্থিত ছিলেন। ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে খুলনার তেরখাদা উপজেলার বারাসাত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্যাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গৃহহীনদের ২ শতক জমিসহ গৃহ হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যসচিব জানান, আশ্রয়ণসহ অন্যান্য ঘরের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছেন। শুধু আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছেন ২৮ লাখ মানুষ। উপকারভোগীর সংখ্যা ও পুনর্বাসন পদ্ধতি বিবেচনায় এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি। দেশের সব উপজেলায় প্রায় ২৫ হাজার স্থানে এসব গৃহ নির্মিত হয়েছে। উপকারভোগীদের বসতবাড়ির জন্য সারা দেশের প্রায় ২৪ হাজার একর খাসজমি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া দেশের ২১টি জেলার সব উপজেলাসহ ৩৩৪টি উপজেলার সব ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছেন। এ পর্যায়ে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হতে যাচ্ছে ১২টি জেলার সব উপজেলাসহ সারা দেশের ১২৩টি উপজেলা। এই ১২ জেলা হচ্ছে মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি।

ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, শুধু মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছেন ১১ লাখ ৯৪ হাজার ৩৫ ছিন্নমূল মানুষ। এক্ষেত্রে গৃহের সংখ্যা ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১। এছাড়া মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচিতে একক গৃহ নির্মাণের জন্য সারা দেশে উদ্ধার করা হয়েছে ৬ হাজার ২০০ একর খাসজমি। এসব জমির আনুমানিক স্থানীয় বাজারমূল্য ৩ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা। এর বাইরে সারা দেশে কেনা হয়েছে ৩২৩ দশমিক ৭৮ একর জমি। জমি কেনার জন্য হালনাগাদ বরাদ্দের পরিমাণ ২১৫ কোটি ৭৮ লাখ টাকা। কেনা জমিতে পুনর্বাসিত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের হালনাগাদ সংখ্যা ১৩ হাজার ৮৪১। এর পাশাপাশি আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুরোনো জরাজীর্ণ ব্যারাক প্রতিস্থাপন করে একক গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে ২ হাজার ১৪৪টি।

এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যসচিব বলেন, যারা গৃহহীন আছেন, আগে তাদের গৃহ দেওয়ার কাজ শেষ করা হবে। এরপর যাদের জমি আছে কিন্তু গৃহ জরাজীর্ণ, তাদের জন্যও বড় আকারে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। তবে এখনো কোথাও থেকে অনুরোধ এলে আমরা গৃহ করে দিচ্ছি। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রথমদিকে কিছু অভিযোগ এলেও এখন আর তেমন আসে না। কারণ, তখন যারা কাজ করেছেন তাদের জন্যও নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। এখন সংবাদকর্মীসহ সব পক্ষ থেকেই মনিটরিং করা হচ্ছে।

০৮ আগষ্ট ২০২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১২ টি জেলা ও ১২৩ টি উপজেলায় ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা এবং ৪র্থ ধাপে ২য় পর্যায়ে জমিসহ ২২ হাজার ১০১টি পরিবারকে গৃহ প্রদান সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদসমূহ

সূচিপত্র

০৮ আগষ্ট ২০২৩

জাতীয় দৈনিক

দৈনিক ইত্তেফাক	২৭৭
দৈনিক সমকাল	২৭৯
দৈনিক যুগান্তর	২৮০
দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন	২৮২
দৈনিক জনকণ্ঠ	২৮৫
দৈনিক বাংলা	২৮৬
দৈনিক ভোরের কাগজ	২৮৭
দৈনিক আজকালের খবর	২৮৮
দৈনিক আমার সংবাদ	২৯২
দৈনিক ভোরের পাতা	২৯৭
দৈনিক করতোয়া	২৯৯
দৈনিক আজাদী	৩০০
দৈনিক পুর্বকোণ	৩০১
দৈনিক সুপ্রভাত	৩০২
দৈনিক যায়যায় দিন	৩০৪
দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ	৩০৭
দৈনিক বাংলাদেশ বুলেটিন	৩০৯
দৈনিক কালবেলা	৩১২
দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ	৩১৪
দৈনিক সকালের সময়	৩১৫
দি ডেইলি স্টার	৩১৬
দি বিজনেস স্টের্ন্ডাড	৩১৭
দি ডেইলী সান	৩১৯
দি ডেইলী অবজারভার	৩২১
দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস	৩২২
দি এশিয়ান এজ	৩২৪
বাংলাদেশ পোস্ট	৩২৫

অনলাইন মিডিয়া

জাগো নিউজ২৪.কম	৩২৭
নিউজ বাংলা২৪.কম	৩২৯
সময় নিউজ	৩৩১
জনকণ্ঠ	৩৩৫

দৈনিক ইত্তেফাক

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) : উদ্বোধনের অপেক্ষায় এসব ঘর —ইত্তেফাক

আড়াইহাজারকে ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা কাল

■ আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

৫২টি ঘর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আগামীকাল বুধবার আড়াইহাজার উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সকাল ৯টায় সারা দেশের সঙ্গে আড়াইহাজার উপজেলায় ও ৫২টি ঘর উদ্বোধন করবেন।

আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) শামসুজ্জাহান কনক জানান, 'বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না'—প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় মোট ৩৪৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের ('ক'-শ্রেণি) তালিকা প্রস্তুত করা হয়। পরে উপজেলা টাস্কফোর্স

কমিটির সদস্য ও ইউপি চেয়ারম্যানগণ কর্তৃক পুনরায় যাচাই-বাছাই করে ২৯৬টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন করা হয়।

তিনি আরো জানান, ২৯৬টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য প্রথম পর্যায়ে ৩১টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৮টি, তৃতীয় পর্যায়ে ৫০, তৃতীয় পর্যায়ের চতুর্থ ধাপে ১৩৫টিসহ মোট ২৪৪টি গৃহের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইতিমধ্যে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে ২৪৪ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ২ শতাংশ জমিসহ গৃহ হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য চতুর্থ পর্যায়ের প্রাপ্ত বরাদ্দ দিয়ে গৃহ নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার ৫২টি ঘর উদ্বোধন করা হবে। সংসদ সদস্য আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই প্রকল্পের কারণে আড়াইহাজারে ২৯৬টি অসহায় ও হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে হাসি ফুটিয়েছে। তিনি এ জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তিনি সারা দেশে আড়াইহাজার উপজেলা একটি উন্নয়নের মডেল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মঙ্গলবার

সমকাল

আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর পাচ্ছে আরও ২২ হাজার পরিবার

প্রধানমন্ত্রী হস্তান্তর করবেন কাল

■ সমকাল প্রতিবেদক

ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আরও ২২ হাজার ১০১টি পরিবার নতুন ঘর পেতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে এসব ঘর দেওয়া হচ্ছে।

আগামীকাল বুধবার বিনামূল্যে দুই শতক জমিসহ সেমিপাকা এসব ঘর পরিবারগুলোর কাছে তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে দেশের ১২৩টি উপজেলাকে সম্পূর্ণ ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে ১২টি জেলার সব উপজেলা এই কৃতিত্বের অধিকারী হচ্ছে।

গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মধ্যে এসব ঘর হস্তান্তর করবেন। ভিডিও কনফারেন্সে তিনটি আশ্রয়ণ প্রকল্প– খুলনার তেরখাদা উপজেলার বারাসাত সোনার বাংলা পল্লি, পাবনার বেড়া উপজেলার চরনাগদা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে যুক্ত হবেন তিনি। উপকারভোগী পরিবারগুলোর সঙ্গে কথাও বলবেন প্রধানমন্ত্রী।

'মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহ ও ভূমিহীন থাকবে না' – প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল ২০২০ সালের মে মাসে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ৬৩ হাজার ৯৯৯টি একক গৃহ হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে ৭৪৩টি ব্যারাকে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসনও করা হয়। একই বছরের জুনে দ্বিতীয় পর্যায়ের ৫৩ হাজার ৩৪০টি ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী। তৃতীয় পর্যায়ে নির্মাণ করা ঘরের সংখ্যা ছিল ৬৫ হাজার ৪৭৪টি। চলতি বছরের মার্চে চতুর্থ পর্যায়ের ৩৯ হাজার ৩৬৫টি ঘর হস্তান্তর করা হয়। এ পর্যায়ের অবশিষ্ট ঘর আগামীকাল হস্তান্তর করা হবে।

তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় চারটি পর্যায়ে এরই মধ্যে সারাদেশে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি পরিবারকে জমিসহ ঘর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পরিবারে গড়ে পাঁচজন ধরে সদস্য হিসেবে মোট ১১ লাখ ৯৪ হাজার ২৫৫ জন ছিন্নমূল মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছেন। উপকারভোগীর সংখ্যা ও পুনর্বাসন পদ্ধতি বিবেচনায় এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি।

তিনি জানান, চতুর্থ পর্যায়ের ঘরগুলো হস্তান্তরের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, পাবনা, নাটোর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, রাজবাড়ী, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সম্পূর্ণ ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে। এর আগে দুই দফায় আরও ৯টি জেলার সব উপজেলাসহ মোট ২১১টি উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

মুখ্য সচিব আরও জানান, মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত এই প্রকল্পের আওতায় অবৈধ দখলে থাকা সরকারি খাস জমি উদ্ধার করে গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে। সারাদেশে এ পর্যন্ত উদ্ধার করা খাস জমির পরিমাণ ৬ হাজার ২৩০ একর। যার আনুমানিক স্থানীয় বাজার মূল্য ৩ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া আরও ৩২৫ একর জমি কিনে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে, যার বাজার মূল্য ২১৫ কোটি টাকা।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান।

THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
www.jugantor.com

প্রধানমন্ত্রী হস্তান্তর করবেন ৯ আগস্ট

জমিসহ ঘর পাচ্ছে ২২ হাজার ১০১ গৃহহীন পরিবার

যুগান্তর প্রতিবেদন

জমিসহ ঘর পাচ্ছে ২২ হাজার ১০১টি পরিবার। ৯ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এসব ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এসব তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১২টি জেলার ১২৩টি উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা দেবেন তিনি। তবে দেশের তিন জেলার তিনটি উপজেলায় আশ্রয়হীন মানুষের মাঝে গৃহ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত হবেন প্রধানমন্ত্রী। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত জানান প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পরিচালক (যুগ্মসচিব) আবু সালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান উপস্থিত ছিলেন। ব্রিফিংয়ে জানানো

■ পৃষ্ঠা ৬ : কলাম ৭

জমিসহ ঘর পাচ্ছে ২২ হাজার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হয়, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে খুলনার তেরখাদা উপজেলার বারাসাত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার ঢাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্যাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গৃহহীনদের ২ শতক জমিসহ গৃহ হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যসচিব জানান, আশ্রয়ণসহ অন্যান্য ঘরের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছেন। শুধু আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছেন ২৮ লাখ মানুষ। উপকারভোগীর সংখ্যা ও পুনর্বাসন পদ্ধতি বিবেচনায় এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি। দেশের সব উপজেলায় প্রায় ২৫ হাজার স্থানে এসব গৃহ নির্মিত হয়েছে। উপকারভোগীদের বসতবাড়ির জন্য সারা দেশের প্রায় ২৪ হাজার একর খাসজমি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া দেশের ২১টি জেলার সব উপজেলাসহ ৩৩৪টি উপজেলার সব ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছেন। এ পর্যায়ে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হতে যাচ্ছে ১২টি জেলার সব উপজেলাসহ সারা দেশের ১২৩টি উপজেলা। এই ১২ জেলা হচ্ছে মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি। ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, শুধু মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছেন ১১ লাখ ৯৪ হাজার ৩৫ ছিন্নমূল মানুষ। এক্ষেত্রে গৃহের সংখ্যা ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১। এছাড়া মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচিতে একক গৃহ নির্মাণের জন্য সারা দেশে উদ্ধার করা হয়েছে ৬ হাজার ২০০ একর খাসজমি। এসব জমির আনুমানিক স্থানীয় বাজারমূল্য ৩ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা। এর বাইরে সারা দেশে কেনা হয়েছে ৩২৩ দশমিক ৭৮ একর জমি। জমি কেনার জন্য হালনাগাদ বরাদ্দের পরিমাণ ২১৫ কোটি ৭৮ লাখ টাকা। কেনা জমিতে পুনর্বাসিত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের হালনাগাদ সংখ্যা ১৩ হাজার ৮৪১। এর পাশাপাশি আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুরোনো জরাজীর্ণ ব্যারাক প্রতিস্থাপন করে একক গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে ২ হাজার ১৪৪টি।

এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যসচিব বলেন, যারা গৃহহীন আছেন, আগে তাদের গৃহ দেওয়ার কাজ শেষ করা হবে। এরপর যাদের জমি আছে কিন্তু গৃহ জরাজীর্ণ, তাদের জন্যও বড় আকারে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। তবে এখনো কোথাও থেকে অনুরোধ এলে আমরা গৃহ করে দিচ্ছি। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রথমদিকে কিছু অভিযোগ এলেও এখন আর তেমন আসে না। কারণ, তখন যারা কাজ করেছেন তাদের জন্যও নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। এখন সংবাদকর্মীসহ সব পক্ষ থেকেই মনিটরিং করা হচ্ছে।

১৪ বছরে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আরও ২২ হাজার ঘর পাচ্ছেন গৃহহীনরা

রফিকুল ইসলাম রনি

ভূমিহীনমুক্ত হচ্ছে ৩৪৩ উপজেলা

পঞ্চম ধাপে আরও ২২ হাজার ১০১টি গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে ঘরসহ বাড়ি। কাল বুধবার সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এগুলো হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলার ১২৩টি উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে। আগের ৯ জেলার ২২১টিসহ মোট ৩৪৩টি উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তার মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ২ শতক জমিসহ ঘর দেওয়া হচ্ছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় চার দফায় ২ লাখ ৭৭ হাজার ১৯২টি ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা ও পুনর্বাসনের পদ্ধতি বিবেচনায় এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি। কাল সকালে গণভবন থেকে খুলনার তেরখাদার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

আরও ২২ হাজার

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বারাসাত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্যাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ঘর হস্তান্তর করবেন এবং নতুন করে ১২৩টি উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন।

জানা গেছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত নবীন দেশে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে নোয়াখালী সফরে গিয়ে আশ্রয়হীনদের প্রথম পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম সরকার গঠনের পর ১৯৯৭ সালে আশ্রয়হীনদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে প্রথম উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করেন 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে তার কন্যা দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বাসস্থানের নিশ্চয়তার ঘোষণা দেন। সরকারি উদ্যোগে দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি ও গৃহ প্রদানের এ নজির পৃথিবীতে অনন্য। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া গতকাল গণমাধ্যমকে জানান, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে একটি অনন্য প্রকল্প। কারণ পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন ও আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আবু সালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্য সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে তিন উপজেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানকারী জমিসহ বাড়ি-ঘর হস্তান্তর করবেন। মুখ্য সচিব বলেন, নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে এসব এলাকার কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন হলে তাদের জমিসহ বাড়ি দেওয়া হবে। তিনি বলেন, জমির মালিকানা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দেওয়া হয় এবং জমির রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশনও স্বামী-স্ত্রীর নামে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, সরকার শুধু খাস জমিতে প্রকল্পের ঘর নির্মাণ করছে না, বাড়ি নির্মাণের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কাছ থেকে জমি কেনা হচ্ছে।

জানা গেছে, খুলনায় আরও ৯৮৭ জন ভূমিহীন ও গৃহহীনকে ঘর দেওয়া হবে। এর মধ্যে রূপসা উপজেলায় ১০০টি, তেরখাদায় ১৮৬টি, ডুমুরিয়ায় ১২০টি, পাইকগাছায় ৬৮টি, দাকোপে ৪২টি, বটিয়াঘাটায় ২৫০টি, দিঘলিয়ায় ৬৬টি, কয়রায় ১০০টি এবং ফুলতলা উপজেলায় ৫৫টি পরিবার রয়েছে।

সোমবার খুলনার জেলা প্রশাসক খন্দকার ইয়াসির আরেফীন জানান, যাদের জমি ও ঘর নেই এমন ভূমিহীন-গৃহহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় দরিদ্র 'ক' শ্রেণিভুক্ত পরিবার এবং যে সব পরিবারে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমি আছে কিন্তু ঘর নেই এমন 'খ' শ্রেণিভুক্ত পরিবারের তালিকা করে এ উপহারের ঘর প্রদান করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে ফরিদপুর জেলা প্রশাসক কামরুল আহসান তালুকদার জানান, চতুর্থ পর্যায়ের গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন এবং দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলাকে গৃহহীনমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এ পর্যায়ে দেশের অন্যান্য উপজেলার সঙ্গে ফরিদপুর সদর উপজেলাও 'ক' শ্রেণির গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর সদর উপজেলার ৭৩১ গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৩১২টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫৩টি ও তৃতীয় পর্যায়ে ২৬৬টি গৃহ নির্মাণ করে উপকারভোগীদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ফরিদপুরের প্রতিটি উপজেলাকে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর

আওতায় গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হয়েছে। এতে গৃহহীনদের মুখে হাসি ফুটেছে। প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর ও ভূমি পাচ্ছেন নড়াইলের ১ হাজার ৩৫৪টি পরিবার। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশফাকুল হক চৌধুরী এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, সদর উপজেলায় ৪৫৬টি, লোহাগড়া উপজেলায় ২৭৫টি এবং কালিয়া উপজেলায় ৬২৩টি ঘর প্রদান করা হবে।

কিশোরগঞ্জের ছয় উপজেলায় ২৭২টি পরিবারকে এ ধাপে নতুন ঘর ও ভূমি দেওয়া হবে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ জানান, ২৭২টি পরিবারের মধ্যে করিমগঞ্জে ১২টি, হোসেনপুরে ২২টি, মিঠামইনে ১২টি, নিকলীতে ২০টি, বাজিতপুরে ৩২টি, কুলিয়ারচরে ৩৬টি, তাড়াইলে ৪৬টি ও ইটনায় ৯২টি ঘর দেওয়া হবে। এর মধ্যে ইটনা ও তাড়াইল উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হিসেবে ঘোষণার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জেলা প্রশাসক জানান, কিশোরগঞ্জ জেলায় মোট বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা ২ হাজার ৭৫৮টি। ইতোমধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের প্রথম ধাপে ২ হাজার ২১১টি গৃহ প্রদান করা হয়েছে।

রংপুরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের জমিসহ আরও ৬৭৮টি পরিবারকে ঘর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান। তিনি জানান, এর মাধ্যমে তারাগঞ্জ, কাউনিয়া ও বদরগঞ্জ উপজেলা ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত উপজেলা হবে। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত জেলায় ৪৮৭ জন ভূমিহীন-গৃহহীন রয়েছে। তাদেরও পর্যায়ক্রমে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে জমিসহ ঘর করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কুড়িগ্রামে হরিজন ও ঢুলি সম্প্রদায়সহ আরও ৬৫৫ জন পাচ্ছেন নতুন ঘর। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ জানান, ৩০টি হরিজন পরিবার ও ১৯টি ঢুলি পরিবারসহ মোট ৬৫৫ জন নতুন ঘর পাবেন। এর মধ্যে আগামী বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫০৫টি ঘরের উদ্বোধন করবেন। প্রতিটি ঘরের জন্য ২ লাখ ৮৪ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয়ে সেমি পাকা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও চরাঞ্চলে চর ডিজাইন নামক ঘরের জন্য ২ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয়ে ৫৫টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

জমিসহ ঘর পেয়ে খুশি গফরগাঁওয়ের ৪২৩ পরিবার

শেখ আব্দুল আওয়াল, গফরগাঁও থেকে ॥ 'আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার' ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে ভূমি-গৃহহীনরা পাচ্ছেন মাথা গোঁজার ঠাঁই। উদ্বোধনের অপেক্ষায় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত চতুর্থ পর্যায়ের ৮৮টি ঘর। ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ ধাপে নির্মিত ভার্চুয়ালি ঘরগুলো উদ্বোধন করবেন। জমিসহ আধা-পাকা ঘর পেয়ে খুশি ভূমিহীন গৃহহীন পরিবারগুলো। জমিলা খাতুন (৬৫), আব্দুল খালেক (৭০) ও আকলাছ উদ্দিন (৪৫) বলেন, আগে অন্যের বাড়িতে বারান্দার ওপর পলিথিনের ছাউনি দিয়ে রাতে ঘুমাতাম। এখন আর এরকম জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকতে হবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে পাকা বাড়ি দিয়েছে। জমি দিয়েছে, আজ আমি স্বামী হারা হয়েও মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আমার বাবা-মা। এমন একটি ঘর পেয়ে খুশিতে চোখের জল ফেলে কাঁদতে কাঁদতে এই প্রতিবেদকের কাছে কথাগুলো বলছিলেন আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর পাওয়া জমিলা খাতুনসহ অনেকেই। আরেক উপকারভোগী আব্দুল খালেক বলেন, আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারনে মাথা গোঁজার আশ্রয় পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আশ্রয়ণ প্রকল্প ২, ৩ ও ৪-এর আওতায় সারাদেশের মতো গফরগাঁও উপজেলার পৌরসভাসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের ভূমিহীনদের জন্য নতুন করে ৮৮টি ঘর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। যাচাই-বাছাই করা ভূমি-গৃহহীনদের নামে এসব ঘরের দলিলও ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। গফরগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবিদুর রহমান জনকণ্ঠকে বলেন, ৪র্থ পর্যায়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে নির্মিত আশ্রায়ন প্রকল্পে ৮৮টি ঘর ভূমিহীনদের হাতে দলিল ও ঘরের চাবি তুলে দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, আমার চাকরির জীবনে এত বড় একটা কর্মে জড়িত থাকতে পেরে এতগুলো মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর মত কাজে যুক্ত থাকতে পেরে চাকুরীর জীবনে সেরা প্রাপ্তি বলে মনে করছি।

দৈনিক বাংলা

নোয়াখালীতে ৪১৮টি গৃহহীন পরিবার ঘর পাবে কাল

প্রতিনিধি, নোয়াখালী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৯ আগস্ট নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় চতুর্থ পর্যায়ে ৪১৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর উপহার দেবেন। এ উপলক্ষে সোমবার (৭ আগস্ট) বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলা প্রশাসক দেওয়ান মাহবুবুর রহমান প্রেস ব্রিফিং করেন।

ব্রিফিংয়ে জেলা প্রশাসক দেওয়ান মাহবুবুর রহমান জানান, আগামীকাল বুধবার সকাল ১০টায় জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্যাহপুর ইউনিয়নের কাচিহাটা গ্রামে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারে কাছে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমে ভার্চুয়ালি সরাসরি যুক্ত হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি জানান, ইতোমধ্যে নোয়াখালী জেলায় ৩ হাজার ৫৭২টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন করে হস্তান্তর করা হয়েছে। বেগমগঞ্জ উপজেলায় চতুর্থ ধাপে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে জমি ক্রয় করে এসব গৃহনির্মাণ করা হয়েছে।

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
THE DAILY BHORER KAGOJ
ভোরের কাগজ

আশ্রয়ণ প্রকল্প-২

নতুন ঘর পাচ্ছে আরো ২২ হাজার পরিবার

কাগজ প্রতিবেদক : আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় নতুন করে আরো ২২ হাজার ১০১টি পরিবার জমিসহ ঘর পাচ্ছেন। আগামীকাল বুধবার এসব ঘর হস্তান্তর করা হবে। ওইদিন সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। গণভবন থেকে তিনি খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসাত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়-২ প্রকল্প ও নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানুল্লাহপুর আশ্রয় প্রকল্পে ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন। গতকাল সোমবার বিকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামীকাল বুধবার নতুন করে জমিসহ ঘর পাবেন ২২ হাজার ১০১টি পরিবার। অন্যান্য ঘরের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছেন। শুধু আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছেন ২৮ লাখ মানুষ। উপকারভোগীর সংখ্যা ও পুনর্বাসন পদ্ধতি বিবেচনায় এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, দেশের সব উপজেলায় প্রায় ২৫ হাজার স্থানে এসব ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

উপকারভোগীদের বসতবাড়ির জন্য সারাদেশে প্রায় ২৪ হাজার একর জমি ব্যবহার করা হয়েছে। দেশের ২১ জেলার সব উপজেলায় ৩৩৪টি উপজেলার সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পুনর্বাসিত হয়েছেন। এ পর্যায়ে ১২টি জেলার ১২৩টি উপজেলা ভূমিহীনমুক্ত হচ্ছে। জেলাগুলো হচ্ছে– মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা।

আরো জানানো হয়, শুধু মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১টি ঘরে ১১ লাখ ৯৪ হাজার ৩৫ জন ছিন্নমূল মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছেন। মুজিববর্ষের বিশেষ এই কর্মসূচিতে একক ঘর নির্মাণের জন্য সারাদেশে ৬ হাজার ২০০ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে। যার স্থানীয় বাজারমূল্য ৩ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা। আর জমি কেনা হয়েছে ৩২৩ দশমিক ৭৮ একর। এজন্য ২১৫ কোটি ৭৮ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। জমি কেনার পর ১৩ হাজার ৮৪১ পরিবারকে ঘর উপহার দেয়া হয়েছে। এছাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুরাতন জরাজীর্ণ ব্যারাক প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ২ হাজার ১৪৪টি।

আজকালের খবর
The Daily Ajkaler khobor www.ajkalerkhobor.com

চতুর্থ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাচ্ছেন ভূমিহীনরা

● নিউজ ডেস্ক

সারা দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় চতুর্থ পর্যায়ে (দ্বিতীয় ধাপ) ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর উপহারের পাকাঘর। গতকাল সোমবার জেলা প্রশাসকরা সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান। জেলা প্রশাসকরা জানান, আনুষ্ঠানিকভাবে আগামীকাল বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারা দেশে একযোগে বাসগৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

রংপুর: রংপুর জেলায় পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় চতুর্থ পর্যায়ে (দ্বিতীয় ধাপ) ভূমিহীন ও গৃহহীন ৬৭৮ পরিবার পাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের পাকাঘর। একই সঙ্গে তারাগঞ্জ ও কাউনিয়ার পর এবার বদরগঞ্জ হতে যাচ্ছে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত উপজেলা। গতকাল জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান। জেলা প্রশাসক বলেন, চতুর্থ পর্যায়ে বরাদ্দ ১ হাজার ৩৩৮টি গৃহের মধ্যে প্রথম ধাপে ৭৫৮টি পরিবারকে জমিসহ পাকাঘর হস্তান্তর করা হয়। বাকি ঘরগুলো নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আগামীকাল বুধবার চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে ৬টি উপজেলায় আরো ৬৭৮টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘর নির্মাণ কাজ ও নির্মাণের মান তদারকি করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রেজাউল করিম, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ান আসিফ পেলে। বক্তব্য রাখেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা সদরুল আলম দুলু, রংপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোনাব্বর হোসেন মনা, সাধারণ সম্পাদক মেরিনা লাভলী, সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, জয়নাল আবেদীন, মাহবুব রহমান হাবু, রংপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি নজরুল ইসলাম রাজু, প্রেস ক্লাবের দপ্তর সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক

সম্পাদক ফরহাদুজ্জামান ফারুক প্রমুখ।

বগুড়া: বগুড়ার নতুন করে আশ্রয়ান প্রকল্পের দুটি উপজেলার ৮২টি গৃহ হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। গতকাল বগুড়া জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম তার সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিক এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, জেলায় ১ম পর্যায়ে ১৪৫২ টি, ২য় পর্যায়ে ৮৫৭টি ও ৩য় পর্যায়ে ১২৮৪ টি মোট ৩৫৯৩ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বছরের ৪র্থ পর্যায়ে ২২ মার্চ ১৪১২টি গৃহের মধ্যে ১ম ধাপে ১৩৩০টি গৃহ হস্তান্তর করা হয়েছে। আগামীকাল ৪র্থ ধাপে আরো ৮২টি গৃহ হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। বগুড়ার সদরের জন্য ৫২ টি এবং গাবতলী উপজেলার জন্য৩০ টি গৃহ প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

নেত্রকোনা: নেত্রকোনা খালিয়াজুরী উপজেলায় ১৩৫ জন গৃহহীন পরিবারকে ৪র্থ পর্যায়ে (২য় ধাপে) জমিসহ গৃহ হস্তান্তর করা হবে। নেত্রকোনা প্রশাসক শাহেদ পারভেজ তার সম্মেলন কক্ষে গতকাল সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. মামুন খন্দকার, অনিমেষ সোম, বিপিন বিশ্বাস ও জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

নোয়াখালী: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে চতুর্থ পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং করেছে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন। গতকাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলা প্রশাসক দেওয়ান মাহবুবুর রহমান প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করেন।

রাজবাড়ী: রাজবাড়ীতে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর প্রদান উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসন আবু কায়সার খান। এ সময় স্থানীয় সরকার উপপরিচালক আসাদুজ্জামান রিপন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জয়ন্তী রূপা রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি মো. সোহাগ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে রাজবাড়ী প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আবু মুসা বিশ্বাস, মাতৃকণ্ঠ চিফ রিপোর্টার আসহাবুল ইয়ামেন রয়েন, ইত্তেফাকের রাজবাড়ী প্রতিনিধি মাহফুজুর রহমান, একাত্তর টেলিভিশনের প্রতিনিধি মেহেদী হাসান, ডিবিসি নিউজের জেলা প্রতিনিধি দেবাশীষ বিশ্বাস, আমাদের সময়ের প্রতিনিধি সোহেল রানা, যমুনা টেলিভিশনের প্রতিনিধি রুবেলুর রহমান, মাতৃকণ্ঠ প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম, আজকালের খবরের রাজবাড়ী প্রতিনিধি মহসিন মৃধা, ডেইলি বাংলাদেশ জেলা প্রতিনিধি আব্দুল হালিমসহ অনেকে।

কিশোরগঞ্জ: কিশোরগঞ্জ জেলায় চতুর্থ পর্যায়ে ২৭২টি ঘর ভূমিহীন ও গৃহহীন

পরিবারকে দেয়া হবে। গতকাল কিশোরগঞ্জ কালেক্টরেট সম্মেলন কক্ষে এ তথ্য জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এ.টি.এম ফরহাদ চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রুবেল মাহমুদ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী প্রমুখ।

টাঙ্গাইল: চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় টাঙ্গাইলে আরো ৩১৪টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছেন। এ জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ গৃহ প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে জেলা প্রশাসক কায়ছারুল ইসলাম এ তথ্য জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক শামীম আরা রিনি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ওলিউজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আবুল হাশেম, টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের সভাপতি এডভোকেট জাফর আহমেদ প্রমুখ।

ঠাকুরগাঁও: ঠাকুরগাঁওয়ে জেলায় আরো ৭৫১ ভূমিহীন পাচ্ছেন জমি ও নতুন ঘর। গতকাল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান জেলা প্রশাসক মো. মাহবুবুর রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন– অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. সোলেমান আলী, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের মো. সামসুজ্জামান, ঠাকুরগাঁও প্রেস ক্লাব সভাপতি মনসুর আলী, সাংবাদিক কামরুল ইসলাম রুবায়েত, মজিবর রহমান খান, শাহীন ফেরদৌস, সামসুজ্জুহা প্রমুখ।

মান্দা (নওগাঁ): নওগাঁর মান্দায় চতুর্থ পর্যায়ে (দ্বিতীয় ধাপ) আধাপাকা ঘর পাচ্ছেন আরো ১৭৭ ভূমি ও গৃহহীন পরিবার। গতকাল ইউএনওর সভা কক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন। প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লায়লা আঞ্জুমান বানু। এ সময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির মুন্সী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রেজাউল করিমসহ স্থানীয় সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আটোয়ারী (পঞ্চগড়): বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। গতকাল পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মুসফিকুল আলম হালিম। এ সময় পরামর্শমূলক মতামত ব্যক্ত করেন– উপজেলা প্রকৌশলী মো. ফয়সাল, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. মাসুদ হাসান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মইনুল হক, সহকারী প্রোগ্রামার আরিফুল ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো.

লুৎফর রহমান, ধামোর ইউপি চেয়ারম্যান আবু তাহের দুলাল, আটোয়ারী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মো. ইউসুফ আলী প্রমুখ।

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ): প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে ৪র্থ পর্যায়ে (২য় ধাপ) জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে গতকাল উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেছে উপজেলা প্রশাসন। এতে স্থানীয় সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবিদুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে জানান, আগামীকাল ৮৮ জন 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হলে উপজেলাকে ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করা যাবে এবং সর্বমোট ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা হবে ৪২৩ জন। সংবাদ সম্মেলনে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসিন খন্দকার, উপজেলা প্রকল্প ইয়াসিন খন্দকার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রাশেদ খান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রকিব আল রানা, গফরগাঁও প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

তালতলী (বরগুনা): ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে বরগুনার তালতলীতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন উপজেলা প্রশাসন। গতকাল উপজেলা পরিষদের 'পায়রা সম্মেলন' কক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন তালতলী উপজেলা নিবার্হী অফিসার (ইউএনও) সিফাত আনোয়ার তুমপা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অমিত দত্ত, উপজেলা প্রকৌশলী ইমতিয়াজ হোসাইন রাসেল, উপজেলায় কৃষি অফিসার, মো. সুমন হাওলাদার, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ফিরোজ আলমসহ উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকবরা।

মঙ্গলবার

দৈনিক আমার সংবাদ

নগর সংস্করণ

বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়ণের ঘর হস্তান্তর উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

আমার সংবাদ ডেস্ক ▶▶

দেশের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য বরাদ্দকৃত ঘরসমূহ আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন ও হস্তান্তর উপলক্ষে গতকাল সোমবার সংবাদ সম্মেলন করেছে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুড়িগ্রাম : জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ জানান, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের কুড়িগ্রামের ৯টি উপজেলায় বরাদ্দকৃত ঘরের সংখ্যা ৬৫৫টি। এরমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫০৫টি ঘরের উদ্বোধন করবেন। প্রতিটি ঘরের জন্য দু'লাখ ৮৪ হাজার ৫০০টাকা ব্যয়ে সেমিপাকা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও চরাঞ্চলের ডিজাইন নামক ঘরের জন্য দু'লাখ ১৭হাজার ৫০০টাকা ব্যয়ে ৫৫টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলায় আশ্রয়ণ-২প্রকল্পের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের সংখ্যা ৪ হাজার ৭০২টি। এরমধ্যে প্রথম পর্যায় সুবিধাভোগীর নিকট ঘর হস্তান্তর হয়েছে এক হাজার ৫৬৯টি, দ্বিতীয় পর্যায়-এক হাজার ৭০টি, তৃতীয় পর্যায়-এক হাজার ২৫৯টি পরিবারের মধ্যে দেয়া হয়।

কিশোরগঞ্জ : কিশোরগঞ্জে ২৭২ ভূমিহীনকে গৃহ ও জমি হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন ও হোসেনপুর, করিমগঞ্জ, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর, নিকলী ও মিঠামইন উপজেলাকে ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন। প্রেস ব্রিফিং ও মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. আবুল কালাম আজাদ। জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি জানান, কিশোরগঞ্জ জেলার ছয়টি উপজেলায় জমিসহ পাকাঘর পাবেন ২৭২ টি পরিবার। এর আগে চতুর্থ পর্যায়ের ১ম ধাপে এই কার্যক্রমের আওতায় জেলায় ২২১১ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। এ সময় সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রুবেল মাহমুদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক (ডিডিএলজি) হাবিবুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীসহ জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল : বরিশাল জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমি ও গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের কার্যক্রম নিয়ে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক শহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শাহ মো. রফিকুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার উপপরিচালক গৌতম বাড়ৈ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. সোহেল মারুফ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনিরুজ্জামানসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, সুধী জন, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

৪র্থ পর্যায়ে বরিশাল জেলার ১০ টি উপজেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন ৮৭৪টি পরিবারের জন্য নির্মিতব্য গৃহ হতে কবুলিয়তসহ গৃহ উপকারভোগী পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। বরিশাল জেলার উপজেলা সমূহের গৃহ হচ্ছে বরিশাল সদর ২৫৬ টি, মেহেন্দিগঞ্জ ১৫০ টি, উজিরপুর ২০ টি, বানারীপাড়ায় ১৬৩টি, মুলাদীতে ২০টি, বাবুগঞ্জ ৬২টি, হিজলা ১৬৮টি, আগৈলঝাড়া ৩৫টি মোট ৮৭৪ টি গৃহ। অসমাপ্ত বাকি গৃহ ও কবুলিয়ত সম্পাদনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা হবে।

নাটোর : নাটোর জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের আরোও ৫৬৭ টি বাড়ি উপকার ভোগীদের কাছে হস্তান্তরের জন্যে প্রেস ব্রিফিং করেছে জেলা প্রশাসন। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলার তিনটি উপজেলায় এই বাড়িগুলো হস্তান্তর আগামীকাল। ওই দিন উপকার ভোগীদের মাঝে জমির দলিলসহ বাড়ির চাবিও হস্তান্তর করা হবে। ইতোমধ্যে সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রণয়ন শেষে তাদের অনুকূলে দলিলের নাম খারিজের কাজ

শেষ হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন জানায়। এ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রে ব্রিফিং আয়োজন করে জেলা প্রশাসন।

মুন্সিগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান, শ্রীনগর লৌহজং উপজেলায় ৭০ জন ভূমি ও গৃহহীনদে মাঝে ঘর হস্তান্তর উদ্বোধনের ও টঙ্গীবাড়ী ও শ্রীনগর উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করবেন। এ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেছেনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবু জাফর রিপন। এসময় আরও উপস্থিতি ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. জাকির হোসেন, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর মো. মাহমুদ আল হাসান, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা রিগ্যান চাকমাসহ জেল প্রশাসকের কার্যালয়ের অন্য সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও সহকারী কমিশনাররা।

নোয়াখালী : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সভাকক্ষে জেলা প্রশাসক দেওয়ান মাহবুবু রহমান এ সংক্রান্ত প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজ করেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে জেলা প্রশাসক দেওয়া মাহবুবুর রহমান জানান, ইতোমধ্যে আমরা ৫ হাজার ৫৭২টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন করে হস্তান্ত করেছি। বেগমগঞ্জ উপজেলায় খাস জমি ন থাকায় চতুর্থ ধাপে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে জমি ক্রয় করে গৃহনির্মাণ করা হয়েছে। বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্যাহপুর ও সুবর্ণচর উপজেলার চর মহিউদ্দিনে চতুর্থ পর্যায়ে (২য় ধাপে) মোট ৪১৮টি পরিবারের মধ্যে একক গৃ হস্তান্তর করা হবে। এসময় তিনি জেলার সদর বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি, চাটখিল ও সেনবাগসহ ৫টি উপজেলাকে গৃহহীন ভূমিহীন মুক্ত উপজেল ঘোষণা করার প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে বলেও জানান।

চৌহালী (সিরাজগঞ্জ) : ভূমিহীন ও গৃহহীনদে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর হস্তান্তর উপলক্ষে চৌহালী উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা হয়েছে। ইউএনও মাহবু হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা সভা হয় অনুষ্ঠানে ৪র্থ পর্যায়ে ঘরের চাবি হস্তান্তর হবে উল্লেখ করা হয়। সেই সাথে চৌহালীতে ১০ টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হবে উল্লেখ করা হয় অনুষ্ঠানে সহকারী কমিশনার ভূমি মোহাম্ম সাইফুল ইসলামসহ বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকরা, ভাইস চেয়ারম্যান, কৃষি,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ডোমার (নীলফামারী) : নীলফামারীর ডোমারে ৪র্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে নির্মিত মুজিববর্ষের গৃহ হস্তান্তর উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেষ ধাপের ৪২টি ঘর হস্তান্তরের মাধ্যমে ডোমার উপজেলাকে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত উপজেলা ঘোষণা করার পরিকল্পনা হয়েছে। ডোমার উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নাজমুল আলমের সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) জান্নাতুল ফেরদৌস হ্যাপী।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো যায়, ইতোমধ্যে ডোমার উপজেলার প্রাপ্ত বরাদ্দের প্রথম পর্যায়ে ৩৮টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩০০টি, তৃতীয় পর্যায়ে ১৩০টি ও চতুর্থ পর্যায়ে ১৩৯টিসহ ৬০৭টি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত ব্যারাকে ৪০টি পরিবারসহ মোট ৬৪৭টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

তিতাস (কুমিল্লা) : আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় পর্যায়ে ১১৬টি পরিবার পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর উপহারের দুই শতাংশ জমির মালিকানার দলিলসহ দুই রুমবিশিষ্ট সেমি পাকা নতুন ঘর। উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এটিএম মোর্শেদ এক প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। প্রেস ব্রিফিং-এ নির্বাহী কর্মকর্তা এটিএম মোর্শেদ জানান, তিতাস উপজেলাকে চতুর্থ পর্যায়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হবে। এপর্যন্ত তিতাস উপজেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য মোট ২৩৭ টি পাকা বাড়ি নির্মিত হয়েছে। ঘরগুলো হলো উপজেলার ভিটিকান্দি ইউনিয়নের দাসকান্দি ৭৭টি, নারায়নপুর ১২টি, কলাকান্দি ইউনিয়নের মাছিমপুর ১৪টি, হাড়াইকান্দি ৪২টি, নারান্দিয়া ইউনিয়নের দুখিয়ারকান্দি ৩টি, বালুয়ারকান্দি ৪টি, তুলাকান্দি ৫টি, কড়িকান্দি ইউনিয়নের রাজাপুর ৩টি, জিয়ারকান্দি ইউনিয়নের দড়িকান্দি ২টি ও শোলাকান্দি ৭৫টি।

মোল্লাহাট (বাগেরহাট) : বাগেরহাটের মোল্লাহাটে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে, মোল্লাহাট প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে প্রেস বিফিং করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি খন্দকার রবিউল ইসলাম। তিনি জানান, এ ধাপে মোল্লাহাট উপজেলায় ৭০টি পরিবারকে জমির

দলিল ও গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হবে। এ নিয়ে অত্র উপজেলায় মোট ৪১০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে জমি ও গৃহ প্রদান সম্পন্ন হবে। প্রেস ব্রিফিং এ আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. সালমান জামান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মফিজুর রহমান প্রমুখ।

সদরপুর (ফরিদপুর) : সদরপুর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আহসান মাহমুদ রাসেলের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ৪র্থ পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রেস ব্রিফিং করেন। উক্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানিয়া আকতার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান শিকদার, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ আহমেদ জামসেদ, সমাজসেবা কর্মকর্তা কাজী শামীম আহমেদ, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সমির বৈদ্যসহ উপজেলার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আহসান মাহমুদ রাসেল বলেন, সদরপুর উপজেলায় নির্মাণাধীন ১৭০টি ঘর সুবিধাভোগীদের মাঝে হস্তান্তরের করা হবে। এর পূর্বে ১ম ও ২য় পর্যায়ে ৫৪৮ টি ঘর উপজেলায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গফরগাঁও (ময়মনসিংহে) : উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেছে উপজেলা প্রশাসন। এতে স্থানীয় সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবিদুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে জানান, এই পর্যন্ত উপজেলায় ৩৩৫টি "ক" শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহ নির্মান করে দেয়া হয়েছে। আরো ৮৮ জন "ক" শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হলে উপজেলাকে ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করা যাবে এবং সর্বমোট "ক" শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা হবে ৪২৩ জন।

সংবাদ সম্মেলনে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসিন খন্দকার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রাশেদ খান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রকিব আল রানা, গফরগাঁও প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বেলকুচি (সিরাজগঞ্জ): উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা হলরুমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আফিয়া সুলতানা কেয়া প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নির্মিত ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে বেলকুচি উপজেলায় মোট ২২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতক করে জমির দলিল ও নামজারি খতিয়ানসহ নতুন ঘর হস্তান্তর করা হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শিবানী সরকার, বেলকুচি প্রেস ক্লাবের সভাপতি গাজী সাইদুর রহমান, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিমসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

জলঢাকা (নীলফামারী) : নীলফামারী জলঢাকায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি এবং গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রেস ব্রিফিং করেছেন ইউএনও ময়নুল ইসলাম। স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে উপজেলা পরিষদ হলরুমে প্রেস ব্রিফিং করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবি এম সারোয়ার রাব্বি, উপজেলা মহিলা ভাইচ চেয়ারম্যান মনোয়ারা বেগম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ময়নুল হক, প্রকৌশলী শিশির চন্দ্র রায়সহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা। ব্রিফিংয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ময়নুল ইসলাম বলেন, চতুর্থ পর্যায়ে অর্থাৎ শেষ পর্যায়ে ১২৮ টি ঘর বরাদ্দ দেয়া হয়। গোটা উপজেলায় মোট ১২ শত ৩২ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

ফরিদপুর : আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর সদর উপজেলার ৭৩১ টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১ম পর্যায়ে ৩১২টি, ২য় পর্যায়ে ১৫৩টি ও ৩য় পর্যায়ে ২৬৬টি গৃহ নির্মাণ করে উপকারভোগীদের নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে ফরিদপুর জেলা প্রশাসক কামরুল আহসান তালুকদার জানান, এ পর্যায়ে দেশের অন্য উপজেলার সাথে ফরিদপুর সদর উপজেলাও ক শ্রেণির গৃহহীনমুক্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এর আওতায় ফরিদপুর সদর উপজেলার ৭৩১ টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১ম পর্যায়ে ৩১২টি, ২য় পর্যায়ে ১৫৩ টি ও ৩য় পর্যায়ে ২৬৬টি গৃহ নির্মাণ করে উপকারভোগীদের নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ফরিদপুরের প্রতিটি উপজেলাকে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় গৃহীনদের পুর্ণবাসন করা হয়েছে। এতে

গৃহহীনদের মুখে হাসি ফুটেছে।

কুলিয়ারচর (কিশোরগঞ্জ) : কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে চতুর্থ পর্যায়ে (২য় ধাপে) জমি ও গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কুলিয়ারচর প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মো. ওমর ফারুক, কুলিয়ারচর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দ নূরে আলম, কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ। কুলিয়ারচর উপজেলায় চতুর্থ পর্যায়ে (২য় ধাপে) জমি ও গৃহ হস্তান্তর করা হবে ৩৬ পরিবারকে। এ নিয়ে উক্ত উপজেলায় ১৪৩টি পরিবার প্রধানমন্ত্রীর দেয়া উপহারের ঘর পাবেন। এ সময় কুলিয়ারচর উপজেলার বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও অনলাইন মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজবাড়ী : রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন, জেলা প্রশাসক আবু কায়সার খান। জেলা প্রশাসক আবু কায়সার খান বলেন, জেলায় ইতোমধ্যে ২৩৯৯ টি ঘর উপকারভোগীদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ২২ মার্চ রাজবাড়ী সদর উপজেলায় ৩৫টি, পাংশা উপজেলায় ১২০টি, বালিয়াকান্দি উপজেলায় ১২০টি এবং গোয়ালন্দ উপজেলায় ২টিসহ ২৭৭টি ঘর উপকারভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার না থাকায় এ জেলার কালুখালী রাজবাড়ী সদর, পাংশা ও বালিয়াকান্দি উপজেলাকে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, গোয়ালন্দ উপজেলায় ১৩টি ঘর উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গোয়ালন্দ উপজেলায় সর্বশেষ হালনাগাদকৃত তালিকা অনুযায়ী আর কোন 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার অবশিষ্ট থাকে না। এ দিন গোয়ালন্দ উপজেলা তথা রাজবাড়ী জেলাকে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে। জেলার সকল উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপকারভোগী ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার উপ-পরিচালক আসাদুজ্জামান রিপন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জয়ন্তী রুপা রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. সোহাগ হোসেন সহ জেলায় কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেক্টনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) : পীরগঞ্জে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের 'ক' শ্রেণীর ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এই প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন, পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহরিয়ার নজির, পীরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়নাল আবেদীন বাবুল, সাধারণ সম্পাদক এনকে রানা,থানা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোশারফ হোসেন,সাংবাদিক মোকাদ্দেস হায়াৎ মিলন,আব্দুর রহমান,মনসুর আহম্মেদ, বাদল হোসেন,আবু তারেক বাধন প্রমুখ।

রামপাল (বাগেরহাট) : রামপালে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে নির্বাহী কর্মকর্তা নাজিবুল আলম এক প্রেস ব্রিফিং করেছেন। নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, এ উপজেলায় তালিকাভূক্ত ভূমিহীনের সংখ্যা মোট ১ হাজার ১৮৭ টি পরিবার। এর মধ্যে ১৭৫ জনকে ইতিমধ্যে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এখনও ৯১২ টি পরিবার ভূমিহীন ও গৃহহীন অবস্থায় রয়েছেন।

কুমিল্লা : কুমিল্লা জেলায় আরও ৭৪৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার তাদের ঠিকানা পেতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' স্লোগান বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর জেলার ৭৪৫ টি পরিবারের হাতে ঘর ও জমি তুলে দেয়া হবে। কুমিল্লা জেলা প্রশাসক কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে এ প্রসঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক খন্দকার মু. মুশফিকুর রহমান এতথ্য জানান। সংবাদ সম্মেলনে জেলার আশ্রয়ণ প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি তুলে ধরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খান জানান, কুমিল্লায় আশ্রয়ণ প্রকল্প চতুর্থ পর্যায়ের অগ্রগতি ৯৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ। এই পর্যায়ে বরাদ্দকৃত ১ হাজার ৬০৬টি ঘরের মধ্যে ১ হাজার ২০৪টি সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামীকাল কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলায় ৪০টি, সদর দক্ষিণ উপজেলার ১১০টি, বরুড়ায় ৩২টি, দাউদকান্দিতে ৯০ টি, মেঘনায় ৬৯টি, তিতাসে

৭৯ টি, হোমনায় ৩৩টি, মুরাদনগরে ১৭০ টি এবং বুড়িচংয়ে ২২টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কুমিল্লা জেলার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় মোট ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা ৫ হাজার ৭৫৮। এর মধ্যে মোট বরাদ্দকৃত ঘরের সংখ্যা ৫ হাজার ৪৭১ টি। ইতোমধ্যে ৪ হাজার ৭২৬টি ঘর উপকারভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আগামীকাল আরো ৭৪৫ টি ঘর হস্তান্তর হবে। এখনো ২৭০ টি ঘরের বরাদ্দ পাওয়া যায় নি। বাকী অন্য ঘরগুলো বেসরকারি সহযোগিতায় নির্মিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসন আরও বলেন, গত ২২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে ঘর হস্তান্তর করে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, চান্দিনা, লালমাই ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেছেন। এই পর্যায়ে আগামীকাল আরো ৬ উপজেলা বরুড়া, হোমনা, মেঘনা, তিতাস, নাঙ্গলকোট ও বুড়িচং উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পঙ্কজ বড়ুয়া, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম খান, সিনিয়র সহকারী কমিশনার ইমদাদুল হক তালুকদার, জেলা তথ্য অফিসার নাছির উদ্দিন, সাপ্তাহিক অভিবাদন সম্পাদক আবুল হাসনাত বাবুল, বাসস প্রতিনিধি অশোক বড়ুয়া, দৈনিক কুমিল্লার কাগজ সম্পাদক আবুল কাশেম হৃদয়, প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক গাজীউল হক সোহাগ, সাংবাদিক মাহাবুব আলম বাবু, একুশে টিভির রিপোর্টার হুমায়ুন কবির রনি, একাত্তর টেলিভিশন প্রতিনিধি এনামুল হক ফারুকসহ অন্য গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মৌলভীবাজার : জেলা প্রশাসক ডা. উর্মি বিনতে সালাম এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য জানান। তিনি জানান, মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প আশ্রয়ণ-২ এর আওতায় মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় 'ক' শ্রেণির সর্বশেষ হালনাগাদ ১১৬০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার জমি ও গৃহ প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ১ম পর্যায়ে মোট ৪৭৬টি, ২য় পর্যায়ে ৫২টি, ৩য় পর্যায়ে ৩৩২টিসহ মোট ৮৬০টি 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। বর্তমানে চতুর্থ পর্যায়ে ৩০০টি ঘরের জন্য বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং চতুর্থ পর্যায়ের ১ম ধাপে ১৩৫টি পরিবারের মধ্যে ঘর হস্তান্তর করা হয়। আগামীকাল ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ১৬৫টি ভূমিহীন পরিবারকে ঘরের কাগজপত্র হস্তান্তর করা হবে এবং এর মাধ্যমে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার মোট ১১৬০টি 'ক' শ্রেণির পরিবার পুনর্বাসন সম্পন্ন হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আব্দুল হক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শরিফ উদ্দিন, সিনিয়র সহকারী কমিশনার (রাজস্ব শাখা ও টি সেল) সুকান্ত সাহা সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (গোপনীয় শাখা, পর্যটন সেল, রাজস্ব মুন্সিখানা শাখা ও সীমান্ত সেল) মো. বেলায়েত হোসেন প্রমুখ।

জন্য বরাদ্দকৃত ঘরসমূহ উদ্বোধন ও হস্তান্তর উপলক্ষে বরিশালে সংবাদ সম্মেলন ■ আমার সংবাদ

ভোরের পাতা
The Daily Vorer Pata

গৃহহীন মুক্ত হচ্ছে আরও ১২ জেলা

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ মঙ্গলবার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্যদিয়ে আরও ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণা করা হবে, যার ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে৩৩৪টি এবং এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়াবে২১টিতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেবেন। আজ বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে একটি অনন্য প্রকল্প, কারণ পৃথিবীর আর কোনো দেশে

এতো বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন ও আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পরিচালক আবু সালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান উপস্থিত ছিলেন।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপের আওতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায় এবং ২২ মার্চ, ২০২৩-এ দ্বিতীয় ধাপের অধীনে প্রথম দফায় ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি

বিতরণ করা হয়। ২৩ জানুয়ারি, ২০২১-এ প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, ২০ জুন, ২০২১-এ দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং মুজিববর্ষ-এর সময় তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মাধ্যমে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২,৩৮,৮৫১টি। মুখ্য সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে তিন উপজেলায় ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সুবিধাভোগীদের মাঝে বাড়িসহ জমি হস্তান্তর করবেন। প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার বারাসত সোনার বাংলা পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন। প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীনরা দুই দশমিক দুই শতাংশ জমিতে ► এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

গৃহহীন মুক্ত হচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ভালো মানের টিনশেড আধা-পাকা বাড়ি পাবেন। তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করবেন এবং এর আগে তিনি পঞ্চগড় ও মাগুরাসহ আরও নয়টি জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত জেলা ঘোষণা করবেন। মুখ্য সচিব বলেন, নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে এসবএলাকায় কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন হলে তাদের জমিসহ বাড়ি দেওয়া হবে। তিনি বলেন, জমির মালিকানা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দেওয়া হয় এবং জমির রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশনও স্বামী-স্ত্রীর নামে দেওয়া হয়।

তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বলেন, সরকার শুধু খাস জমিতে প্রকল্পের জন্য বাড়ি নির্মাণ করছে না, বাড়ি নির্মাণের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কাছ থেকে জমি কেনা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকেও অনুদান পাওয়া যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন। যাদের বাড়ি নেই, জমি আছে, তাদের জন্য সরকার কবে থেকে বাড়ি নির্মাণ শুরু করবে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন সরকার এই প্রকল্পের আওতায় শুধু ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বাড়ি দিচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর যাদের বাড়ি নেই বা যাদের বাড়ি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে তাদের জন্য বাড়ি নির্মাণ শুরু করবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেন। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়ি ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ জন (আনুমানিক একটি পরিবারে পাঁচজন ব্যক্তি হিসাবে)। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প ইতোমধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবারকে সরাসরি পুনর্বাসন করেছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিভি-ন্ন কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

দৈনিক করতোয়া
The Daily Karatoa

কাল বগুড়ায় ৮২ গৃহহীন বাড়ি পাচ্ছে

সাত উপজেলার পর নতুন ৩ উপজেলা গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার: বগুড়ার অন্য ৭ উপজেলার মত আগামীকাল বুধবার বগুড়া সদর, গাবতলী ও আদমদীঘি উপজেলা গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হতে পারে। এই তিন উপজেলাকে গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণা করার জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বগুড়া সদরে ৫২ এবং গাবতলী উপজেলায় ৩০ পরিবারের মাঝে জমিসহ বাড়ি প্রদানের মাধ্যমে বগুড়ার ১২টি উপজেলার মধ্যে ১০ উপজেলা গৃহহীনমুক্ত উপজেলা হতে পারে। গতকাল বগুড়ার জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুল ইসলাম সাংবাদিকদের অবহিত করতে এ তথ্য জানান। তিনি গতকাল সোমবার তার সম্মেলন কক্ষে ব্রিফিংকালে বলেন, 'মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না'-প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রতিটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ করে খাস জমি বন্দোবস্তসহ একক গৃহ নির্মাণ করে বরাদ্দ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সাল থেকে গৃহহীনদের মধ্যে বাড়ি দেওয়ার কার্যক্রম চলছে। বগুড়া জেলায় প্রথম পর্যায়ে ১৪৫২ টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮৫৭ টি তৃতীয় পর্যায়ে ১২৮৪ টি মোট ৩ হাজার ৫৯৩ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ গৃহ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত ২২ মার্চ চতুর্থ পর্যায়ের প্রথম ধাপে ১৪৮২ টি গৃহের মধ্যে ১৩৩৯ টি গৃহ হস্তান্তর করা হয়। আগামী কাল ৯ আগস্ট চতুর্থ পর্যায়ে (দ্বিতীয় ধাপে) ৮২ টি গৃহ হস্তান্তর করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, বগুড়া সদরের সর্বশেষ ৮২টি পরিবারের মধ্যে ৫২ পরিবারকে বাড়ি করার মত খাস জমি না পাওয়ায় জমি কিনে তাতে তাদের বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে যা স্বামী স্ত্রীর-যৌথনামে কবলা দলিল করে দেওয়া হচ্ছে। এবারে প্রতিটি গৃহের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় ২ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে বগুড়ায় ৫ হাজার ৫ জনের মাঝে ভূমিসহ বাড়ি প্রদান করা সম্পন্ন হচ্ছে ৯ আগস্ট। তিনি আরও বলেন, সারিয়াকান্দি, শেরপুর, আদমদীঘি উপজেলা গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ওই উপজেলাগুলোতে নদী ভাঙন, রেল স্টেশন এবং মহাসড়কের পাশে ভাসমান লোকজন যাওয়া-আসা করায় সেসব উপজেলায় আপাতত শতভাগ গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা সম্ভব হচ্ছেনা। বগুড়ার জেলা প্রশাসক আরও জানান, ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সারা দেশে ২২ হাজার ১০১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন। প্রেস ব্রিফিংকালে বগুড়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নিলুফা ইয়াসমিন, সদর উপজেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা ফিরোজা পারভীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক আজাদী

রাঙামাটিতে ৪র্থ পর্যায়ের গৃহ হস্তান্তর কাল

রাঙামাটি প্রতিনিধি

রাঙামাটির ৬টি উপজেলায় আগামীকাল বুধবার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর অধীনে গৃহ হস্তান্তর করা হবে। স্ব-স্ব উপজেলার উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে এসব ঘরের চাবি হস্তান্তর করবেন। গতকাল সোমবার রাঙামাটি জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে এক প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত (সার্বিক) জেলা প্রশাসক মো. সাইফুল ইসলাম এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এস এম ফেরদৌস ইসলাম। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান জানান, 'মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না' এই লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করে বিশ্বজুড়ে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যাদের থাকার ঘর ছিলো না, ঠিকানা ছিলো না, তারাই নতুন ঘর পেয়েছে,নতুন ঠিকানা পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই উন্নয়ন ভাবনার অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহায়ণের সঙ্গে কর্মসংস্থান,স্বাস্থ্যসেবা,স্যানিটেশন এবং শিক্ষা পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যুক্ত হয়েছে। তিনি আরো জানান, এ পর্যায়ে ৬টি উপজেলায় ২১৩টি টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। এরমধ্যে কাপ্তাই উপজেলায় ১১টি,কাউখালী উপজেলায় ৪৯টি,রাজস্থলী ১টি, বরকল ২০টি,বাঘাইছড়িতে ১০০টি এবং লংগদু উপজেলায় ৩২টি। প্রতিটি পরিবারকে দুই কক্ষের সেমি পাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর,টয়লেট,বারান্দাসহ নিরাপদ বাসস্থান করে দেওয়া হবে, যাতে তারা উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে।

রাঙামাটি জেলা প্রশাসনের প্রেস ব্রিফিং –প্রতিনিধি

দৈনিক পূর্বকোণ

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনকের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন নাজিরহাট পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ

কাল ভিডিও কনফারেন্সে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত হচ্ছে আনোয়ারা উপজেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ■ আনোয়ারা

আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার এ শ্লোগানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় আনোয়ারায় 'ক' শ্রেণীভুক্ত ভূমিহীন ও গৃহহীন ৪১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ১ম পর্যায়ে ৬৫টি, ২য় পর্যায়ে ১৩০টি, তৃতীয় পর্যায়ে ১০০টি, ৪র্থ পর্যায়ে ১২০টি গৃহহীন পরিবারের কাছে ২ (দুই) শতাংশ জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। কাল (৯ আগস্ট) সকাল ১০ টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঘর হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইশতিয়াক ইমন। রবিবার বিকাল তিনটায় উপজেলা পরিষদে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেন। সেদিনই 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত হবে আনোয়ারা উপজেলা। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'জাতির পিতা স্বপ্ন দেখতেন সোনার বাংলার প্রতিটি মানুষ খুঁজে পাবে নিরাপদ আশ্রয়। আশ্রয়ণ প্রকল্প যেন সেই নিরাপদ আশ্রয়ের চূড়ান্ত রূপ। সারাদেশের মতো আনোয়ারায় আশ্রয়ণের ঘর পেয়েছেন ৪১৫টি গৃহহীন পরিবার।' এসময় আনোয়ারা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আবদুল্লাহ্ আল মুমিন, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সমরঞ্জন বড়ুয়া, কৃষি কর্মকর্তা মো. রমজান আলী হাওলাদার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আবু নাসের, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ারুল নাসের উপস্থিত ছিলেন।

নবযাত্রা ৩১

সুপ্রভাত

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর হস্তান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি

মহালছড়ি : খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প 'আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে ৩৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে। আগামী ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪র্থ পর্যায়ের নির্মিত ঘরগুলোর উদ্বোধন করবেন। উপকারভোগীদের মধ্যে মুবাছড়ি ইউনিয়নের সিঙ্গিনালা মহামুনি পাড়া গ্রামের উকলা মারমা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সৃষ্টিকর্তা দীর্ঘদিন বাঁচায়ে রাখুক, আমরা তাঁর জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করি। আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছি। মহালছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ খায়রুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আগামী ৯ আগস্ট প্রকৃত ভূমিহীন ও গৃহহীনদের হাতে ২ শতাংশ জমির দলিল, কবুলিয়ত ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে। আগামী ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সারাদেশে একযোগে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে মহালছড়ি উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে নির্মিত ৩৭টি ঘরের ও উদ্বোধন হবে।

রামগড় : আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় রামগড় উপজেলায় ২য় ধাপের চতুর্থ পর্যায়ে নির্মিত জমিসহ ৬৫টি ঘর হস্তান্তর বিষয়ে ৭ আগস্ট দুপুর সাড়ে বারোটায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেসব্রিফিং করা হয়। আগামী ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক ভাবে এসব ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। প্রেসব্রিফিং করেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সহকারী কমিশনার ভূমি) মানস চন্দ্র দাশ। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহের এ প্রকল্পটিতে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সংযোজন করা হয়েছে ৪০০ বর্গফুট আয়তনের ২ কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা ঘর। সুপরিসর টানা বারান্দা এবং পেছনে রয়েছে রান্নাঘর ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগের পাশাপাশি পুনর্বাসিতদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা। ক্লাস্টারভিত্তিক স্থাপিত প্রকল্প গ্রামগুলোতে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিনন্দন লে-আউটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন রাস্তা, কমিউনিটি সেন্টার, পুকুর, খেলার মাঠ প্রভৃতি নিশ্চিত করা হয়। ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিখিত বক্তব্যে আরও বলেন, পৌরসভার ভেতর যাদের মাথা গুজার আশ্রয় ছিল না, যারা নদীর পাড়ে বা অন্যের আশ্রয়ে কোনভাবে রাত্রিযাপন করত তাদের জন্য পৌরসভার উপকণ্ঠে৬হক টিল্ল নামক স্থানে গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। ভূমি ও গৃহহীন অসহায় দরিদ্র পরিবারগুলো দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা ঘরের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে পাচ্ছেন ২ শতাংশ ভূমির মালিকানা।

দীঘিনালায় অসহায়রা পাচ্ছে ৫শ ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দীঘিনালা »

দীঘিনালা উপজেলায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫শত নতুন পাকা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এসব ঘর হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরমধ্যে শতাধিক বিধবা নারী রয়েছে। রয়েছে স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলা ও প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষ। গত সোমবার উপজেলা সম্মেলন কক্ষে প্রেস রিলিজ মাধ্যমে এসব কথা বলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আরাফাতুল আলম। এসময় তিনি আরো বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে "বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরো জানান, ৪০০ বর্গফুট আয়তনের ২ কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহ। দীঘিনালায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১০৯৭ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সীমা দেওয়ান, দীঘিনালা প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম রাজু, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম সরকার এবং কবাখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নলেজ চাকমা প্রমুখ।

দীঘিনালা উপজেলা প্রশাসনের সংবাদ সম্মেলন

যায়যায়দিন

চতুর্থ পর্যায়ে নিজস্ব ঘর পাচ্ছেন গৃহহীনরা

গৃহহীনমুক্ত হতে যাচ্ছে ফরিদপুর সদর উপজেলা | [illegible]

ঘর ও ভূমি হস্তান্তর কার্যক্রম বিষয়ে মতবিনিময়

উপজেলায় ৩৭৫টি ঘর উদ্বোধন করা হবে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জাকারিয়া হোসেন, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) রকিবুল ইসলাম, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি আমানুল্লাহ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম আরিফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বরুড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি জানান, কুমিল্লার বরুড়ার উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুমাইয়া সাংবাদিকদের নিয়ে প্রেস ব্রিফিং করেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি জানান, উপজেলায় ৪র্থ পর্যায়ে ৫৫টি গৃহের মধ্যে ভবানীপুর (আড্ডা ইউনিয়ন) ১৭টি, হরিপুর (আদ্রা ইউনিয়ন) ৯টি, দেওড়া (পয়ালগাছা ইউনিয়ন) ৮টি, কাঠালতলা (আদ্রা ইউনিয়ন) ২১টি মোট ৫৫টি ঘর প্রদান করা হবে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি তাহমিনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শাহিন হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম, বরুড়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক ইলিয়াছ হোসেন, ক্লাবের সহ-সভাপতি মনির হোসেন বিল্লাল, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি জানান, গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে প্রেস ব্রিফিং করেন ইউএনও এসএম ইমাম রাজী টুলু। উপস্থিত ছিলেন সহকারি কমিশনার ভূমি অমিত কুমার সাহা, প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাহমুদুল ইসলাম, মাহিলী অফিসার আব্দুর রাজ্জাক, মুকসুদপুর সংবাদ সম্পাদক মাহমুদ হোসেন, সাংবাদিক মিল্টন মিয়া, আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় ইউএনও এসএম ইমাম রাজী টুলু জানান, ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ভূমিহীনদের জন্য মোট ৪০ জনকে ঘর হস্তান্তর করা হবে।

তিতাস (কুমিল্লা) প্রতিনিধি জানান, কুমিল্লার তিতাসকে শতভাগ গৃহহীন-মুক্ত ঘোষণা করা হবে আগামী বৃহস্পতিবার। সোমবার উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে সর্বশেষ জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান উপজেলা প্রশাসন।

ইউএনও এটিএম মোর্শেদ জানান, উপজেলা পর্যায়ে আশ্রয়ণ-প্রকল্পের মাধ্যমে ২০৩টি পরিবারকে গৃহহীন ঘোষণা করা হয়। এরপর সর্বশেষ ৭৮ জনের মাঝে জমিসহ ঘর প্রদানের মাধ্যমে তিতাসকে শতভাগ গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে।

মোল্লাহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি জানান, বাগেরহাটের মোল্লাহাটে ভূমিহীন ও গৃহহীন আরো ৭০টি পরিবারকে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম চতুর্থ পর্যায়ের ২য় ধাপ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউএনও সৈয়দ রফিকুল ইসলাম প্রেস ব্রিফিংয়ে ৭০ পরিবারের ঘর প্রদানের বিষয়টি জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মফিজুর রহমান সরকার, প্রেস ক্লাব মোল্লাহাটের সাধারণ সম্পাদক এস এম শফিকুর রহমান, সহ-সভাপতি অলিউজ্জামান মোল্লা, সাংবাদিক ইমদাদ শেখ ও মাসুদুর রহমান প্রমুখ।

মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি জানান, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে। ৪র্থ পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদান উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ইউএনও এরশাদ সুলতানা ফারহানা। এদিন ২৫৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এসি ল্যান্ড মেহেদী হাসান, ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহম্মদ, সাংবাদিক ইব্রাহিম প্রমুখ।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি জানান, নীলফামারীর সৈয়দপুরকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণার লক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার প্রেস কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন ইউএনও নাসিম আহমেদ এবং এসি ল্যান্ড আল আমিন। উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাসুদ রানা। তারা জানান, ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে ৪৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে।

আলোকিত বাংলাদেশ

মুজিববর্ষে চতুর্থ পর্যায়ের বাড়ি হস্তান্তর

গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত উপজেলা হতে যাচ্ছে উখিয়া

সাদিক মুহাম্মদ আনোয়ার, উখিয়া (কক্সবাজার)

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে চতুর্থ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর জমি ও গৃহ প্রদানের মাধ্যমে উখিয়া উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীন মুক্ত উপজেলা হতে যাচ্ছে। আগামীকাল জমি ও গৃহ হস্তান্তর অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উখিয়া উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে গতকাল সকালে প্রেস ব্রিফিং করেন উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সালেহ আহমেদ। এসময় তিনি বলেন, 'চতুর্থ পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদানের মধ্য দিয়ে আগামী ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উখিয়া উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত উপজেলা হতে যাচ্ছে। তবে পরবর্তী সময়ে বিশেষ কোনো তথ্য পেলে বা অনিয়মের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে বন্দোবস্ত বাতিলের মাধ্যমে অন্যজনকে (বাড়ি পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া গেলে) যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হবে। চতুর্থ পর্যায়ে হলদিয়া পালং ও রত্নাপালং ইউনিয়নের ১৫৫টি পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হবে।' পরবর্তী সময়ে কোনো ব্যক্তি বা পরিবার ভূমিহীন হিসেবে জমি ও ঘর চাইলে তখন কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে প্রশ্নের জবাবে উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সালেহ আহমেদ বলেন, যদি এ রকম কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন হিসেবে আবেদন করে, তখন সেটি যাচাই-বাছাই করে জেলা পর্যায়ে পাঠানো হবে। পরবর্তী সময়ে সে যদি যোগ্য হয়, তখন তাকে ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হবে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের আবাসন নিশ্চিতকল্পে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম উদ্ভাবন হচ্ছে আশ্রয়ণ প্রকল্প। 'বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' প্রধানমন্ত্রীর এই অঙ্গীকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য একক গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে গৃহ প্রদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে (দ্বিতীয় ধাপে) আগামীকাল বুধবার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৬৪ জেলার সব উপজেলায় একযোগে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গণভবন থেকে সকাল সাড়ে ৯টায় উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পুরুষ-মহিলা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তা, উপকারভোগী, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ও সুধিজনদের নিয়ে উখিয়া উপজেলা প্রশাসনের অডিটোরিয়ামে সকাল সাড়ে ৯টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় বিগত ২০২০ সালের ১৭ মার্চ প্রথম পর্যায়ে ১০০টি, ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৫টি, ২০২২ সালের ২৬ এপ্রিল ও ২১ জুলাই তৃতীয় পর্যায়ে ২৬৩টি, ২০২৩ সালের ২২ মার্চ চতুর্থ পর্যায়ে (১ম ধাপে) ১০০টিসহ মোট ৫০৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আগামীকাল চতুর্থ পর্যায়ে (দ্বিতীয় ধাপে) উখিয়া উপজেলায় মোট ১৫৫টি গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ গৃহ প্রদান করা হবে। তন্মধ্যে রত্নাপালং ইউনিয়নে ২০টি ও হলদিয়াপালং ইউনিয়নে ১৩৫টি মোট ১৫৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে গৃহ প্রদান বা হস্তান্তর করা হবে। এই নিয়ে উখিয়া উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে ৬৬৩টি গৃহ নির্মাণ হস্তান্তর করা হচ্ছে।

আয়োজনে ঃ
প্রশাসন ,

মঙ্গলবার

গণমানুষের দৈনিক

বাংলাদেশ বুলেটিন

চতুর্থ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর পাচ্ছে ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার

ডেস্ক রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা বাস্তবায়নে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহপ্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চতুর্থ পর্যায়ের ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে দলিল ও ঘরের চাবি হস্তান্তর করবেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

খুলনা : খুলনায় চতুর্থ পর্যায়ে মোট ৯ শত ৮৭টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমির দলিল ও ঘরের চাবি হস্তান্তর করবেন। এর মধ্যে রূপসা ১০৩, তেরখাদা ১৮৩, ডুমুরিয়া ১২০, পাইকগাছা ৬৮, দাকোপে ৪২, বটিয়াঘাটা ২৫০, দিঘলিয়া ৬৯, কয়রা ১০০ ও ফুলতলা উপজেলায় ৫৫টি পরিবারের মাঝে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হবে। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে তেরখাদার 'আশ্রয়ণে সোনার বাংলা পল্লীতে' সরাসরি সংযুক্ত হবেন। জেলা প্রশাসক খন্দকার ইয়াসির আরেফীন সোমবার নিজ সম্মেলন কক্ষে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে প্রেসব্রিফিং এ সকল তথ্য জানান। এসময় আরও জানানো হয়, জেলার মোট ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ৫ হাজার পাঁচশত ২৯টি। ইতোমধ্যে প্রথম ৯১২, দ্বিতীয় ১৩৫১ ও তৃতীয় পর্যায়ে ৯০৩টি পরিবারের মাঝে জমির মালিকানাসহ গৃহ হস্তান্তর করা হয়েছে। চলমান চতুর্থ পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত মোট গৃহের সংখ্যা ১৮১৯টি। ইতোমধ্যে চতুর্থ পর্যায়ের প্রথম ধাপে গত ২২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭৫৭টি গৃহ হস্তান্তর করেছেন। প্রেসব্রিফিং উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক ইউসুপ আলী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এসএম মুনিম লিংকন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুকুল কুমার মৈত্র, সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার গোপীনাথ কানজিলাল, প্রেসক্লাবের সভাপতি এসএম নজরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর কবীরসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কর্মীরা।

কুষ্টিয়া : থোকসায় ১৬০ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ঘর প্রদানের মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়াকে ভূমিহীনমুক্ত জেলা ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রেস ব্রিফিং করেন জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা। তিনি বলেন, এর আগে সদরে ১৪৯, কুমারখালী ১৩৫, মিরপুর ৫১৭, ভেড়ামারা ২৫৯, দৌলতপুর ১৯০টি পরিবারের মাঝে ঘর হস্তান্তর করা হয়। জেলা প্রশাসক রেজা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এটি চলমান প্রক্রিয়া। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, দুর্বিপাকে নতুন করে যারা গৃহহীন, ভূমিহীন হয়ে পড়বে তাদেরও পর্যায়ক্রমে জমিসহ গৃহ প্রদান করবেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাসরিন বানু, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব সভাপতি হাসেনুল ইসলাম বিপুল ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানাসহ গণমাধ্যমকর্মীরা।

জামালপুর : জামালপুরে চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে জমিসহ ঘর পাচ্ছেন আরও ২২৩টি পরিবার। এর মধ্যে ৯৯টি পরিবারকে জমিসহ ঘর হস্তান্তরের মাধ্যমে শতভাগ ভূমিহীনমুক্ত ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা হতে যাচ্ছে ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলা। সোমবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক ইমরান আহমেদ বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে কোনো ভূমিহীন পাওয়া গেলে দ্রুত তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সভাপতি হাফিজ রায়হান সাদা ও সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান।

জেলায় এ পর্যন্ত ২ হাজার ৯৭২ পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহারের জমিসহ ঘর পেয়েছেন।

ময়মনসিংহ : মুক্তাগাছা ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে সোমবার উপজেলা পরিষদের হলরুমে প্রেস ব্রিফিংয়ে ইউএনও একেএম লুৎফর রহমান জানান, ৬৫৫ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে জমি ও গৃহ

নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক ইতিমধ্যে ৩শ ৯৩টি পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হয়। বাকী ২৫২টি পরিবারকে আগামীকাল ৪র্থ ধাপে গৃহহীন ও জমি প্রদান করা হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) রোমানা রিয়াজ, ইউপি চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন বাদশা, ইউপি চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদসহ গণমাধ্যম কর্মীরা।

টাঙ্গাইল : চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইলে আরও ৩১৪টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছেন। বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একযোগে বাসগৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন। গৃহহীন যারা এখন পর্যন্ত ঘর পাননি তাদের পর্যায়ক্রমে ঘর দেওয়া হবে। এদিকে চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে ৫ উপজেলাকে গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হবে। এর আগে আরও চার উপজেলাকে গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হয়। সোমবার প্রেস ব্রিফিংয়ে জেলা প্রশাসক কায়ছারুল ইসলাম জানান, জেলায় এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৫১৪টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে নতুন করে চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে ৩১৪টি ঘর দেওয়া হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক শামীম আরা রিনি, অতিরিক্ত

জেলা প্রশাসক ওলিউজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবুল হাশেম, প্রেসক্লাবের সভাপতি এডভোকেট জাফর আহমেদ প্রমুখ।

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) : শ্রীমঙ্গলে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রেসব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে এ প্রেসব্রিফিংয়ে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত ইউএনও ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) সন্দীপ তালুকদার। এসময় তিনি জানান, মুজিব শতবর্ষে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের আওতায় মোট ৯৬০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১ম ৩০০, ২য় ৩০০ ও ৩য় পর্যায়ে ৫০সহ মোট ৬৫০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। ৪র্থ পর্যায়ে ৩১০টি বরাদ্দের ১ম ধাপে ১৪৮টি পরিবারের মধ্যে ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। ২য় ধাপে এ উপজেলায় ১৬২টি পরিবারকে গৃহ হস্তান্তর করা হবে।

নিকলী (কিশোরগঞ্জ) : নিকলীতে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুর্নবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রসঙ্গে প্রশাসনের আয়োজনে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার উপজেলা কনফারেন্স রুমে

জেলা প্রশাসক ওলিউজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবুল হাশেম, প্রেসক্লাবের সভাপতি এডভোকেট জাফর আহমেদ প্রমুখ।

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) : শ্রীমঙ্গলে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রেসব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে এ প্রেসব্রিফিংয়ে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত ইউএনও ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) সন্দীপ তালুকদার। এসময় তিনি জানান, মুজিব শতবর্ষে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের আওতায় মোট ৯৬০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১ম ৩০০, ২য় ৩০০ ও ৩য় পর্যায়ে ৫০সহ মোট ৬৫০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। ৪র্থ পর্যায়ে ৩১০টি বরাদ্দের ১ম ধাপে ১৪৮টি পরিবারের মধ্যে ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। ২য় ধাপে এ উপজেলায় ১৬২টি পরিবারকে গৃহ হস্তান্তর করা হবে।

নিকলী (কিশোরগঞ্জ) : নিকলীতে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুর্নবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রসঙ্গে প্রশাসনের আয়োজনে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার উপজেলা কনফারেন্স রুমে ইউএনও শাকিলা পারভিন বলেন, এ উপজেলায় মোট ১৩২টি পরিবারকে ভূমিসহ গৃহনির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৪র্থ ধাপে কারপাশা ইউনিয়নে ২০টি পরিবারের মাঝে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তালিকা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-না আগামীকাল ৯ আগস্ট দ্বিতীয় ধাপে নির্মিতব্য একক গৃহ উদ্বোধন করবেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রীতি লতা বর্মন, প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক জয়দেব আচার্য, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান রিপন, কোষাধ্যক্ষ হাবিব মিয়া, সাংবাদিক শেখ উবায়দুল হক সবুজ, সৈয়দ জেমস ও মিনেল আহমেদ।

মান্দা (নওগাঁ) : মান্দায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় চতুর্থ পর্যায়ে ঘর পাচ্ছেন আরও ১৭৭ ভূমি ও গৃহহীন পরিবার। এর মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে এ উপজেলাকে ভূমি ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করার যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার ইউএনওর সভাকক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য দেন ইউএনও লায়লা আঞ্জুমান বানু। তিনি বলেন, এবার চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে ঘরগুলো পাচ্ছেন আরও ১৭৭ পরিবার। প্রত্যেকটি বাড়ি নির্মাণ করতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ৮৪ হাজার ৫০০ টাকা। এসময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) আকিব মুর্শী, প্রকল্প বাস্তবায়ন

কুষ্টিয়ায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর হস্তান্তর উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন -বাংলাদেশ বুলেটিন

কর্মকর্তা রেজাউল করিমসহ স্থানীয় সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ডোমার (নীলফামারী) : ডোমারে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ কনফারেন্স রুমে প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে প্রশাসন। ইউএনও নাজমুল হাসানের উপস্থিতিতে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠ করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) জান্নাতুল ফেরদৌস হ্যাপি। এতে বলা হয়, ২০২০ সালের তালিকাটি যাচাই বাছাই শেষে ১২৫ পরিবারের জমি থাকায় ও ৮৪টি পরিবার ঘর নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের বাদ দেওয়া হয়। অবশিষ্ট পরিবারগুলোকে ১ম ৩৮, ২য় ৩০০, ৩য় ১৩৩, ৪র্থ পর্যায়ে ১৩১ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত ব্যারাকে আরো ৪০টি পরিবারকে পুর্নবাসন করা হয়। আগামীকাল ৪র্থ পর্যায়ে ২য় ধাপে উপকার ভোগী পরিবারদের ঘর হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

আটোয়ারী (পঞ্চগড়) : আটোয়ারীতে ৪র্থ পর্যায়ে জমি ও গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রশাসনের আয়োজনে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা কার্যালয়ে এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউএনও মুসফিকুল আলম হালিম। এসময় মতামত ব্যক্ত করেন, উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল, শিক্ষা অফিসার মাসুদ হাসান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মমিনুল হক, সহকারী প্রোগ্রামার আরিফুল ইসলাম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা লুৎফর রহমান, ইউপি চেয়ারম্যান আবু তাহের দুলাল প্রমুখ।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ভাঙ্গায় ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সংবাদ সম্মেলনে ইউএনও আজিম উদ্দিন রুবেলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এসএম হাবিবুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাসুদুর রহমান, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আমিনুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ইলা রানী কুন্ড, উন্নয়ন কর্মকর্তা সোহেলী আক্তারসহ সাংবাদিকরা। এসময় ইউএনও বলেন ৪র্থ পর্যায়ে তৃতীয় ধাপে ১৬৪টি ঘর বরাদ্দ হয়েছে। এরমধ্যে পূর্ব সদরদী ২৪, দক্ষিণ গংগাধরদী ২০ ও মুনসুরাবাদ গ্রামে ১২০টি ঘর নির্মাণ করা হবে। তিনি আরও বলেন এছাড়াও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বীর নিবাস নামে ৮৭ টি গৃহ নির্মাণের কাজও চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে ২টি ঘর বরাদ্দ হয়। উল্লেখ্য, এ উপজেলায় ১ম ২৫০, ২য় ১৩৯, ৩য় ৩৮৩, ৪র্থ পর্যায়ে ২৬৪সহ সর্বমোট ১০৩৬ টি ঘর গৃহ ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দৈনিক

কালবেলা

২২ হাজার পরিবার পাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে আরও ২২ হাজার ১০১ ভূমি ও গৃহহীন পরিবার মুজিববর্ষের উপহারের ঘর পাচ্ছে। আজ মঙ্গলবার গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব ঘর হস্তান্তর করবেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র। এ ছাড়া গতকাল সোমবার বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসকরা সংবাদ সম্মেলনে ঘর দেওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন

চতুর্থ পর্যায়ে ঘর হস্তান্তর

কালবেলা ডেস্ক ।।

আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে ঘর উপহার দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে বিভিন্ন জেলায় জমিসহ ২২ হাজার ১০১টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। আগামীকাল বুধবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ঘরগুলো হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে মোট ২ লাখ ১৫ হাজার ৪২৭টি ঘর হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র। এ ছাড়া গতকাল সোমবার বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসকরা সংবাদ সম্মেলনে ঘর দেওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন।

বরিশাল জেলায় নতুন করে আরও ৮৭৪টি পরিবার পাবে মুজিববর্ষের উপহারের ঘর। এর আগে তিন দফায় উজিরপুরে ৭৬, মেহেন্দিগঞ্জে ৭৯, বাবুগঞ্জে ৬০, হিজলা ও বানারীপাড়ায় ১০০টি করে ঘর প্রদান করা হবে।

ঠাকুরগাঁওয়ে আরও ৭৫১ ভূমিহীনকে জমি ও নতুন ঘর দেওয়া হবে। সোমবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক মো. মাহবুবুর রহমান জানান, চতুর্থ পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে জেলায় মোট ৭৫১ ভূমিহীন ২ শতক করে জমি ও ১টি করে ২ কক্ষবিশিষ্ট ঘর পাবে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৪৫০টির মধ্যে উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত ৩৫৩টি, পীরগঞ্জ উপজেলায় ৩৫০টির মধ্যে উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত ১৯৮টি ও রানীশংকৈল উপজেলায় ৫৭০টির মধ্যে উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে ২১০টি ঘর।

বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক মোহা. খালিদ হোসেন বলেন, এ পর্যায়ে বাগেরহাট জেলায় ৮০৪টি ঘর প্রস্তুত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে এটি হস্তান্তর করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর ও ভূমি পাচ্ছেন নড়াইলের ১ হাজার ৩৫৪টি পরিবার। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশফাকুল হক চৌধুরী এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, সদর উপজেলায় ৪৫৬টি, লোহাগড়া উপজেলায় ২৭৩টি এবং কালিয়া উপজেলায় ৬২৫টি ঘর প্রদান করা হবে।

কিশোরগঞ্জের ৮টি উপজেলায় ২৭২টি পরিবারকে এ ধাপে নতুন ঘর ও ভূমি দেওয়া হবে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ জানান, ২৭২টি পরিবারের মধ্যে করিমগঞ্জে ১২টি, হোসেনপুরে ২২টি, মিঠামইনে ১২টি, নিকলীতে ২০টি, বাজিতপুরে ৩১টি, কুলিয়ারচরে ৩৬টি, অষ্টগ্রামে ৪৬টি ও ইটনায় ৯২টি ঘর দেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসক জানান, কিশোরগঞ্জ জেলায় মোট বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা ২ হাজার ৭৫৪টি। এর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের প্রথম ধাপে ২ হাজার ২১১টি গৃহ প্রদান করা হয়েছে।

রংপুরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের জমিসহ আরও ৬৭৮টি

জেলায় ৩ হাজার ২৪০টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে মুজিববর্ষের ঘর উপহার দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় উপকারভোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৪ হাজার ১১৪ জন। গতকাল সোমবার সকালে বরিশাল জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মো. শহিদুল ইসলাম।

খুলনায় আরও ৯৮৭ জন ভূমিহীন ও গৃহহীনকে ঘর দেওয়া হবে। এর মধ্যে রূপসা উপজেলায় ১০০টি, তেরখাদায় ১৮৬টি, ডুমুরিয়ায় ১২০টি, পাইকগাছায় ৬৮টি, দাকোপে ৪২টি, বটিয়াঘাটায় ২৫০টি, দিঘলিয়ায় ৬৬টি, কয়রায় ১০০টি এবং ফুলতলা উপজেলায় ৫৫টি পরিবার রয়েছে। সোমবার খুলনা জেলা প্রশাসক খন্দকার ইয়াসির আরেফীন এ তথ্য জানান।

জমিসহ পাকা ঘর পাচ্ছেন বাগেরহাটের আরও ৮৩৮ জন। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, বাগেরহাট সদর উপজেলায় ১৩১টি, ফকিরহাটে ২২০, মোল্লাহাটে ৭০,

পরিবারকে ঘর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান। সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, এর মাধ্যমে তারাগঞ্জ, কাউনিয়া ও বদরগঞ্জ উপজেলা ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত উপজেলা হবে।

কুড়িগ্রামে হরিজন ও চুলি সম্প্রদায়সহ আরও ৬৫৫ জন পাচ্ছেন নতুন ঘর। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ জানান, ৩০টি হরিজন পরিবার ও ১৯টি চুলি পরিবারসহ মোট ৬৫৫ জন নতুন ঘর পাবেন। এর মধ্যে বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫০৫টি ঘরের উদ্বোধন করবেন।

বরগুনায় প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাচ্ছেন আরও ৮৩১ জন ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার। জেলা প্রশাসক মোহা. রফিকুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, এতে বরগুনার পাথরঘাটা, বেতাগী ও তালতলী উপজেলা ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত উপজেলা হবে।

প্রতিদিনের সংবাদ

গৃহহীন মুক্ত হচ্ছে মৌলভীবাজার

● আবদুল বাছিত বাচ্চু, মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার জেলার ৬টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হচ্ছে। আগামীকাল বুধবার (৯ আগস্ট) ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে এই ৬ উপজেলায় ৬৪৩টি গৃহের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ঘোষণা দেবেন। এর ফলে এ জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে ৬টি উপজেলাই ভূমি ও গৃহহীন ঘোষিত হচ্ছে। উপজেলাগুলো– মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর, কুলাউড়া, জুড়ী, বড়লেখা ও শ্রীমঙ্গল। জেলা প্রশাসক ড. উর্মি বিনতে সালাম সোমবার (৭ আগস্ট) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

ঘর পাচ্ছে আরো ৬৪৩ পরিবার

সম্মেলনে জানানো হয়, মৌলভীবাজার জেলায় উদ্বোধনযোগ্য মোট ৬৪৩টি গৃহের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৬৫টি, কুলাউড়া উপজেলায় ৪৮টি, জুড়ী উপজেলায় ৭৫টি, বড়লেখা উপজেলায় ৮০টি, কমলগঞ্জ উপজেলায় ১১৩টি এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ১৬২টি গৃহ রয়েছে। আরো জানানো হয়, মৌলভীবাজার জেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় এরই মধ্যে ১ম পর্যায়ে ১ হাজার ১২৬টি গৃহের মধ্যে মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় ৪৭৬টি, রাজনগর উপজেলায় ৯২টি, কুলাউড়া উপজেলায় ১১৩টি, জুড়ী উপজেলায় ৭টি, বড়লেখা উপজেলায় ৫৩টি, কমলগঞ্জ উপজেলায় ৮৫টি এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ৩০০টি গৃহ প্রদান করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক আরো জানান, ২য় পর্যায়ে বরাদ্দকৃত ১ হাজার ১৫১টি গৃহের মধ্যে মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় ৫২টি, রাজনগর উপজেলায় ৫৩টি, কুলাউড়া উপজেলায় ১০৩টি, জুড়ী উপজেলায় ১৬৯টি, বড়লেখা উপজেলায় ১৫৩টি, কমলগঞ্জ উপজেলায় ১৩৩টি এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ৩০০টি গৃহ প্রদান করা হয়।

এছাড়া ৩য় পর্যায়ে বরাদ্দকৃত ৭৭৯টি গৃহের মধ্যে মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় ৩৩২টি, রাজনগর উপজেলায় ৫৯টি, কুলাউড়া উপজেলায় ১১৩টি, জুড়ী উপজেলায় ১০৫টি, বড়লেখা উপজেলায় ৭৩টি, কমলগঞ্জ উপজেলায় ৫৩টি, এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ৫৩টি গৃহ প্রদান করা হয়।

প্রথম ২য় এবং ৩য় পর্যায়ের বরাদ্দকৃত মোট ৩ হাজার ৫৬টি ঘর এরই মধ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের মধ্যে হস্তান্তর করেন। তিনি আরো জানান, চতুর্থ পর্যায়ে বরাদ্দকৃত ১ হাজার ৫৪৬টি গৃহের মধ্যে মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় ৩০০টি, রাজনগর উপজেলায় ১৪৭টি, কুলাউড়া উপজেলায় ৯৩টি, জুড়ী উপজেলায় ১৯২টি, বড়লেখা উপজেলায় ১৬৫টি, কমলগঞ্জ উপজেলায় ৩৩৬টি এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ৩১৩টি গৃহের বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

চতুর্থ পর্যায়ে বরাদ্দকৃত ১ হাজার ৫৪৬টি গৃহের মধ্যে এরই মধ্যে ১ম ধাপে ৮৮৩টি গৃহ বিগত ২২ মার্চ তারিখে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন এবং একইসঙ্গে রাজনগর উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়। চতুর্থ পর্যায়ের এ জেলার অবশিষ্ট ৬৬৩টি গৃহের মধ্যে ৬৪৩টি গৃহ আগামী ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী ৬৪৩টি গৃহ উদ্বোধন করার মাধ্যমে ৬টি উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হবে।

দৈনিক
সকালের সময়

গৃহহীন উপজেলা হতে যাচ্ছে উখিয়া

এম ফেরদৌস, উখিয়া ☐

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ৪র্থ পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের বিষয়বস্তু নিয়ে উখিয়ায় সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার ১২টার দিকে উখিয়া উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সালেহ্ আহমদের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ৪র্থ পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল। অনুষ্ঠান উপলক্ষে গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে সংবাদ সম্মেলন করেন উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সালেহ্ আহমদ। সেখানে তিনি বলেন," চতুর্থ পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদানের মধ্য দিয়ে আগামীকাল প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উখিয়া উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণা করা হবে।

The Daily Star

People of 5 more upazilas to get new homes

OUR CORRESPONDENT, *Tangail*

Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the houses constructed for homeless people in five more upazilas of Tangail under the Ashrayan Project-2 tomorrow.

The premier will join the event through a video conference from Gono Bhaban, said Tangail Deputy Commissioner Md Kaisarul Islam during a press briefing at his conference room yesterday.

Through this move the PM will declare Kalihati, Mirzapur, Ghatail, Nagarpur and Basail upazilas in the district free from landless as well as homeless people.

According to the district administration, a total of 3,514 homeless families/ people were listed in 12 upazilas of Tangail.

THE BUSINESS STANDARD

PM to declare 12 more districts homeless-free tomorrow

DEVELOPMENT – BANGLADESH

BSS

Prime Minister Sheikh Hasina will hand over 22,101 more houses under the Ashrayan-2 project to landless and homeless families on Wednesday as 12 more districts are set to be declared free from being homeless and landless.

A total of 123 more upazilas in 41 districts will be declared free from being homeless and landless under Ashrayan-2 project, totalling 334 upazilas while the total number of completely homeless and landless free districts will stand at 21.

The premier will make the announcement and open distribution of the houses to the homeless and Prime Minister Sheikh Hasina will hand over houses along with lands virtually joining the ceremonies in three upazilas from her official Ganabhaban residence.

The premier will directly exchange views with the beneficiaries of Barasat Sonar Bangla Palli Ashrayan project under Terokhada upazila in Khulna district, Chakla Ashrayan-2 project under Bera upazila in Pabna and Amanullahpur Ashrayan project under Begumganj in Noakhali. Under the project, the landless and homeless people will get good quality tin-shed semi-pucca houses on two decimals of land.

Tofazzel Hossain Miah said the prime minister will also declare Manikganj, Rajbari, Mymensingh, Sherpur, Dinajpur, Thakurgaon

landless families through a video-conference from her Ganabhaban residence.

Prime Minister's Principal Secretary Mohammad Tofazzel Hossain Miah disclosed the information at a press conference at Karabi Hall of the Prime Minister's Office (PMO) yesterday afternoon.

He said Ashrayan project is a unique one in the world as no other country in the world has distributed houses among landless and homeless families in such a huge numbers and totally free of cost.

PMO Secretary Mohammad Salahuddin and Project Director of Ashrayan-2 Project Abu Saleh Mohammad Ferdous Khan were present on the occasion.

This is the second-stage under fourth phase of the Ashrayan-2 project while 39,365 houses were distributed in the first-round under the second phase on 22 March 2023.

A total of 63,999 houses were distributed under the first phase on 23 January 2021, 53,330 under second phase on 20 June 2021, and 59,133 two-stages under third phase during the Mujib-Barsha.

With the distribution of 22,101 more houses, the total number will stand at 2,38,851 under the Ashrayan-2 Project.

The principal secretary said Naogaon, Natore, Pabna, Kushtia, Pirojpur and Jhalakathi as homeless-landless free districts while earlier she declared nine other districts as landless and homeless free including Panchagarh and Magura.

The principal secretary said if anyone of these areas becomes homeless and landless due to river erosion, natural disaster or any other reason, they will be given houses along with land. He said ownership of land is given to both husband and wife and land registration and mutation are also given after the names of both husband and wife.

Tofazzel Hossain Miah said the government is not only building houses of the project on khas land rather lands are being bought from Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Trust to build houses. Donations from individuals are also received to this end, he mentioned.

Asked when the government will start building houses for those who have no houses or better houses but lands, he said now the government is providing houses only to landless and homeless people under the project and after the end of this process, it will begin constructing houses for those who don't have houses or whose houses are in dilapidated state.

TRUE AND IMPARTIAL
daily sun

PM hands over 22,101 more houses to the homeless tomorrow

Prime Minister Sheikh Hasina will hand over 22,101 more houses under Ashrayan-2 project to landless and homeless families tomorrow as 12 more districts are set to be declared homeless and landless-free, reports BSS.

A total of 123 more upazilas in 41 districts will be declared homeless and landless- free under Asrayan-2 project totalling the number of upazilas 334 while the total number of completely homeless and landless free districts will stand at 21 with the 12 more districts.

Prime Minister Sheikh Hasina will make the announcement and open distribution of the houses to the homeless and landless families through a video-conference from her Ganabhaban residence.

Prime Minister's Principal Secretary Mohammad Tofazzel Hossain Miah disclosed the information at a press conference at Karabi Hall of Prime Minister's Office (PMO) on Monday.

He said Ashrayan Project is a unique one in the world as no other country in the world has distributed houses among landless and homeless families in such a huge numbers and totally free of cost.

PMO Secretary Mohammad Salahuddin and Project Director of Ashrayan-2 Project Abu Saleh Mohammad Ferdous Khan were present on the occasion.

This is the second-stage under fourth phase of the Ashrayan-2 project while 39,365 houses were distributed in the first-round under the second phase on March 22, 2023.

A total of 63,999 houses were distributed under first phase on January 23, 2021, 53,330 under second phase on June 20, 2021 and 59,133 two-stages under third phase during the Mujib-Barshao.

With the distribution of 22,101 more houses, the total number will stand at 2,38,851 under the Ashrayan-2 Project.

Page 11 Col 2

PM hands over 22,101

From Page 12

The Principal Secretary said Prime Minister Sheikh Hasina will hand over houses along with lands virtually joining the ceremonies in three upazilas from her official Ganabhaban residence.

The premier will directly exchange views with the beneficiaries of Barasat Sonar Bangla Palli Ashrayan project under Terokhada upazila in Khulna district, Chakla Ashrayan-2 project under Bera upazila in Pabna and Amanullahpur Ashrayan project under Begumganj in Noakhali.

Under the project, the landless and homeless people will get good quality tin-shed semi-pucca houses on two decimals of land.

Tofazzel Hossain Miah said the Prime Minister will also declare Manikganj, Rajbari, Mymensingh, Sherpur, Dinajpur, Thakurgaon Naogaon, Natore, Pabna, Kushtia, Pirojpur and Jhalakathi as homeless-landless free districts while earlier she declared nine other districts as landless and homeless free including Panchagarh and Magura.

The principal secretary said if anyone of these areas becomes homeless and landless due to river erosion, natural disaster or any other reason, they will be given houses along with land.

He said ownership of land is given to both husband and wife and land registration and mutation are also given after the names of both husband and wife.

Tofazzel Hossain Miah said the government is not only building houses of the project on khas land rather lands are being bought from Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Trust to build houses.

Donations from individuals are also received to this end, he mentioned.

Replying to a question, when the government will start building houses for those who haven't houses or better houses but lands, he said now the government is providing houses only to landless and homeless people under the project and after the end of this process, it will begin constructing houses for those who don't have houses or whose houses are in dilapidated state.

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman introduced the rehabilitation programme for homeless people in 1972.

Following the footprints of Bangabandhu, her daughter Prime Minister Sheikh Hasina took the initiative to provide ownership of houses and lands to homeless and landless people through the Ashrayan Project in 1997.

Under the Ashrayan project, a total of 829607 families have been rehabilitated so far since 1997. The number of rehabilitated people is 41,48,035 (estimated as five persons in a family).

Ashrayan Project of the PMO has already rehabilitated 5,55,617 families directly while 2,73,990 families were rehabilitated under different programmes of concerned government offices, including Land Ministry, Disaster Management and Relief Ministry and Liberation War Affairs Ministry.

the daily observer
We stand for people's rights
TUESDAY

PM to declare 12 more dists homeless-free tomorrow

Another 12 districts and 123 upazilas are set to be declared having no homeless and landless people as 22,101 families are getting abodes under Ashrayan-2 Project on Wednesday.

Prime Minister Sheikh Hasina will make the announcement and open the distribution of the semi-pucca houses to the homeless and landless families through a videoconference from her official residence Ganabhaban.

"With the 12 districts and 123 upazilas, a total of 21 districts and 334 upazilas throughout the country are becoming as homeless and landless family-free ones on that day," said PM's Principal Secretary M Tofazzel Hossain Miah at a press conference in the Prime Minister's Office on Monday.

He said the premier will hand over the keys of 22,101 houses along with the ownership documents of a two-decimal of lands to the families. Some 115,000 people will be rehabilitated in the houses on that day, he said.

The principal secretary said the PM has so far given houses to a total of 8,29,607 families under Ashrayan projects and other programmes. Some 4,148,035 people have been rehabilitated in the houses, he added. Of them, 2,778,085 people (of 555,617 families) have rehabilitated only under the Ashrayan project, run by the Prime Minister's Office (since 1997 to July 2023), he said.

Noting that some 4,148,035 people were given houses, he said, "It's a rare instance in the world as there is no other such programme that the landless people are being given free houses and lands."

Tofazzel said not only houses and lands are given, but also free electricity connections are given, the water supply is arranged, and other facilities are ensured for them. "So, there is no such a massive (rehabilitation) programme in any other country of the world. In this case, Bangladesh is unique," he said. —UNB

FE

The Financial Express

DHAKA, TUESDAY, AUGUST 8, 2023

www.thefinancialexpress.com.bd

PM to declare 12 more dists homeless-free tomorrow

Prime Minister Sheikh Hasina will hand over 22,101 more houses under Ashrayan - 2 project to landless and homeless families tomorrow (Wednesday) as 12 more districts are set to be declared homeless and landless-free, reports BSS.

A total of 123 more upazilas in 41 districts will be declared homeless and landless- free under Asrayan-2 project totalling the number of upazilas 334 while the total number of completely homeless and landless free districts will stand at 21 with the 12 more districts.

Prime Minister Sheikh Hasina will make the announcement and open distribution of the houses to the homeless and landless families through a video-conference from her Ganabhaban residence.

Prime Minister's Principal Secretary Mohammad Tofazzel Hossain Miah disclosed the information at a press conference

Continued to page 7 Col. 3

PM to declare 12

Continued from page 8 col. 4

at Karabi Hall of Prime Minister's Office (PMO) here this afternoon.

He said Ashrayan Project is a unique one in the world as no other country in the world has distributed houses among landless and home-less families in such a huge numbers and totally free of cost.

PMO Secretary Mohammad Salahuddin and Project Director of Ashrayan-2 Project Abu Saleh Mohammad Ferdous Khan were present on the occasion.

This is the second-stage under fourth phase of the Ashrayan-2 project while 39,365 houses were distributed in the first-round under the second phase on March 22, 2023.

THE ASIAN AGE
your access to information
TUESDAY 8 AUGUST 2023, DHAKA

NEWS IN BRIEF

202 more homeless to get new houses in Naogaon

▸ **Lokman Ali in Naogaon**

A total of 202 more homeless and landless families in Naogaon district will get new houses under the second stage of the fourth phase of Ashrayan project.

Deputy Commissioner (DC) Golam Mawla confirmed the matter while addressing the journalists at the conference room of his office on Monday.

The DC said, "Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the distribution of new houses from Ganabhaban on tomorrow (August 9)."

He said, "A total of 3,585 new houses have been distributed among homeless families in the district so far. A total of 1,056 houses have been distributed in the first phase, 502 houses in the second phase, 737 houses in the third phase and 1,290 houses in the first stage of the fourth phase."

The construction work of a total of 202 new houses (130 houses in Naogaon Sadar, 45 houses in Atrai and 27 houses in Badalgachhi) has been completed under the second stage of the fourth phase. After distributing these houses, seven upazilas namely Naogaon Sadar, Atrai, Badalgachhi, Niamotpur, Manda, Porsha and Sapahar will be declared as upazilas free from landless and homeless.

Additional Deputy Commissioner (ADC) Milton Chandra Roy and Sadar Upazila Nirbahi Officer Robiul Islam along with local journalists were present on the occasion.

Bangladesh Post

Another 12 districts and 123 upazilas are set to be declared having no homeless and landless people as 22,101 families are getting abodes under Ashrayan-2 project on Wednesday.
Photo: Focus Bangla

12 more districts set to be homeless-free tomorrow

PM will hand over 22,101 houses under Ashrayan -2 project

BSS, Dhaka

Prime Minister Sheikh Hasina will hand over 22,101 more houses under Ashrayan -2 project to landless and homeless families tomorrow as 12 more districts are set to be declared homeless and landless- free.

A total of 123 more upazilas in 41 districts will be declared homeless and landless- free under Asrayan-2 project totalling the number of upazilas 334 while the total number of completely homeless and landless free districts will stand at 21 with the 12 more districts.

SEE PAGE 2 COL 1

12 more districts set to be homeless-free

FROM PAGE 1 COL 1

Prime Minister Sheikh Hasina will make the announcement and open distribution of the houses to the homeless and landless families through a video-conference from her Ganabhaban residence.

Prime Minister's Principal Secretary Mohammad Tofazzel Hossain Miah disclosed the information at a press conference at Kambi Hall of Prime Minister's Office (PMO) on Monday afternoon.

He said Ashrayan Project is a unique one in the world as no other country in the world has distributed houses among landless and homeless families in such a huge numbers and totally free of cost.

PMO Secretary Mohammad Salahuddin and Project Director of Ashrayan-2 Project Abu Saleh Mohammad Ferdous Khan were present on the occasion.

This is the second-stage under fourth phase of the Ashrayan-2 project while 39,365 houses were distributed in the first-round under the second phase on March 22, 2023.

A total of 63,999 houses were distributed under first phase on January 23, 2021, 53,330 under second phase on June 20, 2021 and 59,133 two-stages under third phase during the Mujib-Barshao.

With the distribution of 22,101 more houses, the total number will stand at 2,38,851 under the Ashrayan-2 Project.

The Principal Secretary said Prime Minister Sheikh Hasina will hand over houses along with lands virtually joining the ceremonies in three upazilas from her official Ganabhaban residence.

The premier will directly exchange views with the beneficiaries of Barasat Sonar Bangla Palli Ashrayan project under Terokhada upazila in Khulna district, Chakla Ashrayan-2 project under Bera upazila in Pabna and Amanullahpur Ashrayan project under Begumganj in Noakhali.

Under the project, the landless and homeless people will get good quality tin-shed semi-pucca houses on two decimals of land.

Tofazzel Hossain Miah said the Prime Minister will also declare Manikganj, Rajbari, Mymensingh, Sherpur, Dinajpur, Thakurgaon Naogaon, Natore, Pabna, Kushtia, Pirojpur and Jhalakathi as homeless-landless free districts while earlier she declared nine other districts as landless and homeless free including Panchagarh and Magura.

The principal secretary said if anyone of these areas becomes homeless and landless due to river erosion, natural disaster or any other reason, they will be given houses along with land.

He said ownership of land is given to both husband and wife and land registration and mutation are also given after the names of both husband and wife.

Tofazzel Hossain Miah said the government is not only building houses of the project on khas land rather lands are being bought from Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Trust to build houses.

Donations from individuals are also received to this end, he mentioned.

Replying to a question, when the government will start building houses for those who haven't houses or better houses but lands, he said now the government is providing houses only to landless and homeless people under the project and after the end of this process, it will begin constructing houses for those who don't have houses or whose houses are in dilapidated state.

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman introduced the rehabilitation programme for homeless people in 1972.

Following the footprints of Bangabandhu, her daughter Prime Minister Sheikh Hasina took the initiative to provide ownership of houses and lands to homeless and landless people through the Ashrayan Project in 1997.

Under the Ashrayan project, a total of 829607 families have been rehabilitated so far since 1997. The number of rehabilitated people is 41,48,035 (estimated as five persons in a family).

Ashrayan Project of the PMO has already rehabilitated 5,55,617 families directly while 2,73,990 families were rehabilitated under different programmes of concerned government offices, including Land Ministry, Disaster Management and Relief Ministry and Liberation War Affairs Ministry .

Jagonews24.com

‘স্বপ্নেও ভাবি নাই হরিজন হয়া বিল্ডিং ঘরত থাকমো’

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NB News Bangla24.com

প্রধানমন্ত্রী আরও ১২ জেলাকে গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন মঙ্গলবার

- নিউজবাংলা ডেস্ক

- ৭ আগস্ট, ২০২৩ ২৩:৫১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণা করা হবে, যার ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৩৩৪টি এবং এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২১টিতে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্যদিয়ে আরও ১২টি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন মঙ্গলবার। সূত্র: বাসস

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণা করা হবে, যার ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৩৩৪টি এবং এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২১টিতে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোর মাঝে বাড়ি বিতরণের ঘোষণা দেবেন।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বে একটি অনন্য প্রকল্প, কারণ পৃথিবীর আর কোনো দেশে এতো বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাড়ি বিতরণ করা হয়নি।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন ও আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পরিচালক আবু সালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

আশ্রয়ণ- মর্যাদাহীন মানুষের শান্তিনিকেতন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দরিদ্র নারীদের চাইতে কে আর বেশি এই সত্যটি বুঝতে পারেন। কিন্তু ওই যে বললাম সময় পাল্টায়। আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকালে মহীয়সী বেগম রোকেয়াও হয়তো বিস্মিত হতেন। বিস্মিত হতেন এ কারণে যে, বাংলার ঠিকানাবিহীন মানুষগুলো আজ ঠিকানা পাচ্ছেন। সুযোগ বঞ্চিত নারীরা আজ নিজে জমির মালিক হচ্ছেন, গৃহের মালিক হচ্ছেন।

কিভাবে এটা সম্ভব হলো?

জবাব- প্রজ্ঞাবান, দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক রাজনীতিকের কারণে। রাজনীতি অনেকেই করেন, কিন্তু সবার মাথায় দেশ ও মানুষের বিষয়টি থাকে না, যতটা থাকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা।

বহু অপশাসনে উৎপীড়িত এই বাংলা সেই রকম প্রজ্ঞাবান, দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক রাজনীতিক পেয়েছে বলেই এ কথা উচ্চকণ্ঠে বলা যায়, এ দেশের লক্ষ কোটি সহায়হারা নিঃস্ব মানুষ আজ তাদের নিজ ঠিকানায় গড়ে তুলতে পেরেছেন তাদের শান্তিনিকেতন।

॥ ৩ ॥

সব শুরুরও শুরু থাকে। সেই শুরুর আগের কথাটি বলি। শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে এই বঙ্গে তিনি এসেছিলেন, যার মননে, মেধায়, কাজে পুরোটাই ছিল বাংলা নামের দেশ আর বাংলার মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন। তিনি এই জাতির পিতা, এই স্বাধীন দেশের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রক্তস্নাত যুদ্ধে জয় পাওয়া স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার আজীবন স্বপ্নের বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথাটিই দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ৩ জুন বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন'। তিনি স্বপ্ন দেখার কথা বললেন বটে, কিন্তু আসলে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে দিয়েছেন আরও আগে থেকেই। ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সে সময়কার নোয়াখালী, বর্তমান লক্ষীপুর জেলার রামগতির চরপোড়াগাছা গ্রামে যান। এ সময় তিনি সেখানকার ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। সেই থেকে শুরু।

॥ ৪ ॥

১৯৭৫ সালে কালো হায়েনার ছোবলে অন্ধকারে ঢেকে যায় গোটা দেশ। কিন্তু সব অন্ধকার এক সময় দূর হয়। অবারিত সূর্যের আলো রুদ্ধ করে রাখে সাধ্য কার? অবশেষে সেই সূর্য নতুন আলো মেলে। অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়, আলোই চিরস্থায়ী, এই বাংলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জাতির পিতার শুরু করা কাজ আবার শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে ১৯৯৭ নতুন শুরুর নতুন অভিযাত্রী দলের নেতা জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা। তারই চিন্তা ও দর্শনের হাত ধরে শুরু হয় আশ্রয়ণ। এই পর্যায়ে ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল-অসহায় মানুষের পুনর্বাসন শুধু নয়, শুরু হয় তাদের সবাইকে স্থায়ীভাবে ঠিকানা গড়ে দেওয়ার নতুন উদ্যোগ। বেগম রোকেয়ার 'গৃহ'-এর হতাশা কাটিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে শেখ হাসিনার 'আশ্রয়ণ'। বেগম রোকেয়ার হতাশা কাটে যখন এই আশ্রয়ণে জমির মালিকানা পায় গৃহের নারীও। রামগতির চরপোড়াগাছার সেই স্বপ্ন যাত্রা আজ ছুঁয়েছে বাংলাদেশের সকল প্রান্তর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদরেখায় তারই কন্যা শেখ হাসিনা হাঁটছেন দৃপ্ত পদভারে।

আশ্রয়ণ আজ বাংলাদেশ তো বটেই, বিশ্বেরও এক অনন্য প্রকল্প। পৃথিবীর নানা দেশে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে সহায়তার নানা উদ্যোগ আছে, কিন্তু একেবারে ঠিকানাবিহীন মানুষকে, তাদের নামে সরকারি জমির মালিকানা দিয়ে সেখানে সরকারি খরচে বিদ্যুৎ ও স্যানিটেশন সুবিধাসহ ঘর বানিয়ে স্থায়ী শান্তিনিকেতন গড়ে তুলে দেওয়ার নজির পৃথিবীতে নেই। এই প্রকল্পে বিদ্যুৎ সুবিধাসহ গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ২ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত দিয়ে দুই কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহের মালিকানা প্রদান করা হয়। লক্ষ্য করার বিষয়, প্রকল্পটি একজন মানুষ ও তার পরিবারকে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ সৃষ্টির জন্যই শুধু নয়, স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীকেও জমির মালিকানা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নেরও অনন্য এক দৃষ্টান্ত। গবেষকরা খুঁজে দেখতে পারেন, এমন একটি অনন্য উদাহরণ আরেকটি মিলবে না।

॥ ৫ ॥

এই কর্মযজ্ঞটি কত বিশাল ও ব্যাপক কিছু পরিসংখ্যানেই তা বোঝা যাবে। সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছেন ১৯৯৭ সন থেকে শুরু হওয়া শুধু আশ্রয়ণ প্রকল্পেই ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭টি পরিবারকে ঠিকানা গড়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে ২৭ লাখ ৭৮ হাজার ৮৫ জনের। আশ্রয়ণের পাশাপাশি প্রায় একই ধরনের প্রকল্প হচ্ছে বীর নিবাস, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, গুচ্ছগ্রাম, দুর্যোগ সহনীয় ঘর, দুস্থজন অবহিতদের ঘর। এই সব প্রকল্প মিলিয়ে এখন জমির মালিকানাসহ ঘরের মালিক হয়েছেন ৪১ লাখ ৯৮ হাজার মানুষ। শুধু বসতবাড়ির জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২৮ হাজারেরও বেশি একর জমি। দৃশ্যমান ফল হচ্ছে- দেশের ২১টি জেলার সকল উপজেলাসহ ৩৩৪টি উপজেলা আজ ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত।

পরিসংখ্যান আর না বাড়িয়ে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ৩৩৪টি উপজেলায় আশ্রয়ণের পাশাপাশি সমধর্মী প্রকল্পের দিকে একটু যদি চোখ বুলাই, লালসবুজে রঙিন ঘরগুলো দৃষ্টিনন্দন এক নতুনের দিকে নিয়ে যাবে আমাদের। এর মধ্যেই আমরা দেখব অন্য রকম সৃজনশীলতা এবং ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী টেকসই প্রকৌশল চিন্তার নান্দনিক ছাপ। আশ্রয়ণ প্রকল্পের এই গৃহ নির্মাণশৈলীর মধ্যে আমরা দেখি, সাধারণভাবে প্রতিটি পরিবারের জন্য টয়লেট, রান্নাঘর ও একটি বারান্দাসহ দুই কক্ষের সেমিপাকা একক ঘর, নদীভাঙন এলাকার জন্য বিশেষ ডিজাইনের সিআইশিট ঘর, পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ডিজাইনের ঘর, অন্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ডিজাইনের টং ঘর, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য বহুতল ভবন, উপকূলীয় মানুষের জন্য পাকা ব্যারাক, সমতল এলাকার জন্য সেমিপাকা ব্যারাক, চরাঞ্চলের জন্য সিআইশিট ব্যারাক, ভিক্ষুকদের জন্য সিআইশিটের একক ঘর। গৃহ নির্মাণের এই নানা বৈচিত্র্যই প্রমাণ করে, এই উদ্যোগ কোনো দায়সারা উদ্যোগ মাত্র নয়, উপকারভোগী জনগোষ্ঠী প্রকৃতই যাতে তাদের অঞ্চলভেদে সর্বোচ্চ ব্যবহারিক সুবিধা পায়, সেটিই বাস্তবায়ন করা হয়েছে অত্যন্ত নিবিড় চিন্তাভাবনা করে।

এক টুকরো জমিতে একটি বাড়ি বা একটি পরিবারের শুধু আবাসন সুবিধা নয়, আশ্রয়ণ দেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আশ্রয়ণ ও সমধর্মী উদ্যোগগুলো পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করেছে যেমন, তেমনি জমির মালিকানায় অসহায় নারীদের সুযোগ করে দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছে সামাজিক মর্যাদার অন্য উচ্চতায়, তাদের সহায়তা করেছে মূলধারায় ফিরে আসতে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মোচন, স্থায়ী আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, সামাজিক সমতা নিশ্চিত করা, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে এনেছে ব্যাপক ও দৃশ্যমান পরিবর্তন।

॥ ৬ ॥

দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব এবং মৌলিক এই দর্শন শুধু তাত্ত্বিকভাবে বা কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এই দর্শনের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিকও শক্তিশালীভাবেই দৃশ্যমান। 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল'-এর একটি দৃশ্যমান রূপ আশ্রয়ণ ও সমধর্মী প্রকল্পগুলো। এই মডেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- একেবারে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি, তাদের সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, জমিসহ ঘরের মালিকানায় নারীর ক্ষমতায়ন, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি, দক্ষতা ও উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

এই মডেলের পরিবর্তনের সূচক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে- আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে আগের জীবনের চাইতে এই প্রকল্পে আসার পর নিরাপত্তাবোধ বেড়েছে ১৮ দশমিক ৮৭ ভাগ, তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে ১৮ দশমিক ৫ ভাগ, জীবনযাপনের মান বেড়েছে ১৫ দশমিক ২ ভাগ, ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে ১২ দশমিক ১৫ ভাগ, ধর্মীয় জীবনে ইতিবাচক উন্নতি হয়েছে ৭৮ দশমিক ৭৭ ভাগ, নতুন আসবাবপত্র কেনার সক্ষমতা বেড়েছে ৭০ দশমিক ২২ ভাগ, ইতিবাচক আচরণে উন্নতি হয়েছে ৬০ দশমিক ৭৮ ভাগ, সামাজিক সম্প্রীতি বেড়েছে ৬০ দশমিক ২১ ভাগ, ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস কেনার সক্ষমতা বেড়েছে ৫৬ দশমিক ৭৮ ভাগ, সঞ্চয়ের হার বেড়েছে ৪৪ ভাগ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড- বেড়েছে ৩৫ দশমিক ৫ ভাগ। ২০২২ সনের জুলাই ২২ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য বলছে, প্রকল্পের আঙিনায় কৃষিজ পণ্য উৎপাদন হয়েছে সাড়ে তিন হাজার টন, মাছ উৎপাদন ৭২০ টন, গবাদি পশু পালন করা হচ্ছে ১ লাখ ৩০ হাজার এবং হাঁস-মুরগি-কবুতরের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ [সূত্র : আইএমইডি পরিবীক্ষণ, ২০২২]। আর কোনো পর্যালোচনা না করেই বলি, এটিই হচ্ছে দৃশ্যমান উন্নয়ন,

এটিই হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। এর সঙ্গে যে কথাটি উল্লেখ করতেই হবে- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আরও কয়েকটি উদ্যোগের মতো আশ্রয়ণ প্রকল্পটি পৃথিবীর সবচাইতে বড় পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেব বিশ্বের নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি কেড়েছে। UN Habitat নামে পরিচিত জাতিসংঘের United Nations Human Settlements Program-এ এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে, ২০২২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত 'আশ্রয়ণ : অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশের শতাধিক নীতিনির্ধারকগণ।

॥ ৭ ॥

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই যে পথযাত্রা তা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের পদরেখা ধরেই। বঙ্গবন্ধুই হচ্ছেন তার আত্মবিশ্বাস ও সাহসের উৎস। আমরা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইনি, ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে পা রেখেই বলেছিলেন : ... কবিগুরু তুমি বলেছিলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি। কবিগুরু, আজ তুমি এসে দেখে যাও বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে...। আজ হতে প্রায় শতবর্ষ আগে বেগম রোকেয়া তার 'সুখ' প্রবন্ধে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন বিশেষত নারীদের নিজগৃহ না থাকার জন্য। আশ্রয়ণসহ সমধর্মী প্রকল্পগুলোর দৃশ্যমান সাফল্য হাতে নিয়ে শেখ হাসিনাও আজ দৃপ্তি বলতে পারেন, হে মহীয়সী বেগম রোকেয়া, আজ আপনি এসে দেখে যান, বাংলার হতদরিদ্র, সম্মানহীন, মর্যাদাহীন নারীরাও আজ জমির মালিক হয়েছে, স্বামী-পরিজন নিয়ে গড়ে তুলেছে একেবারে নিজস্ব 'আরাম-বিরামের শান্তিনিকেতন'। এই প্রকল্প তাদের দিয়েছে সম্মান, মর্যাদা, জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ে বিজয়ী অমিত শক্তি ও আত্মবিশ্বাস।

চাঁদপুরে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেল ১৫৮ পরিবার

চাঁদপুরে নতুন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের ঘর পেল ১৫৮ পরিবার। জমি, আধাপাকা ঘরের সঙ্গে মিলছে পানি ও বিদ্যুতের সুবিধা। নতুন ঠিকানা পেয়ে উচ্ছ্বসিত উপকারভোগীরা। তবে গৃহহীন ও ভূমিহীন আরও পরিবার থাকলে তাদেরও পুনর্বাসন করার কথা জানায় জেলা প্রশাসন।

হাসিনার উপহার পেয়ে জীবন পাল্টে গেছে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তারা।

জেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ মেহেদী উল্লাহ হাসান জানান, গৃহহীনদের জন্য নির্মাণ করা প্রতিটি ঘর নির্মাণে গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়েছে।

আরও কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকলে তাদেরও পুনর্বাসন করা হবে বলে জানিয়ে চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক কামরুল হাসান বলেন, যাদের জমিসহ কিছুই নেই। এমন পরিবারগুলোকে খুঁজে বের করে তাদের জমি এবং নতুন বসতঘর দিয়ে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে নতুন বসতঘর বুঝিয়ে দেয়া হলেও আনুষ্ঠানিকতা হবে ৯ আগস্ট। এ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপে জেলার উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫৮টি পরিবার।

বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাচ্ছে আরও ২২ হাজারের বেশি পরিবার

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় এবার তিন জেলায় ২২ হাজার ১০১টি পরিবারের মাঝে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আগামী বুধবার (৯ আগস্ট) ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষ একযোগে নতুন ঘরে উঠতে পারবেন।

[illegible]

শুভ খান

৪ মিনিটে পড়ুন

সোমবার (৭ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব জানান মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

মুখ্য সচিব বলেন, আগামী বুধবার (৯ আগস্ট) [illegible]

উপজেলার চাকলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্লাহপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ২২ হাজার ১০১টি পরিবার নতুন ঘর পাবেন। ৬ষ্ঠ ধাপের মতো এই গৃহ বিতরণ কর্মসূচির ফলে ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষ নতুন ঘরে উঠবেন।

এ সময় তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, আশ্রয়ণসহ অন্যান্য ঘরের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছেন। শুধু আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছেন ২৮ লাখ মানুষ।

দেশের সব উপজেলায় প্রায় ২৫ হাজার স্থানে এসব ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় ২৪ হাজার একর জমি। উপকারভোগীর সংখ্যা ও পুনর্বাসন পদ্ধতি বিবেচনায় আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি বলেও জানান প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব।

পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ

কালের কণ্ঠ

অবহেলিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে 'আশ্রয়ণ'

ড. মো. আখতারুজ্জামান

স্বীকৃত পথ অনুসরণ করেই ব্যাপক উন্নয়নের ভিত্তি গ্রহণ করেছেন। তবে এ দেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি : ২০০০-২০১৫) ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি : ২০১৬-২০৩০) অর্জনের কৌশল হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবিত আশ্রয়ণের মডেলের সুরক্ষা ও বিকাশ ঘটিয়ে এবং সে আদর্শকে অবশ্য গ্রহণ করেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উন্নয়নের এই মডেলে মানুষের উপার্জনক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, ভূমিহীন মানুষের ভূমিতে অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও আত্মকর্মসংস্থান অর্জন, দক্ষতা উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রান্তিক মানুষের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা প্রভৃতি মৌলিক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন এই মডেল প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের খাদ্য, বস্ত্র, আত্মনির্ভরশীলতা, সামাজিক সচেতনতা, শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের হার, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন, জীবন অবস্থানের নানা মাত্রার সূচকে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে বলেও লক্ষ্য করেছি; তবে এ বিষয়ে সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন গবেষকদের মৌলিক গবেষণার একটি সুযোগ রয়েছে বলে আমার ধারণা।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই মডেল নিয়ে একটি নতুন আলোচনা আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশন উপলক্ষে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ ও UN-Habitat-এর যৌথ উদ্যোগে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে আয়োজিত High Level Side Event-এ একটি বিষয় ছিল 'Ensuring Safe And Affordable Housing for All : Achieving SDG Target 11.10'. এ অনুষ্ঠানে 'আশ্রয়ণ : অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল' নিয়ে ভিডিওচিত্র প্রদর্শনীসহ আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই উদ্যোগ একটি মৌলিক ভাবনা ও সৃজনশীল কর্ম হিসেবে সম্প্রতি বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক কপিরাইট স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২-এ পরিবেশিত এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি খাসের জমিতে ও পাকা বাড়ি সহ ২৫ হাজার [illegible] এবং প্রায় [illegible] লাখেরও বেশি ছিন্নমূল মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছে। তবে কয়টি ঘর নির্মাণ করা হলো বা কতজন মানুষ এর আওতায় এলো তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, একটি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং একটি জাতির সার্বিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (Sustainable Development Goals) পর্যালোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এর ১৭টি অভীষ্টের আওতায় ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার অনেকগুলোর মৌলিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এই নতুন কৌশল 'আশ্রয়ণ' প্রকল্প সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতে একটি উন্নয়নমূলক কর্মধারা অধিকতর উন্নয়নের সুযোগ করে দেবে এবং নতুন প্রজন্মকে সুষম উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সামাজিক ও উন্নয়নমুখী সংস্কৃতি অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করবে।

লেখক : উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কালের কণ্ঠ

আশ্রয়ণ : মর্যাদাহীন মানুষের শান্তিনিকেতন

[illegible]

[illegible]

অভিধান বলছে, 'আশ্রয়ণ' শব্দের অর্থ : কারো আশ্রয় বা সাহায্য গ্রহণ করা বা কাউকে আশ্রয় বা সাহায্য প্রদান করার ক্রিয়া বা ভাব। বাংলাদেশে এই 'আশ্রয়ণ' পূর্ণাঙ্গ হয়েছে ঠিকানাবিহীন মানুষের 'জমিসহ ঘরের মালিকানা' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ? আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লিখেছিলেন, 'গৃহ বলিলে একটা আরাম-বিরামের শান্তিনিকেতন বুঝায়—যেখানে দিনশেষে গৃহী কর্মক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। গৃহ গৃহীকে রৌদ্র বৃষ্টি হিম হইতে রক্ষা করে। পশুপক্ষীদেরও গৃহ আছে। তাহারাও স্ব স্ব গৃহে আপনাকে নিরাপদ মনে করে।'

বেগম রোকেয়া এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি দেখিয়েছিলেন গৃহ আরাম-বিরামের শান্তিনিকেতন হলেও বৈষম্যমূলক সমাজে, বিশেষত নারীদের চিত্রটি আরো করুণ। তাই তিনি লিখেছেন : 'আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত নারী গৃহসুখে বঞ্চিত। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকদের বাটীকে আপন ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগারতুল্য বোধ হয়। পারিবারিক জীবনে যে সুখী নহে, সে নিজেকে পরিবারের একজন গণ্য বলিয়া মনে করিতে সাহসী নহে, তাহার নিকট গৃহ শান্তিনিকেতন বোধ হইতে পারে না।'

প্রসঙ্গত বলে রাখি, বেগম রোকেয়া যে ভারত নারীদের কথা বলেছেন তা অবিভক্ত ভারত, সে সময় বাংলাও তার অংশ।

২.

সময় তো আর স্থির থাকে না, প্রতিনিয়ত বদলায়। এটাই প্রকৃতি। বেগম রোকেয়ার আরাম-বিরামের শান্তিনিকেতনের চিত্রটি ম্লান হয়ে যায়, যখন গৃহসুখ বঞ্চিত নারীদের দিকে তাকিয়ে দেখি। বিশেষত বাংলার দরিদ্র নারীদের চেয়ে কে আর বেশি এই সত্যটি বুঝতে পারেন। কিন্তু এই যে বদলায় সময় পরিস্থিতি। আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকালে মহীয়সী বেগম রোকেয়াও হয়তো বিস্মিত হতেন। বিস্মিত হতেন এ কারণে যে বাংলার ঠিকানাবিহীন মানুষগুলো আজ ঠিকানা পাচ্ছেন, গৃহসুখ বঞ্চিত নারীরা আজ নিজে জমির মালিক হচ্ছেন, ঘরের মালিক হচ্ছেন।

কিভাবে এটি সম্ভব হলো? জবাব : প্রজ্ঞাবান, দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক রাজনীতিক কারণে। রাজনীতি অনেকেই করেন, কিন্তু সবার মাথায় দেশ ও মানুষের বিষয়টি থাকে না, বরং থাকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা।

বহু অপশাসনে উৎপীড়িত এই বাংলা সেই রকম প্রজ্ঞাবান, দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক রাজনীতিক পেয়েছে বলেই এ কথা ঠিক বলেই বলা যায়, এ দেশের লাখ-কোটি সব হারা নিঃস্ব মানুষ আজ তাদের নিজ ঠিকানায় গড়ে তুলতে পেরেছে স্বপ্নের শান্তিনিকেতন।

৩.

সব যুগেরও শুরু থাকে। সেই শুরুর আগের শুরুর গল্পটি বলি। শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে এই বাংলা তিনি এনেছিলেন, যাঁর স্বপ্নে, চেতনায়, কাজে সর্বদাই ছিল বাংলা নামের দেশ আর বাংলার মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা। তিনি এই জাতির পিতা, এই স্বাধীন দেশের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুদ্ধ শেষে মুক্ত হয়ে পাওয়া স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বাধীন স্বপ্নের বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথাটিই স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেছিলেন : 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।'

তিনি স্বপ্ন দেখার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু আসলে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন আরো আগে থেকেই। ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সে সময়কার নোয়াখালী, বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতির চরপোড়াগাছা গ্রামে যান। এ সময় তিনি সেখানকার ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। সেই থেকে শুরু।

৪.

১৯৭৫ সালে কালো হায়েনার থাবায় অন্ধকারে ঢেকে যায় গোটা দেশ। কিন্তু সব অন্ধকার একসময় দূর হয়। অমানিশা শেষে সূর্যের আলো ফুটে ওঠে ক্রমে। অবশেষে সেই সূর্য নতুন আলো ফেলে। অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়, আলোই চিরস্থায়ী, এই বাংলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জাতির পিতার শুরু করা কাজ আবার শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে ১৯৯৭ সালে নতুন করে নতুন অভিযাত্রী দলের নেতা জাতির পিতারই কন্যা শেখ হাসিনা। তাঁরই চিন্তা ও দর্শনের হাত ধরে শুরু হয় আশ্রয়ণ। এই পর্যায়ে ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল-অসহায় মানুষের পুনর্বাসন শুধু নয়, শুরু হয় তাদের সবাইকে স্থায়ীভাবে ঠিকানা গড়ে দেওয়ার নতুন উদ্যোগ। বেগম রোকেয়ার 'গৃহ'-এর হতাশা কাটিয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে শেখ হাসিনার 'আশ্রয়ণ'। বেগম রোকেয়ার হতাশা কাটে যখন এই আশ্রয়ণে জমির মালিকানা পায় গৃহের নারীও।

রামগতির চরপোড়াগাছায় সেই স্বপ্ন যাত্রা আজ ছুঁয়েছে বাংলাদেশের সব প্রান্ত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পথরেখায় তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনা ছুঁয়েছেন পূর্ণ সফলতায়।

আশ্রয়ণ আজ বাংলাদেশ তো বটেই, বিশ্বেরই এক অনন্য প্রকল্প। পৃথিবীর নানা দেশে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সরকারের সহায়তার নানা উদ্যোগ আছে, কিন্তু একেবারে ঠিকানাবিহীন মানুষকে, তাদের নামে সরকারি জমির মালিকানা দিয়ে সেখানে সরকারি খরচে বিদ্যুৎ, স্যানিটেশন সুবিধাসহ ঘর বানিয়ে স্থায়ী শান্তিনিকেতন গড়ে তাকে তুলে দেওয়ার নজির পৃথিবীতে নেই। এই প্রকল্পে বিদ্যুৎ সুবিধাসহ

গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ২ শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্ত দিয়ে দুই কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহের মালিকানা প্রদান করা হয়। লক্ষ করার বিষয়, প্রকল্পটি একজন মানুষ ও তাঁর পরিবারকে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ সৃষ্টির জন্যই নয় শুধু, স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীকেও জমির মালিকানা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নেরও অনন্য এক দৃষ্টান্ত। গবেষকেরা খুঁজে দেখতে পারেন, এমন একটি অনন্য উদাহরণ আরেকটি মিলবে না।

৫.

এই কর্মযজ্ঞটি কত বিশাল ও ব্যাপক কিছু পরিসংখ্যানেই তা বুঝতে পারা যাবে। সূত্রমতে নিশ্চিত করেছে, ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু হওয়া শুধু আশ্রয়ণ প্রকল্পেই পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭টি পরিবারকে ঠিকানা গড়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে মোট লোকের ঠাঁই হয়েছে ২৭ লাখ ৭৮ হাজার ৮৫ জনের। আশ্রয়ণের পাশাপাশি প্রায় একই ধরনের প্রকল্প হচ্ছে বীর নিবাস, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, গুচ্ছগ্রাম, দুর্যোগ সহনীয় ঘর ও গৃহায়ণ তহবিলের ঘর। এসব প্রকল্প মিলিয়ে এযাবৎ জমির মালিকানাসহ ঘরের মালিক হয়েছে ৪১ লাখ ৪৮ হাজার মানুষ। শুধু আশ্রয়ণের জন্য খাস দেওয়া হয়েছে ২৮ হাজারেরও বেশি একর জমি। দৃশ্যমান ফলাফল হচ্ছে, দেশের ২১টি জেলার সব উপজেলাসহ ৩৩৪টি উপজেলা আজ ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত।

পরিসংখ্যান আর না বাড়িয়ে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ৩৩৪টি উপজেলায় আশ্রয়ণের পাশাপাশি সমধর্মী প্রকল্পের দিকে একটু যদি চোখ বোলাই, গ্রাম-সবুজে ঘেরা ঝলমলে প্রতিচ্ছবি এক নতুনের দিকে নিয়ে যাবে আমাদের। এর মধ্যেই আমরা দেখব অনন্য রকম সৃজনশীলতা এবং ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী টেকসই প্রকৌশল ডিজাইন নান্দনিক ছাপ। আশ্রয়ণ প্রকল্পের এই গৃহনির্মাণ শৈলীর মধ্যে আমরা দেখি, সাধারণভাবে প্রতিটি পরিবারের জন্য টিনশেড, গুচ্ছাকারে একটি বারান্দাসহ দুই কক্ষের সেমিপাকা একক ঘর। নদীভাঙন এলাকার জন্য বিশেষ ডিজাইনের স্থানান্তরযোগ্য ঘর। পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ডিজাইনের ঘর। অন্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ডিজাইনের টংঘর, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য বহুতল ভবন, উপকূলীয় মানুষের জন্য পাকা ব্যারাক, সমতল এলাকার জন্য সেমিপাকা ব্যারাক, জেলেদের জন্য সিঙ্গেলপিলার ব্যারাক, হিজড়াদের জন্য সিঙ্গেলপিলারের একক ঘর। গৃহনির্মাণের এই নানা বৈচিত্র্য প্রমাণ করে—এই উদ্যোগ কেবল দায়সারা উদ্যোগ মাত্র নয়। উপকারভোগী জনগোষ্ঠী প্রকৃতই যাতে তাদের প্রত্যাশিত সর্বোচ্চ ব্যবহারিক সুবিধা পায় সেটির বাস্তবায়ন করা হয়েছে অত্যন্ত নিবিড় চিন্তা-ভাবনা করে।

এক টুকরো জমিতে একটি বাড়ি বা একটি পরিবারের পুনর্বাসন দৃশ্যত নয় শুধু, আশ্রয়ণ দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা নিরাপত্তাবোধ বেড়েছে শতকরা ১৮.৮৭ ভাগ, তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে ১৮.৫ ভাগ, জীবনযাপনের মান বেড়েছে ১৫.২ ভাগ, ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে ১২.১৫ ভাগ, বসতি জীবনে ইতিবাচক উন্নতি হয়েছে ৭৮.৭৭ ভাগ, নতুন জ্ঞানার্জনে কেনার সক্ষমতা বেড়েছে ৭০.৫২ ভাগ, ইতিবাচক আচরণে উন্নতি হয়েছে ২০.৭৮ ভাগ, সামাজিক সম্প্রীতি বেড়েছে ৮০.২১ ভাগ, ইলেকট্রনিক ডিভাইস কেনার সক্ষমতা বেড়েছে ৫৬.৭৮ ভাগ, সঞ্চয়ের হার বেড়েছে ৪৪ ভাগ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বেড়েছে ৩৩.৫ ভাগ। ২০২২ সালের ২২ জুলাই পর্যন্ত পাওয়া তথ্য বলছে, প্রকল্পের আঙিনায় কৃষিজ পণ্য উৎপাদন হয়েছে সাড়ে তিন হাজার টন, মাছ উৎপাদন ৭২০ টন, গবাদি পশু পালন করা হচ্ছে এক লাখ ৩০ হাজার এবং হাঁস-মুরগি-কবুতরের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ (সূত্র : আইএমইডি পরিবীক্ষণ, ২০২২)। আর কোনো পর্যালোচনা না করেই বলি, এটিই হচ্ছে দৃশ্যমান উন্নয়ন, এটিই হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন।

এর সঙ্গে যে কথাটি উল্লেখ করতেই হবে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আরো কয়েকটি উদ্যোগের মতো আশ্রয়ণ প্রকল্পটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে বিশ্বের নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি কেড়েছে। UN Habitat বলে পরিচিত সংস্থাটি United Nations Human Settlements Program-এ এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে, ২০২২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত 'আশ্রয়ণ : অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নীতিনির্ধারকেরা।

৭.

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই যে পথযাত্রা, তা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের পদরেখা ধরেই; বঙ্গবন্ধুই ছিলেন তাঁর আত্মবিশ্বাস ও সাহসের উৎস। আমরা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইনি, ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে পা রেখেই বলেছিলেন : '...কবিগুরু তুমি বলেছিলে সাত কোটি বাঙালির হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি। কবিগুরু, আজ তুমি এসে দেখে যাও বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে ...।'

আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে বেগম রোকেয়া তাঁর 'গৃহ' প্রবন্ধে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন বিশেষত নারীদের নিরাপদ না থাকার জন্য। আশ্রয়ণসহ সমধর্মী প্রকল্পগুলোর দৃশ্যমান সাফল্য হাতে নিয়ে শেখ হাসিনাও আজ দৃঢ় বলতে পারেন, হে মহীয়সী বেগম রোকেয়া, আজ আপনি এসে দেখে যান, বাংলার হতদরিদ্র, সম্বলহীন, মর্যাদাহীন নারীরাও আজ জমির মালিক হয়েছে, স্বামী পরিজন নিয়ে গড়ে তুলেছে একেকটি নিজস্ব 'আরাম-বিশ্রামের শান্তিনিকেতন'। এই প্রকল্প তাদের দিয়েছে সম্মান, মর্যাদা, জীবনযুদ্ধের লড়াইয়ে আরো অধিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস।

লেখক : সাংবাদিক; সাবেক সভাপতি, বিএফইউজে

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ
নগর সংস্করণ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha
[illegible] www.dailyjanakantha.com, www.edailyjanakantha.com

বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত আশ্রয়ণ প্রকল্প

বিশ্বে অনন্য দৃষ্টা

ড. মো. আবু তাহের

অ[illegible] হাসিনা মডেল' হিসেবে আশ্রয়ণ প্রকল্প বিশ্বজুড়ে আলোচিত ও প্রশংসিত। [illegible]

[illegible]

[illegible]

(ক) আশ্রয়ণ প্রকল্প :		পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	পুনর্বাসিত জনসংখ্যা
(১) [illegible] (১৯৯৭-২০২১)		[illegible]	[illegible]
(২)	[illegible] (২০২২-২০২৩)	[illegible]	[illegible]
	মোট-	[illegible]	[illegible]
(খ)	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	মোট-	[illegible]	[illegible]
	সর্বমোট-	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

করে পরিবেশের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা; (৭) শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা;

আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী জমিসহ ঘরের মালিকানা পেয়ে নিজেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে জীবনযাত্রার মান উন্নতর করতে সক্ষম হচ্ছে। উপরন্তু উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাড়ি ও জমির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের যৌথ নামে কবুলিয়ত সম্পাদন করা হয়। এতে করে সমাজে নারী-পুরুষের সমঅধিকার স্বীকৃতসহ উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের উৎপাদনমুখী নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিটি ঘরে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ, সুপেয় পানির সুব্যবস্থাসহ আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

জাতিসংঘ টেকসই-উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ১৭টির মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন, ইউএনডিপি প্রকাশিত 'মাল্টিডাইমেনশনাল পোভার্টি ইনডেক্স (এমপিআই) অনুযায়ী, পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন করছে এমন তিনটি দেশ হচ্ছে– বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও ভারত।' বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রায় পৌনে দুই কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে আনতে সক্ষম হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন-গৃহহী ন পরিবারকে জমিসহ ঘর প্রদানের ফলে এসডিজির যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে, সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৪; ১.৫; ২.৩; ৩; ৫-ক; ৬.২; ১০.২ এবং ১১.৪.

আশ্রয়ণ প্রকল্পটি শেখ হাসিনার একান্ত নিজস্ব চিন্তাভাবনার 'সৃজনশীল মেধাক্রম' হিসেবে ১০ এপ্রিল ২০২৩ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেলটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ সাড়া ফেলেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশন উপলক্ষে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ও UN-Habitat-এর যৌথ উদ্যোগে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ 'High lavel side event' অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্প নিয়ে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এসডিজি ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের পথে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনার মডেলটি' বিশ্বে এক অনন্য মানবিক সংযোজন হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন– 'কোনো দেশের মানসিক অসঙ্গতি দূর না হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে বাধাগ্রস্ত হতে পারে।' দারিদ্র্য বিমোচন, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন, সমাজের বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাসকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণসহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মডেলটি বিশ্ববাসীর কাছে প্রবল আশার বাতিঘর হিসেবে কাজ করছে।

বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়চেতা সাহসী ও মোহনীয় নেতৃত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। তাঁর কন্যার হাত ধরেই যেমন বর্তমানে উন্নত-সমৃ দ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাস রচিত হচ্ছে, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে স্মার্ট বাংলাদেশও বিনির্মিত হবে। সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন বঙ্গবন্ধুর ন্যায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে বিশ্ববাসী স্মরণ করবে শ্রদ্ধার সঙ্গে।

লেখক : অধ্যাপক, সদস্য, বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

[illegible]

দৈনিক বাংলা

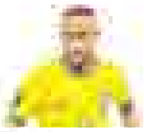

আশ্রয়ণ প্রকল্প যেন লাল সবুজের বাংলাদেশ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

THE ASIAN AGE
your access to information
THURSDAY 18 AUGUST 2021, DHAKA

Bangladesh's 'Ashrayan Project' Is a Paradigm for Developing Countries

Dr. Atle Pearson

Bangladesh's Ashrayan Project (Shelter Project for the homeless') is empowering the marginalized people through inclusive development, as this housing project plays a vital role in alleviating poverty to help the country attain at least eight targets of the Sustainable Development Goals (SDGs).

The Ashrayan Project is now being used aptly as Sheikh Hasina Model for Inclusive Development, which has ushered in a new era of growth towards building a Bangladesh free from poverty and hunger.

Through the project, Prime Minister Sheikh Hasina introduced a new dimension of growth and socio-economic development for the homeless populace based on the philosophy - 'No one will be left behind.'

However, 22 thousand 101 more families are going to get new houses as a gift of Prime Minister Sheikh Hasina for landless and homeless people. These houses are being provided in the second phase of the fourth phase of the Prime Minister's Office Asharyan-II project.

Prime Minister Sheikh Hasina will hand over these semi-furnished houses along with two hundred acres of land to the families for free on Wednesday. At the same time, the Prime Minister will declare 123 upazilas of the country as completely landless and homeless free. Out of this, all the upazilas of 12 districts are having this achievement.

In May 2020, Asharyan-2 project under the Prime Minister's Office was taken up to implement the declaration of Prime Minister Sheikh Hasina, 'Not a single person of Bangladesh will be homeless or landless in the Mujib year.' In January 2021, the Prime Minister handed over 63 thousand 999 single houses of the first phase of this project. At the same time, 3 thousand 715 families were rehabilitated in 743 barracks. In June of the same year, the Prime Minister handed over 53 thousand 330 houses of the second phase. The number of houses constructed in the third phase was 65 thousand 674. 39 thousand 365 houses of the fourth phase were handed over in March this year. The remaining houses of this phase will be handed over.

Under this project, 238851 families have been given houses with land in four stages. A total of 1194035 displaced people has been resettled as an average of five members in each family. It is the largest government rehabilitation program in the world in terms of number of beneficiaries and rehabilitation methods.

Asharyan today is a unique project not only in Bangladesh but also in the world. In different countries of the world, there are various initiatives to help the backward people in different ways, but there is no precedent in the world to build a permanent these types of houses by giving ownership of government land in their name to the people who have no address, and build houses with electricity and sanitation facilities at government expense. In this project, homeless and landless families are provided ownership of two-room semi-paved single-family houses with electricity facility in the joint name of husband and wife with 2 percent Khas (government owned land) land settlement. Notably, the project is not only an opportunity for a man and his family to live with dignity, but also a unique example of women's empowerment by ensuring ownership of land to husbands as well as wives. Researchers can find such a unique example that no other will match.

How big and comprehensive this campaign is can be understood in some statistics. Studies have confirmed that 5,55617 families have been given shelter in the shelter project started in 1997, where 2778085 people have been displaced. Apart from shelters, almost similar projects are Veer Nibas, Minority Resettlement, Cluster Villages, Disaster Resilient Houses, Housing Fund Houses. Together with all these projects, 414800 people have become house owners along with land ownership. More than 28,000 acres of land has been allotted for homestead alone. The visible result is that 334 upazilas including all upazilas of 21 districts of the country are landless and homeless today.

Realizing the sufferings of the homeless marginal and ultra-poor people, Prime Minister Sheikh Hasina, after coming to power in The Ashrayan project- home for the homeless- is seen as a "Sheikh Hasina Model" for inclusive development. So far, around 1 million families received such homes across the country, giving shelter to more than 3.5 million people. 1996, envisioned the Ashrayan project for rehabilita-

tion of the address.

Without increasing the statistics, the country's 329 families and homeless free upazila shelters, if we look at similar projects, the red-green colored houses will lead us to a new one. In the meantime, we will see a different kind of trend and aesthetic impression of sustainable engineering thinking according to the landscape. In this house construction style of Ashrayan project, we see, in general, two-room semi-furnished single house with toilet, kitchen and a balcony for each family, specially designed houses for riverside areas, specially designed houses for small ethnic groups in hilly areas, special designed houses for small ethnic groups in other areas. Design long houses, multi-storied buildings for climate refugees, paved barracks for coastal people, semi-paved barracks for plain areas, barracks for char-residents (Islands areas), single houses for beggars. This variety of house construction proves that this initiative is not just a cheap initiative, it has been implemented with a very careful thought so that the beneficiary community actually gets the maximum practical benefit in their respective areas.

A house or a family on a piece of land is not only a housing facility, but shelter has also achieved in massive changes in the socio-economic of the country. Shelters and similar initiatives have empowered the backward communities as well as established them at unique heights of social status by empowering destitute women in land ownership, helping them to return to the mainstream. By eradicating hunger and poverty, providing permanent housing, education, health, sanitation, ensuring social equity, rehabilitating climate refugees, this initiative has brought massive and visible change to the rural economy.

Prime Minister Sheikh Hasina's own and original philosophy in moving the country forward is not limited to theory or words. The practical aspect of this philosophy is also strongly visible. Shelters and similar projects are a visible form of the 'Sheikh Hasina Model of Inclusive Development'. The features of this model are: Increasing the earning power of the poorest people, establishing their respectable livelihood and social status, empowering women in land and house ownership, building self-confidence and self-esteem among them, skills and development, environmental protection, extending village-to-city facilities.

Analyzing the indicators of change in this model, it has been found that the beneficiaries of the shelter project have increased their sense of security by 98.87 percent, their social status has increased by 96.5 percent, the standard of living has increased by 92.2 percent, ability to buy new furniture increased 70.21 percent, positive behavior improved 80.78 percent, social harmony increased 90.21 percent, ability to buy electronic devices increased 58.78 percent, Savings rate increased by 44 percent and cultural activities increased by 39.5 percent. According to the information available till July 22, 1902: 350,000 tons of agricultural produce, 700 tons of fish, 130,000 cattle and 2000,000 poultry-pigeons [According to media reports in 2022]. Without further ado, this is visible development', this is inclusive development. It must be mentioned that the asylum project, like several other initiatives of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, has caught the attention of the world's policy makers as the largest rehabilitation project in the world. The project is being discussed in the United Nations Human Settlements Program known as UN Habitat. In the 77th session of the United Nations, held on September 21, 2022, policy makers from various countries including the United Nations participated in the discussion titled 'Refuge: Sheikh Hasina Model for Inclusive Development'.

However, today, people around the world can come and see, the poor, disfavourable and neglected women of Bangladesh have also become land owners, and have built their very own 'homes' with their husbands and families. The project has given them respect, dignity, strength and confidence.

Dr. Atle Pearson is a Norwegian academic and analyst with experience in South Asian affairs research, diplomacy and geopolitics.

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়